শিকওয়া
ও
জওয়াবে শিকওয়া

আল্লামা ইকবাল

Ben

আল্লামা ইকবাল সংসদ

শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া

আল্লামা ইকবাল

বাংলা অনুবাদ
মোহাম্মদ সুলতান [শিকওয়া]
গোলাম মোস্তফা [জওয়াবে শিকওয়া]
English Translation : A. J. Arberry

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি
এডভোকেট মুজিবুর রহমান [চেয়ারম্যান]
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মীর কাসেম আলী
সৈয়দ তোসারফ আলী
ড. আবদুল ওয়াহিদ [সম্পাদক]

আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/বি মিরপুর রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা।

শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া
আল্লামা ইকবাল
বাংলা অনুবাদ
মোহাম্মদ সুলতান [শিকওয়া]
গোলাম মোস্তফা [জওয়াবে শিকওয়া]
English Translation : A. J. Arberry

প্রকাশক
আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/বি মিরপুর রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ
২১ এপ্রিল ২০০২

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

অঙ্গসজ্জা
আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর

লিপিসজ্জা
মোঃ শামসুল হুদা [সোহেল]
রিনভি কম্পিউটার
২৮ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
এ্যাঞ্জেল প্রিন্টিং প্রেস
২৮, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মূল : ৮০ টাকা মাত্র।

SHIKWA O JAWAB-I-SHIKWA
[Complaint and Answer]
Allama Iqbal
Bengali Translation : Mohammad Sultan & Golam Mostafa
English Translation : A. J. Arberry
Published by Allama Iqbal Society, Bangladesh
380/B, Mirpur Road, Dhandmondi, Dhaka, Bangladesh
First Edition : 21 April, 2002
Price : 80 Taka, US $: 5

IQBAL Library PAKISTAN LAHORE
29706

আমাদের কথা

মহাকবি ইকবাল উর্দু-ফার্সী মিলিয়ে জীবনে ২৫ হাজার পংক্তি জাতিকে উপহার দিয়েছেন বলে জানা যায়। কুরআন, হাদীস-ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যই হচ্ছে ইকবাল কাব্যের মূল উৎস। ইসলামের সোনালী ইতিহাসের ওপর কালিমা লেপন করে অমুসলিমরা মুসলমানদের দুনিয়া থেকে বিদায় করার ফন্দিতে ছিলো। ইকবাল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অবস্থা নিরীক্ষণ করে তন্দ্রা-বিভোর মুসলিম জাতিকে হানেন কাব্যাঘাত। বিশ্ব মুসলিমের ওপর কাফিরদের অত্যাচার তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। আল্লাহর হুজুরে তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে "শিকওয়া" কাব্য রচনা করলে আলিম সমাজ তাঁকে কাফের বলেও আখ্যায়িত করেন। পরে তিনি "জওয়াবে শিকওয়া" কাব্য রচনা করে মুসলমানদের লজ্জাবনত করেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর এ কাব্য নন্দিত হয়ে আসছে। উর্দুসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এ কাব্য গ্রন্থের কত সংস্করণ বেরিয়েছে- তার ইয়ত্তা নেই। আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে ইকবাল এ কাব্য আবৃত্তি করেন। কাব্য গ্রন্থটি পৃথকভাবে বের হয়েছে। ইকবালের সাড়াজাগানো গ্রন্থ *বাঙ্গেদারায়* গ্রন্থটি সংযোজিত হয়ে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়।

বিশের দশক থেকে বাংলায় ইকবাল অনূদিত হয়ে আসছেন। *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া* অর্ধডজনের ওপর অনুবাদ হয়েছে বলে জানা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুলতান ও আশরাফ আলী খানের অনুবাদের ভূমিকাও লেখেন। তিনি মোহাম্মদ সুলতানের অনুবাদ সম্পর্কে লেখেন:

> সুলতান-এর "শেকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া'র কাব্যানুবাদ পড়লাম আসল "শেকওয়া ও জওয়াবে "শেকওয়া'' পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সার্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ইকবালের অপূর্ব সৃষ্টি এই "শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া"। উর্দ্দূভাষী ভারতবাসীর মুখে মুখে আজ শেকওয়ার বাণী। সেই বাণীকে রূপান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ মনে করেই আমি এতে হাত দিতে সাহস করিনি। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হলাম। অরিজিনাল ভাবকে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতি-ভঙ্গী দেখে। পশ্চিমের বোরকা পরা মেয়েকে বাংলার শাড়ীর অবগুণ্ঠনে যেন আরো বেশী মানিয়েছে।

'শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া' কবির পরিণত বয়সের অপূর্ব সৃষ্টি। এই অমর কাব্য দু'খানির ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ অভিনব। এই জাতীয় কাব্যের উদ্ভব কেবল মহাকবি ইকবালের বীর হৃদয়েই সম্ভব। *শিকওয়ায়* কবির স্বজাতিপ্রীতি তাঁর আল্লাহ্-প্রেমকেও ছেড়ে গেছে। আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারক, তাঁর শিরীণ তৌহীদ-শারাবের অন্যতম সাকী মুসলমানগণের বর্তমান অধঃপতনে কবির হৃদয় গভীর সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আল্লাহর পক্ষপাতিত্বই যেন এই দুর্দশার কারণ, তাই ভক্তবীর আল্লাহর

অবিচারের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন! তাঁর সুদৃঢ় যুক্তির খরসান অসি আস্ফালন করে স্বর্গতোরণ প্রকম্পিত করেছে। কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে ভক্তিরসের পীযুষ-ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত। এ যেন প্রলয়-বিষাণের সঙ্গে বীণার ঝঙ্কারের সংমিশ্রণ, বিদ্রোহের লেলিহান বহ্নিশিখার অন্তরালে প্রস্ফুটিত কুসুমবিতান।

জওয়াবে শিকওয়ায় বীর বিদ্রোহী শান্তভাব ধারণ করেছেন। কোষবদ্ধ হয়েছে তাঁর উদ্ধত কৃপাণ। তিনি যেন খুঁজে পেয়েছেন মুসলিম-অধঃপতনের মূলীভূত কারণ, উপলব্ধি করেছেন স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব, তাই অনুতপ্ত হৃদয়ে বিরাটের অনন্ত শক্তির পদতলে করেছেন আত্মসমর্পণ। *শেকওয়ার* কবির এ বিদ্রোহ সার্থক। তিনি তাঁর অসির এক ইঙ্গিতে মুসলমানদের অতীত কীর্তি, বর্তমান অধঃপতন ও ভবিষ্যতের মোহন মূর্তি অঙ্কিত করে তাঁর পথভ্রষ্ট স্বজাতিকে গন্তব্য পথের সন্ধান দিয়েছেন।

ইকবালের সময় ও কাল ছিলো অমুসলিমদের আস্ফালনের কাল। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছিলো। ইকবাল মুসলমানদের সেসব লাঞ্ছনা-অবমাননা সহ্য করতে না পেরেই রক্ত আখরে রচনা করেছিলেন শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়ার ন্যায় অনন্যসাধারণ পংক্তিমালা।

আজকের বিশ্বে চলছে ইঙ্গ-মার্কিনীদের মহোৎসব। মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হেন কোন ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করছে না। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত মুসলমানরা আজও চেতনাহীন। হাড়মাতদের বিরুদ্ধে তাদের কোন স্ট্র্যাটেজি নেই। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য যখন অপরিহার্য, তখনও মুসলমানরা তন্দ্রাবিভোর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আল্লামা ইকবালের এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা আমরা সময়ের দাবী বলেই মনে করি।

শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া পঞ্চনদের মহাকবির কবিত্বের পঞ্চধারার অন্যতম ধারা। এই পুণ্য ধারায় অবগাহন করে বাংলার মুসলিম সমাজ তথা বিশ্ব মুসলিম যাতে সমস্ত আবিলতা হতে মুক্ত হয়ে জাতীয় জীবনের অভীষ্ট ফল লাভ করতে পারে, সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রয়াস।

আল্লামা ইকবাল শ্রুতিমধুর উর্দূ ব্যবহার করতেন। সেহেতু বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থে আমরা উর্দূর উচ্চারণ সংযুক্ত করেছি। মুহাম্মদ সুলতানের "শিকওয়া" এবং কবি গোলাম মোস্ত ফার "জওয়াবে শিকওয়া'র অনুবাদ সন্নিবেশিত হলো। এছাড়া এ. জে. আরবেরীর ইংরেজী অনুবাদও পত্রস্থ করা হলো। মূল ইংরেজী আদ্যপান্ত দেখে দেয়ার জন্য আমরা মেজবাহ উদ্দীন আহমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এতে করে একই সাথে ক'টি ভাষাও শেখা যেতে পারে। ইকবালের জীবন ও কর্ম লেখার জন্য আমরা নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থ নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। এই কাব্য প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি বিদগ্ধজনের কাছে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মহাকবি ইকবাল : জীবন ও কর্ম

আল্লামা ইকবাল সংসদ মহাকবি ইকবালের সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থ *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া'র* মূল উর্দূ বাংলা উচ্চারণসহ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ একই সাথে প্রকাশ করে একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছে বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। শতকরা ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে যেমন ইসলামকে জানার প্রয়োজন আছে, তেমনি ইসলামকে জানার জন্য ইকবালকেও জানার প্রয়োজন আছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই, গোটা বিশ্বে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে ইসলামকে নিয়ে ইকবাল যত চিন্তা-ভাবনা করেছেন তা আর কেউ করেছেন বলে আমি জানি না। মানব-জীবনের সমস্যা সমাধানে ইসলামের ভূমিকা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-অভিভাষণের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেতনা ও অনুভূমি জুড়ে ইসলাম কত গভীরভাবে যে সম্পৃক্ত ছিল, সেটা তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ পাঠ করলেই বোঝা সম্ভব। তাঁর এই উপলব্ধি তিনি অনন্যসাধারণ কাব্য-ভাষা দিয়ে চিত্তাকর্ষক করার চেষ্টা করেছেন। সে জন্যেই ইকবালের কবিতা শুধু দার্শনিক চিন্তার উপস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা উঁচুমানের কাব্য উত্তীর্ণ হয়েছে।

অমিয় চক্রবর্তী ইকবালের উপর লেখা দু'টি প্রবন্ধে ইকবালের কাব্য-সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলেছেন :

> ১. মিলের চুমকি বসানো, অনুপ্রাস বহুল চকমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদ রচনার মাঝখানে গীতিকাব্য-রসের পরিপূর্ণ আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর।
>
> কবি ইকবালের কাব্যকানন বিচরণ করলে সৌরভীকুঞ্জ দেখতে পাব। খর-রৌদ্র ধূলিতে শ্যামলচ্ছায়া মেলে আছে; অনন্য মনোহর বীথি আহবান করে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গি রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উৎকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে তা উর্দূ বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানের চিত্তহারী। *(ইকবাল কাব্যের নতুন প্রকাশ)*

কিন্তু ইকবালের কবিতার বাংলা অনুবাদে সেই রস-মাধুর্য বা রূপ-মাধুর্য আমরা কি পাব? অনুবাদ কি কখনো মূল কবিতার রূপ-সৌন্দর্য এবং অন্তর-রূপ সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে উপহার দিতে পারে? বর্তমান কাব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ইকবালের কবিতার অনুবাদসমূহ কি তা পেরেছে?

আধেয় নয়, আধার দিয়েই কবিতার সৌন্দর্য নিরূপিত হয়। কাব্যের বিষয় যা হোক যদি তা ছন্দ, উপমায় সুষমাময় করে না তোলা যায়-সে কাব্য চিত্তগ্রাহী, মনোগ্রাহী বা অনুভূতিগ্রাহী হয় না গভীর দার্শনিকতা থাকলেও তা হয় নিরস গদ্যের উপস্থাপন। সেটা হয় বালুকণামিশ্রিত সন্দেশের মত-এই সবচেয়ে উপভোগ্য মিষ্টির মধ্যে যদি কাঁকরকণা থাকে মানুষ তা মুখে নিয়ে ফেলে দেবে তা আর দ্বিতীয়বার মুখে দেবে না। কচি ষাঁড়ের গোশত পরম উপাদেয় হলেও অপক্ক বাবুর্চি বা রাধুনী তা রান্না করে, যদি তা পরিমিত তেল, নুন, মসল্লা দিয়ে রান্না না করা হয়, তাহলে তা রুচিকর হবে না। অত্যন্ত লোভনীয় খাদ্য হয়েও তা বর্জিত খাদ্য হিসাবে গণ্য হবে। মূল কবিতার বহু অনুবাদ তাই আকর্ষণীয় না হলে বিকর্ষণীয় হয় এবং এভাবে অসামান্য বিদেশী কবি বা বিভাষার কবি হয়ে যান সামান্য কবি।

আমি বাংলা ভাষায় কোন কোন অনুবাদকের অগুণসমৃদ্ধ গ্যেটের অনুবাদ পড়তে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে অযোগ্য অনুবাদের দ্বারা অনূদিত ওমর ও হাফিজের কবিতার অনুবাদ পড়তে গিয়ে। কিন্তু কারও কারও অনুবাদ পড়তে গিয়ে আমি পরম আনন্দ অনুভব করেছি, যেমন- নজরুল ইসলাম, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ পড়ে;

নজরুলের হুইটম্যান ও হাফিজের অনুবাদ পড়ে, বুদ্ধদেব বসুর 'ল্য ফ্ল্যার দ্যু মাল'-এর অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথের এলিয়টের অনুবাদ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের হাইনের অনুবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইয়েটস ও নোগুচির অনুবাদ, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ব্রাউনিং-এর অনুবাদ পড়ে।

অনুবাদ যখন মৌলিক কবিতার মত স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে তখনই অনুবাদ সার্থক হয়। যে জন্যে ফিটজিরাল্ডের ওমর অনুবাদ ইউরোপকে চমকিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। আমি জানি, বোদলেয়ারের "ল্য ফ্ল্যা দ্যু মাল" (ক্লেদজ কুসুম) শুধু অনুবাদের মাহাত্ম্যে বহু বাঙালী কবিকে বোদলেয়ারধর্মী করে তুলেছিল, বাংলাদেশের বহু আধুনিক কবির প্রাথমিক যুগের কাব্যে তার অনুসরণ ও অনুকরণ মেধাবী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইকবাল কি সেভাবে কোন বাঙালী কবির অনুবাদে তেমন প্রভাব বিস্তারকারী সৌন্দর্যের অভিঘাত নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে?

সেটা সব সময় হয়েছে তা বলব না। তবে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, আমি যখন দৌলতপুর কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সায়ান্সের ছাত্র তখন আমাদের বাংলা টেকস্ট বুকে আশরাফ আলী খানের 'শেকোয়া'র অনুবাদ পড়েছিলাম এবং তার খানিকটা অংশ এখনও আমার মুখস্থ আছে।

ইকবাল বলেছেন-

মূর্খ নাদান হ'ল প্রধান রত্ন মানিক ঢের তাদের
এদিক মোরা সর্বহারা, কাদায় পড়ে রইল শের;
কাফের তরে গড়লে তুমি এই জগতের স্বর্গপুর,
শোনাও মোদের ভুয়ো কথা মরণ পরে আসবে হুর।

অনুবাদ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আমি যদি তখন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-কৃত একই কবিতাংশের এই অনুবাদ পড়তাম :

নিন্দা ত নয়; ধনরত্নে পরিপূর্ণ তারি ভান্ডার;
সভার মাঝে বলতে পারে বাক্য দু'টি শক্তি নাই যার।
বিধর্মী পায় হুর ও দৌলত সংসার মাঝে, সহ্যের এবার;
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হুরের এক অঙ্গীকার।

এখানে ইকবালের মূল কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে এবং দেখানো যায় যে, আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের কত পার্থক্য। ইকবাল লিখছেন-

"ইয়েহ্ শিকায়ত্ নহী হাঁয় উন্‌কে খযানে ম'মুর,
নহী মহফিল মে জিনহে বাত ভী করনে কা শ'উর।
কহর ও ইয়ে হায় কে কাফির কো মিলে হুর ও কসুর,
আওর মুসলমাঁ কো ফকত ওআদাএ হুর।"

শহীদুল্লাহ্‌র অনুবাদ কাব্যচাতুর্যহীন আক্ষরিক পদ্যানুবাদ। সে জন্যে তাতে রসমাধুর্যের বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু আশরাফ আলী খানের অনুবাদ আত্মস্থ ভাবের কাব্যানুবাদ, যাতে কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে বলেই তা মূল কবির কাব্যশক্তির পরিচয়কে চিহ্নিত করেছে।

সে কথা অগ্রজের স্নেহ-স্পর্শে মধুর হলেও তা খুব বেশী অত্যুক্তি নয়। বাল-ই-জিবরীল-এর অংশবিশেষের সুলতানকৃত এই অনুবাদে-

তুমি সুগভীর অসীম সিন্দু
আমি যে বিন্দু তটিনী ধারা,
তোমার অতলে কর মোরে লীন
নহে কর কূল-বাঁধন হারা
মুকুতা অলস হই যদি আমি
দুলাও তোমার কণ্ঠহারে,
শূন্য শুক্তি হই যদি তবে

মণিময় তুমি করগো তারে।

যে ভাব ও ছন্দ-মধুর সে-কথা বলা বাহুল্য।

এই অনুবাদ ইকবালকে শুধু দার্শনিক নয় যথার্থ কবি হিসাবে আমাদের উপলব্ধির স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

উল্লেখ্য, এ দেশের কয়েকজন বিখ্যাত কবিও ইকবাল অনুবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন- গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, বেনজীর আহমদ, মহীউদ্দীন, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, আব্দুর রশীদ খান, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, মোফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আশরাফ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ এবং আবদুস সাত্তার প্রমুখ।

বলা বাহুল্য, কবি হিসাবে বিখ্যাত না হলেও তিনজন অনুবাদক কবি যে ইকবালের কবিতার সার্থক অনুবাদ (আমার ব্যক্তিগত অভিমত) করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এঁরা হলেন মহিরউদ্দীন ইউসুফ, সৈয়দ আবদুল মান্নান এবং রুহুল আমীন খান। নিঃসন্দেহে ফররুখ আহমদ ইকবাল অনুবাদে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর কৃত কিছু অনুবাদ যে অন্য আর কারও পক্ষে করা সম্ভব ছিল না- সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে, গোলাম মোস্তফার ''শেকওয়া'' ও ''জবাব-ই-শেকওয়া'র অনুবাদ হৃদয়গ্রাহ্য হয়েছে বলে আমার ধারণা। কারণ, এই ছন্দশিক্ষিত কবির অনুবাদে ধ্বনির অনুরণন কর্ণপীড়াদায়ক অনুবাদে পরিণত হয়নি। ''জাবিদনামা'' থেকে 'খিতাব-ব-জাবিদ' (জাবিদের প্রতি উপদেশ) নামক গোলাম মোস্তফার গদ্য অনুবাদটিও একটি চমৎকার অনুবাদ বলে আমার ধারণা। দুঃখের বিষয়, বর্তমান সংকলনে এই অনুবাদটি গৃহীত হয়নি। আমি মনিরউদ্দীন ইউসুফের ইকবাল অনুবাদকেও রিক্ত আক্ষরিক অনুবাদ বলব না। বাঙ্গ-ই-দারা'র কিছু কবিতা মনিরউদ্দীন ইউসুফ এমন আন্তরিকতা দিয়ে অনুবাদ করেছেন যা যে কোন মৌলিক কবির কবিতার মত আমার কাছে আনন্দদায়ক বলে মনে হয়েছে। বিশেষ করে, মনিরউদ্দীন ইউসুফের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত অনুবাদসমূহ ধ্বনি-মাধুর্যে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে উঠেছে। 'আসরার-ই-খূদী'র আংশিক অনুবাদ ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসানও করেছিলেন। কিন্তু, সৈয়দ আবদুল মান্নান গোটা 'আসরার-ই-খূদী' অনুবাদ করেছেন গদ্য ভাষায়। ফররুখ আহমদ ও সৈয়দ আলী আহসানের মত মৌলিক কবি না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইকবালকে এমনভাবে আত্মস্থ করেছিলেন এবং সম্ভবত ফারসী ভাষায় তাঁর এমন দখল ছিল যে, তাঁর গদ্য কবিতার ভঙ্গিতে এই অনুবাদ ইকবালের চিন্তার মাহাত্ম্য তো বটেই, তাঁর কবিত্ব শক্তিকেও আমাদের বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

ফলত, বর্তমান সংকলন যে অত্যন্ত সময় ও যুগোপযোগী-তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে এক দল ক্ষুদ্রমনা, বিভ্রান্ত রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিচালিত লোকের কারণে এবং ইকবালকে হীন উদ্দেশ্যে নির্বাসিত করার ষড়যন্ত্রের জবাবে ইকবালকে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরণে এই সংকলন যে গভীর অবদান রাখবে, তাতে সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার আগে আমার ধারণা, ইকবালের জীবন ও তাঁর কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জীবন, কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন

ইকবালের প্রকৃত নাম শেখ মুহম্মদ ইকবাল। তিনি ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ৯ নভেম্বর পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম শেখ নূর মোহাম্মদ এবং আম্মার নাম ইমাম বিবি। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শেখ আতা মুহাম্মদ। তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষক ছিলেন মীর হাসান। আর তিনি প্রথম জীবনে কবিতা লিখে তা সংশোধনের জন্য পাঠাতেন তদানীন্তন বিখ্যাত উর্দূ কবি দাগের নিকট। ইকবাল ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় প্রথম হতেন।

শিক্ষা

১৮৮৭-সিয়ালকোটস্থ স্কচ মিশন স্কুল থেকে প্রাথমিক পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৮৯১-এ উক্ত স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। স্কচ মিশন স্কুল-কলেজে পরিণত হয়।

ইকবাল সেখানেই পড়াশোনা করেন। ১৮৯৫-এ তিনি এফ.এ পাস করেন। ১৮৯৭-এ লাহোর কলেজ থেকে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় পাস করেন।

১৮৯৮-এ লাহোর 'ল কলেজ'-এ আইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু আইনের মূলনীতি বিষয়ে অকৃতকার্য হন। দু'বছর পর পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন।

১৮৯৯-এ দর্শন শাস্ত্রে ইকবাল এম. এ পাস করেন। এই সময়ে তিনি তাঁর শিক্ষক স্যার টি ডব্লিউ আর্নল্ডের সাহচর্য্যও লাভ করেন।

১৯০৫-এ উচ্চতম শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ইউরোপ যান। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯০৫-এর নভেম্বরে লিংকন ইন ইউনিভার্সিটি লন্ডনে 'বার এট ল' শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯০৮-এ দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৭-এ তিনি জার্মানীর মিউনিক শহরে এসে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে The Development of Metaphysics in Persia-A Contribution to the History of Muslim Philosophy-এর উপর থিসিস রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। বলা বাহুল্য, ইতোপূর্বে প্রফেসর ম্যাকগ্রেডের অধীনে এই থিসিসের উপর গবেষণা করে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পুনরায় লন্ডনে আসেন এবং ১৯০৮-এ ইংল্যান্ডে Lincolns Inn থেকে ব্যারিস্টারী পাস করেন।

কর্মজীবন

১৮৯৯-এ এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইকবাল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে ১৯০১-এ তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৮৯৯-এ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়াধীন ওরিয়েন্টাল কলেজের, ম্যাকলোড পাঞ্জাব, এরাবিক রীডারও নিযুক্ত হন। ১৯০৩-এ লাহোর সরকারী কলেজে স্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩-এ বিশ্ববিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল কলেজ লাহোর গবেষণা, সম্পাদনা, অধ্যাপনা ও আরবী গ্রন্থ প্রকাশনা তত্ত্বাবধান কার্যে নিয়োজিত হন এবং আঞ্জুমানে মুসলমানে কাশ্মীরী লাহোর-এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৯০৯-এ তিনি সরকারী কলেজ লাহোরে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং এক বছর (১৯১০-এ পর্যন্ত) সেখানে অধ্যাপনায় কর্মরত থাকেন। ১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বৃটিশ কমিটির কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৬ মাস লন্ডনে আরবীর অধ্যাপনা করেন। লাহোর চীফ কোর্টে আইন ব্যবসায়ের জন্য আবেদন করেন। ইকবাল ১৯১১-এ পাঞ্জাব প্রিভেন্সিয়াল এডুকেশন কনফারেন্সের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯২০-এ হন আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের জেনারেল সেক্রেটারী। সেপ্টেম্বর-১৯২৪ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯২৩-এ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯২০-এ তিন বছরের জন্য লাহোর থেকে প্রাদেশিক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২-এ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডিলিট' সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৩৪-এ দুরারোগ্য রোগের শিকার হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যের অবনতি হেতু তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। আলী গড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডিলিট' সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৩৫ সালে পুনর্বার পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভূপালের নবাব স্যার সাইয়্যেদ হামিদুল্লাহ খান কর্তৃক ইকবালকে ৫০০ টাকা (বর্তমানে বাংলাদেশের টাকায় লক্ষাধিক টাকা) দান করা হয়। ১৯৩৭-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এবং ১৯৩৮-এ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে 'ডিলিট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইস্তফা

১৯০৮-এ সরকারী কলেজ লাহোর থেকে ইকবাল অধ্যাপনা পদে ইস্তফা প্রদান করেন ১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারী পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৩০-এ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের জেনারেল কাউন্সিল ও কলেজ কমিটি থেকে ইস্তফা দেন।

রাজনৈতিক কার্যকলা

১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বৃটিশ কমিটির কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আঞ্জুমানে কাশ্মীরী মুসলমান লাহোর-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর সম্মানে মানপত্র পাঠ করেন। ১৯১১-এ পাঞ্জাবে প্রিভেন্সিয়াল এডুকেশন কনফারেন্সের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯১৯-এর ৩০ শে ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর মৈত্রী শক্তি কর্তৃক তুর্কীদের সাথে প্রতিশোধমূলক অবরোধের প্রতিবাদে লাহোর মুচি দরোজায় অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন ও প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯২৬-এ পাঞ্জাবের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপ্রার্থী হন। ১৯২৭-এর ৫ই মার্চ পাঞ্জাব আইন সভায় ১৯২৭-২৮ সালের বাজেট উপলক্ষে ভাষণ দেন। ১০ই মার্চ সরকারের শিক্ষা বিভাগের বাজেট হ্রাসের সমালোচনা করে ভাষণ দেন। ১লা মে-লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্মেলনে সরকারের যুক্ত নির্বাচন আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৮ই জুলাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমালোচনা করে পাঞ্জাব আইন সভায়; ১৯ শে জুলাই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী চাকরি সম্পর্কে পাঞ্জাব সভায়, ৯ই নভেম্বর আইন কমিশনের সমালোচনা করে ভাষণ দেন।।

১৯২৮-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভূমি রাজস্বের উপর আয়কর উসুল করার প্রস্তাবের উপর পাঞ্জাব আইন সভায় ভাষণ দেন। ২৪ শে জুন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২৫ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে স্যার মুহাম্মদ শফীর নেতৃত্বে কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২৯ শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

১৯৩০-এর ২রা মে নির্বাচনের দাবীতে অনুষ্ঠিত লাহোর মুচি দরোজার এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। ২৩ শে নভেম্বর বরকত আলী ইসলামিয়া হলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহবান করে উত্তর ভারতের মুসলমানদের একটি বিশেষ সম্মেলন আহবানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ২৯ শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। অভিভাষণে তিনি বলেন-

> I would like to see Punjab. North-west frontier of province. Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-west Indian Muslim State, appears to me to the final destiny of the Muslim, at least of North-west of India.

১৯৩০-এর ৩০ শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ধারণা পেশ করেন। ১৯৩২-এর ১লা জানুয়ারী জেরুসালেমে অনুষ্ঠিত ইসলামী লীগ সম্মেলন সম্পর্কে সিভিল ও মিলিটারী গেজেটের প্রতিনিধি তাঁর সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন। ১লা জানুয়ারী বিশ্ব সম্মেলন সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ফেব্রুয়ারীতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২-১২ই জুন বি.এ. শ্রেণীতে পাঠ্য তালিকা থেকে ইকবালের ইতিহাস খারিজ করার প্রতিবাদে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ২৯শে জুন অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক স্থগিত হওয়া সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ৬ই জুলাই দ্বিতীয়বার বিবৃতি দেন। ২৫শে জুলাই শিখদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে, ৪ঠা আগস্ট স্যার যোগেন্দ্র সিং কর্তৃক প্রস্তাবিত শিখ মুসলিম সমস্যা আলোচনামূলক প্রস্তাব সম্পর্কে, ১০ই আগস্ট শিখ মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় সম্পর্কিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবের ব্যবস্থামূলক বিবৃতি দেন। ২৪শে আগস্ট সরকারের সাম্প্রদায়িকতামূলক ফয়সালা সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ৮ই অক্টোবর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের লখনৌ সম্মেলন সম্পর্কে এবং ২৭ই অক্টোবর লখনৌ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ১৭ই নভেম্বর তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ই নভেম্বর বৃটিশ কমনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৩৩-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী গোলটেবিল বৈঠকের ফলে গঠিতব্য বিধান সম্পর্কে, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে, ৪ঠা মার্চ শ্বেতপত্র সম্পাদিত সাংবিধানিক প্রস্তাব সম্পর্কে, ১৬ই মে তুর্কিস্তানে

বিদ্রোহ সম্পর্কে, ৭ই জনু কাশ্মীর রাজ্যে দাঙ্গা সম্পর্কে, ২০শে জুন অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির সভাপতিত্ব থেকে ইস্তফা দান সম্পর্কে, ১৪ই জুলাই পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতামূলক সরকারী ফয়সালা সম্পর্কে, ৩রা আগস্ট কাশ্মীর প্রশাসন সংস্কার সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ২রা অক্টোবর কাশ্মীর আন্দোলনের সভাপতিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দেন।

১৯০৫-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা *মডার্ন রিভিউতে* প্রকাশিত জওহরলাল নেহরু রচিত *কাদিয়ানী মতবাদ* সম্পর্কিত পত্রের জবাব দেন।

ইকবাল জীবনে নারী (বিবাহ)

১. ১৮৯৩-এ ১৬ বছর বয়সে ইকবাল গুজরাটের সিভিল সার্জন খান বাহাদুর আতা মুহম্মদের ১৯ বছর বয়স্কা কন্যা করিম বি'কে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর কন্যা মেরাজ বি' ও পুত্র আফতাব ইকবালের জন্ম হয়। ১৯১৯ সালে এই স্ত্রীর থেকে তিনি পৃথক হন। ১৯৪-এ করিম বি' ইন্তেকাল করেন।

২. ১৯০৯-এ লাহোরের মুচি দরবাজাসী এক কাশ্মীরী পরিবারের সরদার বেগমের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ১৯১৩-এ এই স্ত্রীকে তিনি গৃহে আনেন। ১৯২৪-এ সরদার বেগমের গর্ভে ইকবাল পুত্র জাবিদ ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন।

৩. ১৯১২-এ তে লুধিয়ানাবাসী নওলাক্ষা পরিবারের কন্যা মোখতার বি'বির সাথে ইকবালের তৃতীয় বিবাহ হয়। ১৯২৪-এর অক্টোবরে সন্তান প্রসবকালে তাঁর এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

৪. ১৯০৭-এ প্রবাস জীবনে আতিয়া ফয়জী নামে এক শিক্ষিকা বিদূষী মহিলার সাথে ইকবালের পরিচয় হয়। এর কাছে ইকবাল ইংরেজীতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত কিছু পত্র লেখেন। দিল্লী থেকে *দানী* পাবলিশিং হাউজ ''আতিয়া ফয়জীর নামে ইকবাল পত্রাবলী'' নামে ১৯৪৭ সালে উক্ত পত্রাবলীর একটি সংকলন প্রকাশ করে।

পিতৃমাতৃবিয়োগ

১৯১০-এ ইকবালের আম্মা এবং ১৯৩০-এ তাঁর আব্বা ইন্তিকাল করেন।

ইকবালের রচনা পরিচয়

ইকবালকে উর্দূ ভাষার কবি বলা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি উর্দূ ও ফার্সী ভাষার কবি। আমরা ইকবালকে মোট ১১টি কাব্যগ্রন্থ লিখতে দেখছি। এর মধ্যে ফারসী আটটি এবং উর্দূ তিনটি। তাঁর ফারসী কাব্যগুলি যথাক্রমে *আসরার-ই-খূদী* (১৯১৫), *রমূযে বেখূদী* ৯১১৮), *পায়ামে মাশরিক* (১৯২৩), *যবূরে আযম* (১৯২৭), *জাবিদ নামা* (১৯৩২), *পস চেহ বায়াদ কর্দ* (১৯৩৬) এবং *আরমুগানে হেজায* (১৯৩৮) প্রকাশিত হয়।

তাঁর উর্দূ ভাষায় লিখিত কাব্য *বাঙ্গ-ই-দারা* (১৯২৪), *বাল-ই-জিবরীল*-(১৯৩৬) এবং *যরব-ই-কলীম* ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি বাল্যে, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে উর্দূ কবিতা লিখলেও তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ফারসীতে লেখা '*আসরার-ই-খূদী*' (১৯১৫) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ''*রমূয-ই-বেখূদী*'' ১৯১৮-এর প্রকাশিত হয়।

ইকবালের প্রথম দিককার রচিত কবিতা ১৯২৪-এ প্রকাশিত তাঁর বাঙ্গ-ই-দারা কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ পরিচায়কদের মতে, এর সমস্ত কবিতাকে কাব্যানুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে আছে তাঁর ১৯০৫-এ ইউরোপে যাওয়ার আগে রচিত কবিতা। যেমন- 'হিমালা' (হিমালয়), 'তসভীল-ই-দর্দ' (ব্যথার ছবি), 'নয়া শিওয়ালা' (নব শিবালয়), 'ভারতীয় বালক-বালিকাদের জাতীয় সঙ্গীত' এবং 'তারানা-ই-হিন্দ' (ভারত-সঙ্গীত)। দ্বিতীয় ভাগের কবিতা তাঁর ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এ ইউরোপে থাকাকালীন লেখা। তাঁর এই ইউরোপ থাকাকালীন কবিতার সংখ্যা কম। কিন্তু তখন তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হতে দেখা যায়। তখন তিনি স্বাদেশিকতাবাদী নন, তিনি আন্তর্জাতীয়তাবাদী অথবা বলা যেতে পারে সংকীর্ণ অর্থে জাতীয়তাবাদী নন, আন্তর্জাতিক মুসলিম বিশ্বের মুসলিম জাতীয়তাবাদী। তাঁর মধ্যে তখন খূদী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটছে। তাঁর এই

সময়ের চিত্তাকর্ষক কবিতাগুলো হল 'মুহব্বত' (প্রেম), 'হকীকত-ই-হুসন' (সৌন্দর্যতত্ত্ব), 'তুলাবায়ে আলীগড় কলেজ কে নাম' (আলীগড় কলেজের ছাত্রদের প্রতি), 'স্বামী রামতীর্থ, 'সিকিলিয়া' (সিসিলি)।

এই কাব্যের তৃতীয় ভাগে মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত কবিতার সংকলন দেখা যায়। ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি এইসব কবিতা লেখেন। এই কবিতা লেখার সময়কাল ১৯০৮ থেকে ১৯২৪। এর প্রথম কবিতা 'বিলাদ-ই-ইসলামিয়া'। এই কবিতায় তিনি বাগদাদ, দিল্লী, কর্ডোভা কনস্ট্যান্টিনোপল এবং মদীনার গান গেয়েছেন। এই বিভাগেরই তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'শিকওয়া' ও 'জবাব-ই-শিকওয়া' সংকলিত হয়েছে. তাঁর আরো দু'টি দীর্ঘ কবিতা ''খিযির রাহ'' এবং ''তুলু-ই-ইসলাম'' অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতও এই বিভাগের অন্তর্গত। এই ভাগে তাঁর আর যে-সব কবিতা সংকলিত হয়েছে, সেগুলো হল 'ফলাসফি-ই-গম' (দুঃখতত্ত্ব), ও 'অতনিয়ত' (স্বদেশ পূজা), 'রাত আওর শাইর' (রাত্রি ও কবি), 'নওঈদ-ই-সুবহ' (প্রভাতের সুসংবাদ), 'গুলাম কাদির-রাহিলা', 'স্বর্গীয় জননীর স্মরণে', 'মুসলমান' এবং 'নব্য শিক্ষা'।''

প্রকৃতপক্ষে ইকবালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''আসরার-ই-খূদী'' ১৯১৫-তে এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ''রমূয-ই-বেখূদী'' ১৯১৮-তে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩-এ প্রকাশিত হয় ইকবালের আর একটি ফারসী কাব্য 'পায়াম-ই-মাশরিক। পায়াম-ই-মাশারিক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। এগুলো হল-

১. লাল-ই-তুর (সিনাই পর্বতের লাল ফুল), এতে আছে একশ' তেষট্টিটি রুবাই।
২. আফকার (চিন্তাসমূহ)-এ খণ্ডে আছে- 'তসখির-ই-ফিৎরত-(প্রকৃতি জয়) 'ফসল-ই-বাহার' (বসন্ত ঋতু), 'সরূদ-ই-আসুম' (নক্ষত্রদের গান), 'কিরম-ই-কিতাবী' (গ্রন্থকীট), 'হুদী' (উষ্টচালকদের গীত), 'কাশ্মীর' ও 'গনি কাশ্মীর'।
৩. 'মায়-ই-বাকী' (শাশ্বত মদিরা)-এতে ফারসী কবিদের অনুকরণে লেখা উঁচুমানের অনেক গজল আছে।
৪. 'নকশ-ই-ফিরঙ্গ' (ইউরোপ চিত্র),-এতে ইউরোপের সমস্যা তাঁর কয়েকজন দার্শনিক ও কবি শোপেন হাওয়ার, হেগেল, বার্গসঁ', নিটশে, গ্যেটে, আইনস্টাইন, কাল মার্কস-এর উপর লেখা কবিতা, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
৫. খুরদা (লাল মদিরা)-এতে বিবিধ বিষয়ে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা আছে।

পূর্বের উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২৪-এর উর্দূতে লেখা 'বাঙ্গ-ই-দারা' প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ ফারসীতে রচিত ''যবূরে আযম'' (পারস্য স্তোত্র)

''যবূর-ই-আযম দু'টি ভাগে বিভক্ত ১. গুলশান-ই-রায়-ই জাদীদ (নব রহস্য পুষ্পোদ্যান) এবং বন্দেগী নামা (দাসত্ব পূজা); হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের নাম যবূর। পারস্যের ভাবধারা এই গ্রন্থের প্রধান উপাদান। ''যবূর-ই-আযম'' নামকরণই এর কারণ। পারস্যের কবি মাহমুদ শাবিস্তারী সূফী মতবাদ সম্বন্ধে ''গুলমান-ই-রায়'' (রহস্যের পুষ্পোদ্যান) নামে একটি কাব্য লেখেন। এ থেকে একবাল তাঁর 'গুলশান-ই-রায-ই জাদীদ' বা নব রহস্য পুষ্পোদ্যানের নামকরণ করেন। উল্লেখ্য, জনৈক সূফী শাবিস্তরীকে ন'টি প্রশ্ন করেছিলেন। ইকবাল বর্তমান যুগের আদর্শ থেকে তাঁর কাব্যে এর উত্তর দিয়েছেন। আর বন্দেগী নামায দাস জাতির শিল্প ও ধর্মের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

১৯৩২-এ প্রকাশিত হয় ইকবালের জাবিদ নামা। এটিও ফারসীতে রচিত। কনিষ্ঠ পুত্র জাবিদের নামে ইকবাল এর নাম করেন। এই কাব্যের উপর দান্তের প্রভাব আছে। উল্লেখ্য, রসূল (সাঃ)-এর মিরাজ-এর ঘটনা দান্তেকে ডিজাইন কমেডি লেখায় অনুপ্রেরণা দান করে। ইকবাল তাঁর জাবিদ নামায় বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। তিরাজে রসূল (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন জিবরাইল (আঃ), আর ইকবালের উর্ধ্বলোকের ভ্রমণসঙ্গী মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী।

১৯৩৫-এ তাঁর উর্দূতে লেখা কাব্যগ্রন্থ বাল-ই-জিবরীল প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ডে ৬১টি গযল এবং কতকগুলো রুবাই আছে। বলা বাহুল্য, এর ২য় খণ্ডের বেশ কিছু কবিতা ইকবাল স্পেনে

ভ্রমণের সময় লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে খোদার সম্মুখে লেনিন, জাবিদের প্রতি, মসজিদে-ই-কর্ডোভা (কর্ডোভার মসজিদ), ফিরিশতুঁ কা গীত (ফেরেশতাদের গান), ফরমান-ই-খুদা (আল্লাহর ফরমান), আল আরদু লিল্লাহ্ (জমির মালিক আল্লাহ), রুহে আরযী আদম কা ইস্তিকবাল কারতি হায় (পৃথিবীর আত্মা কর্তৃক আদমের অভ্যর্থনা), জিব্রিল ও ইবলিস, সাকীনামা, মুল্লা ও স্বর্গ, আজান, নেপোলিয়ান কে মাজার পর নেপোলিয়ানের মাজারে), শাহীন (শ্যেন পক্ষী), বাগী মুরীদ (বিদ্রোহী মুরীদ), রাজনীতি ও ধর্ম, জনৈক যুবকের প্রতি, দর্শন ও ধর্ম, পাঞ্জাবের যুবকদের প্রতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে।

১৯৩৬-এ তাঁর উর্দূ গ্রন্থ যরব-ই-কলীম এবং ফারসীতে লেখা কাব্য পস্ চে বায়াদ কর্দ (অতঃপর কিংকর্তব্য) প্রকাশিত হয়। যরব-ই-কলীম (মুসার যষ্ঠির আঘাত)-এর নামান্তর নামান্তর বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এর প্রথম ভাগে ইসলাম ও মুসলমান, দ্বিতীয় ভাগে শিশু পালন, তৃতীয় ভাগে নারী জাতি, চতুর্থ ভাগে রাজনীতি এবং পঞ্চম ভাগে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। শেষে মিহরাব গুল্ আফগানের চিন্তাধারা নামে কুড়িটি ক্ষদ্রাকৃতির কবিতা মুদ্রিত হয়েছে।

এ বছর পস্ চে বায়াদ কর্দ নামে পারসীতে লেখা বাক্যটিও প্রকাশিত হয়। আফগানিস্তান ভ্রমণের সময় ইকবাল যে-সব কবিতা লেখেন তা মুসাফির নামে এতি সংকলিত হয়েছে।

পস চেহ বায়াদ কর্দ কাব্যগ্রন্থের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর মধ্যে আছে হযরত মুসার বিজ্ঞতা. ফিরআউনের বিজ্ঞতা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ফকর (বৈরাগ্য), স্বাধীন মানুষ এবং শরীয়তের রহস্য। মুসাফির অংশে এসব কবিতা আছে-সীমান্তের লেখকদের প্রতি সম্ভাষণ, শহীদ বাদশাদের সম্মুখে, বাবুর, হাকিম সনাঈ, সুলতান মাহমুদ ও আহমদ শাহ্ বাবরের সমাধি দর্শন, বাদশাহ্ যহীর শাহের প্রতি সম্ভাষণ।

১৯৩৮-এর ২১শে এপ্রিল মহাকবি ইকবাল ইন্তিকাল করেন। এ বছরই তাঁর ফারসীতে এবং উর্দূতে লেখা কাব্যগ্রন্থ আরমুগান-ই-হিজায (হিজাযের উপহার) প্রকাশিত হয়। এতে আছে ইকবালের জীবন সায়াহ্নের শেষ বাণীসমূহ প্রতি, মুসলিম জাতির প্রতি, মানব জাতির প্রতি এবং পথের বন্ধুগণের প্রতি। আর উর্দূ অংশে আছে ইকবলিস কী মাজলিস-ই-শূরা (ইবলিসের পরামর্শ সভা), বৃদ্ধ বালুচের পুত্রের প্রতি উপদেশ, চিত্র ও চিত্রকর, প্রেতলোক, নারকীয় প্রার্থনা, আকাশবাণী প্রভৃতি। ইকবালের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ কুল্লিয়াতে ইকবাল উর্দূ এবং ফারসী ভাষায় রচিত কাব্যসমগ্র কুল্লিয়াতে ইকবাল প্রকাশিত হয়।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ইকবাল কেবলমাত্র কবিতা বা কাব্য লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অতি উচ্চমানের চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখকও। তাঁর উদ্দেশ্যাধর্মী জীবনে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি এসব কিছু তাঁর প্রবন্ধ, বক্তৃতা, অভিভাষণ ও পত্রাবলীতে ফুটে উঠেছে। তারও একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল।

প্রবন্ধ

১. ইলমুল ইকতিসাদ (অর্থ বিজ্ঞান) ১৯০৩
২. The Development of Metaphysics in Persia-১৯০৯
৩. Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam-১৯৩০
৪. Reconstruction of Religious Thought in Islam- ১৯৩৪
৫. ফালসাফায়ে আজম-১৯৩৬ (পারস্যে প্রজ্ঞান চর্চার বিকাশ গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ)
৬. হরফে ইকবাল (রাজনৈতিক ভাষণ ও বিবৃতি সংকলন)-১৯৪৫
৭. মাকালাতে ইকবাল-১৯৬৩
৮. কাওমী যিন্দিগী আওর মিল্লাতে বয়যা পর এক উমরানী নযর-১৯৭০

৯. শাযরাতে ইকবাল-১৯৭৩
১০. আফকারে ইকবাল-(স্মৃতি সংকলন) ১৯৯০

পত্রাবলী

১. শাদে ইকবাল-১৯৪২
২. ইকবাল নামা-১৯৪৫
৩. আতিয়া ফয়জীকে লেখা ইকবালের পত্রাবলী (ইংরেজী)-১৯৪৭
৪. মাকাতীবে ইকবাল-১৯৫৪
৫. মকতুবাতে ইকবাল-১৯৫৭
৬. আনওয়ারে ইকবাল-১৯৬৭
৭. লেটারস এ্যাণ্ড রাইটিংস অব ইকবাল-১৯৬৭
৯. নাওয়াদেরে ইকবাল-বনামে মহারাজা কৃষ্ণ প্রসাদ-১৯৭৬
১০. রূহে মাকাতীবে ইকবাল-১৯৭৭
১১. কায়েদে আযমের নামে ইকবালের পত্রাবলী (ইংরেজী)।

ইকবালের সমগ্র জীবন ও জীবনকর্মের দিকে তাকালে মনে হয়- একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তিনি তীরের মত ছুটে চলেছেন। তিনি জগতে একটা নতুন চিন্তার জন্ম দিতে যাচ্ছেন এবং তার জন্য গ্রহণ করছেন এক যুদ্ধযাত্রার গমনাপেক্ষায় নিয়ত সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি। তাঁর মাতৃভাষা উর্দূ ছাড়াও, তিনি ফারসী, আরবী, ইংরেজী ও জার্মানী ভাষায় এমন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যা দিয়ে শুধু আলাপ করা নয়, গ্রন্থ রচনা করা যায়। অধ্যাপনা করা, কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করা অসম্ভব হয় না। এছাড়াও তিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থ, সাহিত্য সৃষ্টি করা নয়, গ্রন্থ রচনা করা যায়। অধ্যাপনা করা, কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করা অসম্ভব হয় না। এছাড়াও তিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র গভীরে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। সাহিত্য ও কাব্যের তো কথাই নেই। মার্কস যেমন জগৎকে বদলাতে চেয়েছিলেন, ইকবালও তাঁর চিন্তা-দর্শন দিয়ে জগতের সংকট দূর করতে চিন্তার এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কান্ট, হেগেল, নীটশে, বার্গসঁকে গভীরভাবে পাঠ করা ইকবাল এবং পাশ্চাত্যের রাজনীতির অন্তস্থলে অণুবীক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে দেখা ইকবাল বুঝেছিলেন যে, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের দর্শনও আদর্শ দিয়ে গণতন্ত্রবাদীরা এবং কম্যুনিস্টরা সমাজ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, তা সমস্যা দূরীকরণের পরিবর্তে নতুন সমস্যার জন্ম দিতে যাচ্ছে। যা প্রকৃত রোগ দূরীকরণের ওষুধ নয়, বরং তা এক ধরনের ড্রাগ যা আপাতঃদৃষ্টিতে ওষুধ মনে হলেও তা মানুষকে সুস্থ করতে পারে না বরং রোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনে মানব হিতৈষণার গুণগত আদর্শ একেবারে তা নয়, কিন্তু ইকবাল তাঁর মধ্যে দুষ্ট নেশার ওষুধের অস্তিত্ব দেখেছিলেন যা মানুষকে যতটা সুখী করে তার চেয়ে বেশী করে অসুখী। মানুষের জীবনে তা শক্তি ও গতি আনলেও, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আসক্তি আনলেও, সেই সঙ্গে আনে পররাজ্য গ্রাসের স্বার্থানুভূতি আর বৃদ্ধি করে মানবিক প্রবৃত্তির বদলে পাশবিক প্রবৃত্তি। সে আদর্শ স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু সে স্বাধীনতা যতটা মানববাদী মানুষের তার চেয়ে বেশী পাশবতাবাদী মানুষের। সে কথা বলতে ইকবাল তাই দ্বিধা করলেন না। ইকবাল বলেছেন-

> ইম্পিরিয়াজিমের দেহটা প্রকাণ্ড হৃদয়টা অন্ধকার
> জমহুরিয়াত বা গণতন্ত্র কবিতায় ইকবাল তাই বললেন-
> ডেমোক্রেসী হল সেই রাষ্ট্রবিধান যাতে মানুষ গোনা হয়,
> ওজন করা হয় না। *(অনুবাদ : অমিয় চক্রবর্তী)*

কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবাদ ও কর্মবাদকে তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর খূদী দর্শনের উৎস হিসেবে ঐ দর্শনকে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন এর মূলমন্ত্রকে ইউরোপ ইসলামের

কাছ থেকেই গ্রহণ করেছে। সুতরাং মানবতাবাদী গণতন্ত্রবাদে ছদ্মবেশী চেহারাকে ফেলে তিনি পূর্ণ সত্য হিসাবে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। জগৎকে তিনি বোঝাতে চাইলেন তারা যা আবিষ্কার করেছে তা ভুল নয়, বরং তা সুন্দরের বিকৃত অনুকরণ ও বিভ্রান্তি বাস্তবায়ন। এই চিন্তার গভীরতার জন্যই ইকবালের কবিতা শুধু মুসলমান সমাজের নয়, গোটা বিশ্বের মানব সমাজের জন্য হয়ে উঠেছে নতুন চিন্তার দিকদর্শন। কেননা তিনি যে সংকট ও সমস্যার কথা চিন্তা করেছিলেন তা একা মুসলিম সমাজের নয়, বিশ্ব সমাজের সমস্যা। সে জন্যেই ইকবালকে যাঁরা সাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে বাইরে। সে-জন্যেই বোধ হয় ইকবাল বলেছিলেন-

প্রয়োজন নেই আমার আজকের মানুষের কর্ণের।
আমি বাণী
অনাগত যুগের কবির।
হৃদয়ঙ্গম করে না আমার বাণীর গূঢ় অর্থ
আমার নিজের যুগ,
ইউসুফ আমার এই বাজারের জন্য নয়।

(অনু : সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ইকবালের শিকওয়ার কথা মনে আসবে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে ইকবাল শিকওয়া আবৃত্তি করেন। কিন্তু ইসলাম উপলব্ধিতে অগভীর ও অসম্পূর্ণ এবং কাব্যবোধ সম্বন্ধে অজ্ঞ মুসলিমরা ইকবালকে আল্লাহ-বিদ্রোহী বলে মনে করেন। শিকওয়ায় তিনি ব্যঙ্গার্থে আল্লাহর প্রতি যে অভিযোগ করেছেন, সে যে তাঁর গভীর মুসলিম-প্রীতিরই অভিব্যক্তি-তাতে কে সন্দেহ করবে? এই কবিতাতে মুসলমানদের দারুণ দুর্দশার জন্যে যে অভিযোগ হাহাকার প্রজ্বলিত হয়েছিল-সেটা যারা বোঝেনি তাদের কাব্যবোধ যে নিম্নস্তরের আসরার-ই খূদীতে কাব্য ভাষায় ইকবাল তাঁর উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধিতা ও সমালোচনা কখনও নিষ্ফল হয় না এবং সমালোচনাই ফল ইকবালের আর একটি উৎকৃষ্ট কাব্য জবাব-ই-শিকওয়া, যার অনুবাদ করেছেন গোলাম মোস্তফা, মনির উদ্দীন ইউসুফ এবং অংশবিশেষের অনুবাদ করেছেন কবি ফররুখ আহমদ। বর্তমান সংকলনে আমরা অনুবাদের মাধ্যমে যার সৌন্দর্য ও ভাব-মাহাত্ম্য আহরণ করতে সক্ষম হব।

বস্তুত আসরার-ই-খূদী আমার মতে ইকবালের শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর মাস্টার পীস, তাঁর *ম্যাগনাম ঔপাস*। ফেরদৌসীর যেমন শাহনামা, রূমীর যেমন মসনবী, মধুসূদনের যেমন মেঘনাদবদ কাব্য. রবীন্দ্রনাথের যেমন বলাকা নজরুলের যেমন বিদ্রোহী, হাফিজের যেমন দিওয়ান, মিল্টনের যেমন প্যারাডাইস লস্ট, হুইটম্যানের যেমন সাঙ্গা অফ মাইসেলফ ইকবালের তেমনি আসরার-ই-খূদী। আমি ফারসী জানি না বলে এর প্রকৃত ছন্দ-ধ্বনি-মাধুর্য, এর শব্দ গ্রন্থনার কারিগরি দক্ষতা, এর অলংকার কারুকার্য সম্পর্কে আমার পক্ষে মন্তব্য করা কঠিন। কিন্তু এর অতুলনীয় যুক্তিমিশ্রিত ভাবাবেগের সৌন্দর্যে আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না।

যে দর্শন পৃথিবীকে উপহার দিয়ে তিনি গড়ে তুললেন তাঁর এক দল ভক্ত অনুসারী, যারা তাঁর কাব্যকে কটি সুন্দরতম সিরাজের লাল গোলাপের অন্ধ ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করবে-তাদের তিনি এমন একটি গভীর চিন্তাকে কাব্য মালায় গেঁথেছেন বিশ্ব সাহিত্যে যার তুলনা খুব বেশী নেই। ইকবাল লিখছেন-

আইনের কারায় হবে যে বন্দী,
যে চায় ইংগিতে চালাতে
ওর দূর আকাশের সূর্য
বাতাস তখনই হয়ে ওঠে সুরভি
যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে,
সুরভী হয়ে ওঠে কস্তুরী

যখন সে হয় বন্দী
কস্তুরী মৃগের নাভিমূলে।

আসলে আইনকে অর্থাৎ কোরআনী আইনকে মানার জন্যে তিনি মানবজাতিকে আহবান করেছিলেন। প্রকৃত স্বাধীনতা যে আইন ভঙ্গে নেই, আইন মান্যে আছে-ইকবাল মানুষকে সে কথাই বলেত চেয়েছিলন। ইকবাল বলছেন-

তুমিও, হে মানুষ,
কর্তব্যের বোঝা বইতে
কোর না অস্বীকার;
তবেই পারে লাভ করতে সেই স্বর্গপুর
যেখানে আল্লাহর নৈকট্য।
আইনের বিধান মেনে চলো,
হে অমনোযোগী আত্মা!
অরস ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হয়ে ওঠে কর্মী।
এই আইনের বিধান মেনে;
আর অবাধ্যতায় তার অন্তরের
আগুন হয়ে যায় ছাই।

এটা হল পাশ্চাত্য দর্শন মন্থনকারী ইকবালের চিন্তার সারাৎসার। তিনি বুঝিয়ে দিলেন অনিয়ন্ত্রিত আগুন ধ্বংস করে, নিয়ন্ত্রিত আগুন দেয় অন্ধকার বিলুপ্তকারী আলো। আর একেই কী চমৎকারভাবে তিনি কাব্য-ভাষায় যুক্তির পুষ্পে বিকশিত করলেন। বললেন-

বাতাস তখনই হয়ে ওঠে সুরভী, যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে।

এই কাব্য পাঠ করার পরই আমি এস, ওয়াজেদ আলীর নিম্নোক্ত স্ব-বিরোধী বক্তব্যকে উপলব্ধিহীন এবং চিন্তাহীন বক্তব্য বলে ধরে নিয়েছি। যদিও ইকবাল ভক্ত এস, ওয়াজেদ আলী ইকবালকে ছোট করার জন্যে এই উক্তি করেননি, তবু তাঁর উক্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যের চর্চা, আর তাই করে তিনি আমাদের আনন্দ এবং শিক্ষা দান করেন। রবীন্দ্রনাথ হলেন এই ধরনের কবি। কিন্তু ইকবাল কাব্যের সাহায্যে দর্শনের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল, কাব্যের সৃষ্টি নয়, দর্শনের, আদর্শের সৃষ্টি।

(একবাল : এস, ওয়াজেদ আলী- এস ওয়াজেদ আলী, বাংলা একাডেমী)

কথাটা যদি ইকবালের জন্যে সত্যি হয় তাহলে কথাটা গ্যেটে, দান্তে এবং মিল্টনের জন্য সত্য হবে এবং হয়ত বা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও। এঁরা মানব সমাজের শিক্ষক এবং এঁরা মানুষকে কোন আদর্শের শিক্ষা দেননি- এ কথা যথার্থ নয়। বরং গোলাম মোস্তফা তাঁর দার্শনিক কবি ইকবাল প্রবন্ধে কোলরিজ ও ল্যান্ডরের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ কথার জবাব দিয়েছিলেন। কোলরিজ বলেছিলেন :

No man was ever yet a great poet without being, at the same time, a profound philosopher.

এবং ল্যান্ডর বলেছিলেন-

We may write little thing well and accumulate one upon another, but never will any be justly called a great poet, unless he has treated a great subject worthily. He may be poet of the lover and the idler, he may be the poet of green fields and gay society, but who ever is this can be no more.

আসরার-ই-খূদীতে এই কাজটি অতি যোগ্যতার এবং দক্ষতার সাথে করতে পেরেছিলেন বলে ইকবাল বড় দার্শনিক কবি, বড় কবি। আনন্দের কথা, বর্তমান সংকলনে সৈয়দ আবদুল মান্নান ছাড়াও দুজন বিখ্যাত কবি ফররুখ আহমদ এবং সৈয়দ আলী আহসানকৃত আসরার-ই-খূদীর অনুবাদের অংশবিশেষ এখানে মুদ্রিত হয়েছে। তাঁদের সেই অনুবাদ নিশ্চয়ই কাব্যবোধ ও কাব্য-

রসিকদের ইকবাল নয়, শেকোয়া ও জবাব-ই-শিকওয়ার তিনি সমস্যার ছবি এঁকেছেন আর আসরার-ই-খূদী ও রমূযে বেখূদীতে তিনি তার সমাধান দিতে চেয়েছেন। কারণ, ডুবন্ত মানুষের কান্নাটা সহৃদয়তা প্রকাশ, কিন্তু সমস্যার সমাধান তাকে পানি থেকে উদ্ধারের ক্ষমতা। সেই যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন। মানুষ তার চেতনা শক্তিতে হলে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। খূদী দর্শনের শিক্ষা দিয়ে ইকবাল সেই ডুবন্ত সমাজকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

আমরা দেখেছি, ইকবাল চাদর আবৃত সূফীদের সমালোচনা করেছেন, সামাজিক সমস্যার সংগে সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে না দাঁড়িয়ে, তা থেকে পালিয়ে বৈরাগী সূফী হওয়ার সাধনাকে ইকবাল এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি ভেবেছিলেন। পারিবারিক বা সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে মানুষ আল্লাহ-নিমগ্ন হলে মানুষের মধ্যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা বাড়ে। এতে মানুষের কর্মশক্তি দুর্বলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে যেখানে আল্লাহ নিষ্ক্রিয় সেখানে মানুষের স্পর্ধা সীমাহীন হয়, মানুষের স্বাধীনতা সেখানে পাশবিকতার স্বরূপ লাভ করে, সে জন্যে মানুষের আত্মশক্তিকে স্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র শক্তিকে অস্বীকার না করে ইকবাল তাঁর চিন্তাদর্শে একটা ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। ইকবাল নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পংক্তির পর পংক্তি তৈরী করেন যুক্তির প্রাচীর। মনে হয় একদল যুক্তির দলবদ্ধ সৈনিক একটি বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে মার্চ করে এগিয়ে চলেছে। কবিতা যুক্তি নয়, কিন্তু ইকবালের হাতে কবিতা যুক্তি হয়ে উঠেছে। নিজের ধারণাকে তিনি ধূম্রকুণ্ডলিতে আচ্ছন্ন করতে চাননি; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ধারণাকে যুক্তি দিয়ে পরাজিত করতে দ্বিধা করেননি। তিনি নীটশে, কান্ট, হেগেল, বার্গস, বা মার্কর্স, ডারউইনের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ আধুনিক পাশ্চাত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখা সত্ত্বেও সেটা ঐ সব দর্শনের আপাতঃবিজয় বলে ভেবেছিলেন, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যে, এতে শেষ রক্ষার কোন দাওয়াই নেই। তাঁর এই বিশ্লেষিত চিন্তার সঙ্গে ইসলামী দর্শনের সাযুজ্য পেয়েছিলেন বলেই আল্ কুরআনুল করীমে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল। এটাকে অনেক প্রগতিবাদী রক্ষণশীলতা বা সাম্প্রদায়িকতায় উত্তীর্ণ হওয়া বলে সমালোচনা করলেও ইকবাল তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। কারণ, এটা ছিল ইকবালের বহুচিন্তা ও বিচিত্র-বিবিধ দর্শনের বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষণের দান। এ ধরনের বাস্তব উপলব্ধি ঘটলে তিনি তাঁর চিন্তার দিক পরিবর্তন করতে পারেন না।

বলা বাহুল্য, খুদী দর্শন বা আত্মশক্তি বর্ধনের যে দর্শনের কথা তিনি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বলে ভেবেছিলেন-সেটা একা মুসলমানের নয়, সেটা মানুষ মাত্রেরই দর্শন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামের যে বাণী সে শুধু মুসলমান সমাজ উন্নতির বা তার সমস্যা সমাধানের বাণী নয়, সে বাণী মানব সমাজের কল্যাণের বাণী। ইসলাম যে সাম্য, মৈত্রী, মানব মুক্তি বা সংস্কার মুক্তির কথা বলেছে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই। সেই ইসলামকে অনুসরণ করার অর্থ সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা নয় তা মানব কল্যাণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ইকবাল সে জন্যেই নির্দ্বিধায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি।

তিনি ব্যক্তিত্ববাদের কথা আবার ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তির কথাও বলেছেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য। কারণ, সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থেকে বৈরাগী হয়ে ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করা যায় না। ব্যক্তিত্ব বিকাশেও সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সমাজ বিচ্ছিন্ন থেকে ব্যক্তি বিকশিত হতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিশক্তি মহাশক্তি হয়েও সীমিত শক্তি। সমাজই ব্যক্তিকে পূর্ণতা দান করে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে জীবন ও সমাজ সংকটকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইকবাল এটাকে জীবন-সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র দিক বলে ভাবতে পারেননি, তিনি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ দৈহিক অনুভূতি মানুষকে শরীর-কেন্দ্রিক ভোগের দিকে আকর্ষণ করে এবং তার পাপকর্ম লোভকে প্রশ্রয় দেয়। এবং সে জন্যই ঐ দর্শনে মানবিকতার কথা উল্লিখিত হলেও তা শেষ পর্যন্ত এমন মানবিকতায় পর্যবসিত হয়। দেখা যায়, সেখানে ধীরে ধীরে মানবিকতার ছদ্মাবেশে পাশবিকতা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

এটা হলে সে যে একসময় বিপদে পড়বে-ইকবাল সে কথা বলতে দ্বিধা করেননি। এটা প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মত কাজ করেছে। ইউরোপের শোষণকামী মনোভাব তার প্রমাণ, তার বিলাসিতা, তার নগ্ন উদ্ধত জীবন তার প্রমাণ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার প্রমাণ। ইকবাল স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদকে দোষারোপ করেছেন। ইউরোপীয় আদর্শ ও এই জাতীয়তাবাদ বিশ্ব সমাজকল্যাণে যে আঘাত হেনেছে এটা ছিল তাঁর ধারণা। অবশ্য এখানে একটা প্রশ্ন জাগবে যে, তিনি যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের গান গেয়েছেন তাও কিনা এক ধরনের জাতীয়তাবাদ নয়? তাঁর পাকিস্তান ধারণা কি তাঁর জাতীয়তাবাদ-বিরুদ্ধ ধারণাকে কিছুটা বিতর্কিত করে তোলে না? ইকবালের কাব্যে এর ব্যাখ্যা নেই; এখানে তিনি কালের ইতিহাসের শিকার না হয়ে পারেন নি। মানবতার ও শান্তির জন্যে লড়তে গিয়েই তাঁকে এই বাস্তব সত্যের পক্ষ গ্রহণ করতে হয়েছিল। আসলে বঞ্চিতের পক্ষে লড়তে গিয়ে তাঁকে উপমহাদেশের বঞ্চিতের পক্ষ নিতে হয়েছিল। এতে মানবতার পক্ষ নিয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা। সাথে সাথে অবশ্য এই প্রশ্ন জাগবে যে, জাতীয়তাবাদের ধারণা শুধু আত্মগর্বিত জাতিত্ব থেকে জন্মায় না, বঞ্চনা, উপক্ষো ও অবহেলা থেকেও জন্মায়; জন্মায় নিপীড়নের ও অত্যাচার থেকে মুক্তি কামনা থেকেও।এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ নিন্দনীয় কি-না সে প্রশ্ন আসবেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ইকবাল এই জাতীয়তাবাদকেই ঘৃণা করেননি। তিনি ঘৃণা করেছিলেন হিংসাধর্মী, জিঘাংসাধর্মী, শোষণ ও প্রভুত্বকামী জাতীয়তাবাদকে, যে জাতীয়তবাদ ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধকে ধ্বংস করে সেই জাতীয়তাবাদকে। অন্যদিকে তাঁর পাকিস্তান ধারণার মূলে ছিল ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরণের মনোভাব। ইসলামের পুনর্বিকাশের জন্যে তিনি একটি ক্ষেত্রের প্রয়োজনবোধ করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রটি ভারতের অন্তর্গত হিসাবে থাকলে তার স্বাধীন পথে বিকশিত হওয়ার তিনি সম্ভাবনা দেখেননি।

ইকবালের কাব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যত ভাবনাই থাকুক, তিনি তাকে অস্পষ্টতা বা কপটতা দিয়ে আচ্ছন্ন করতে চাননি। ইসলাম ও মুসলমান, শিক্ষা ও জ্ঞান, ধর্ম ও রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি, নারী ও পুরুষ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামতকে খাপে ঢেকে তিনি প্রকাশ করতে চাননি। অবসকিউরিটি বা অন্ধকারাচ্ছন্নতা তাঁর কবিতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে কোন প্রাচীর সৃষ্টি করেনি। তিনি এমন রূপকের আশ্রয় নেননি, যার তালা খুলতে মল্লিনাথের প্রয়োজন হয়। তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা তার ভাবের গভীরতায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শন ও ধর্ম-দর্শনকে তিনি এমন গভীরভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন যে, যন্ত্রপিষ্ট ইক্ষুরসের মত তিনি তা সহজে ব্যবহার করতে পেরেছেন। সে জন্যেই গভীরতম কথাকে সহজতম ভাষায় ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে- যেটা অনেক বড় কবির একটা বড় লক্ষণ। সেই জন্যে সম্ভবত শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ আমার কাছে সুন্দর বাংলা কবিতা বলে মনে হলেও মনে হয়েছে আমি বোধহয় সুধীন দত্ত অনূদিত মালর্মে বা বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলেয়ার পড়ছি। আমার মনে হয় অতিরিক্ত তৎসম শব্দ ব্যবহৃত ইকবালের কবিতার অনুবাদ ইকবাল চরিত্রের অকপট স্পষ্টতাকে খানিকটা আড়াল করেছে। তবে যদি ফররুখের অক্ষরবৃত্তে অনূদিত ইকবালের কবিতাগুলো পাশাপাশি রেখে পড়া যায় তাহলে পাঠচিত্তে সহজপ্রবিষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত ভাষার সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের অনুবাদের পার্থক্য কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।

প্রয়োজন বলেই এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা করছি। ইকবালের কবিতায় আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মচিন্তার চেয়ে, ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার ভাবানুভূতির চেয়ে, সামাজিক বা বিশ্বজাগতিক সমস্যার ভাবনার বেশী করে প্রকাশ ঘটেছে। এবং আমার ধারণা, জীবনের অন্ধকার দিকের চিত্রের চেয়ে আলোক চিত্রকে তিনি বেশী করে এঁকেছেন। এলিয়টের কথাটা এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, এলিয়ট বলেছিলেন : বোদলেয়ারের কবিতায় দান্তের নরক আছে, স্বর্গ নেই।

ইকবালের কবিতা সম্পর্কে তেমনি বলা যায় তাঁর কবিতায় দান্তের স্বর্গ আছে, নরক নেই। তাঁর কবিতায় বীররস, করুণরস যতটা আছে ততটা নেই আদিরস বা বীভৎসরস। তাঁর কাব্যে বেদনা আছে, কিন্তু সে বেদনা ব্যক্তির বেদনা নয় তা জাতীয় বেদনা অথবা বোধদীপ্ত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির

জাতীয় চেতনার বেদনা।

ইকবালের কাব্যে দুষ্ট জীবনের অন্ধ-প্রবৃত্তি একেবারে অস্বীকৃত তা নয়। যে শয়তান ফাউস্টে, প্যারাডাইস লস্টে, বোদলেয়ারের শয়তান স্তোত্রে, নজরুলের ধূমকেতুতে আমরা দেখেছি, সেই শয়তানকে আমরা ইকবাল কাব্যেও লক্ষ্য করেছি। জীবন রহস্যের মূল দ্বন্দ্বে আছে মানসিকতা ও পাশবিকতা। একদিকে আদম, অন্যদিকে ইবলিস। ইকবালের জিব্রাইল ও শয়াতন (ফররুখ আহমদ অনূদিত), বালে-ই-জিব্রীল-এ ইবলিস (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত) এবং আরমুগানে হিজাযে প্রকাশিত ইবলিসের পরামর্শ সভা (ইবলিস কি মজলি-ই-শূরা (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত) জীবন-রহস্যের অন্তস্থলের বিষয়টিকে ইকবালের চোখ থেকে দূরে রাখেনি। তবে ইকবালের গুরু জালালউদ্দীন রূমী মসনভী-তে যেভাবে শয়তানী রূপকে এঁকেছেন, ইকবালের কবিতায় শয়তান সে-ভাবে চিত্রিত হতে পারেনি। কিন্তু যখন আমরা ইকবালের জিব্রাইল ও শয়তান কবিতায় শয়তানকে বলতে শুনি-

আমার বিদ্রোহী আত্মা জ্বালিয়াছে অনির্বাণ বহ্নিশিকা আদমের বুকে
আমার বিদ্রোহে মুক্ত বুদ্ধি মননের বস্ত্রে ধূলিমুষ্টি চলেছে সম্মুখে।
সত্য অসত্যের দ্বন্দ্বে দ্রষ্টা তুমি দূরবর্তী দূরপ্রান্তে আছো দিবা যামী
প্রমত্ত ঝঞ্চার বুকে কে জাগে সংগ্রামী চিত্ত জিব্রাইল! তুমি কিম্বা আমি?
খিজির সহায়হারা, অসহায় ইলিয়াস সে ঝড়ের প্রমত্ত গতিতে;
আশার ঝঞ্চার পথ সমুদ্রে সমুদ্রে আর তরঙ্গির নদীতে নদীতে।
তবু তুমি এই প্রশ্ন শুধায়ো আল্লাহ্‌র কাছে পাবে তার যখন দিদার;
মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়েছে আজ অফুরান প্রাণরক্তে কার?
সর্বশক্তির যিনি বিকীর্ণ কাঁটার মত বক্ষে তার জানি যে, অম্লান,
চিরন্তন কাল শুধু তোমরা গুঞ্জরি যাও : সুমহান প্রভু সুমহান!

(অনু : ফররুখ আহমদ)

তখন আমরা মানতে বাধ্য হই, সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য ইকবালের প্রজ্ঞা দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই জন্যেই আমরা পূর্বের সেই কথাটির পুনরাবৃত্তি করি যে, ইকবাল শুধু বিশেষ দেশ, কাল, জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মের কবি নন, তিনি চিরকালের, সর্ব-মানবের কবি। তিনি সেই মেধার জগতের কবি- চিন্তা যেখানে সার্বজনীন।

আর একটি প্রসঙ্গ। প্রত্যেক বড় কবি জীবন-সম্পৃক্ত বিচিত্র বিষয়কে বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। সেখানে থাকে প্রকৃতি, সেখানে থাকে প্রেম, নারী, মানুষ, ব্যক্তি সমস্যা ও জাতীয় সমস্যা। ইকবাল কাব্যে যতটা ধর্ম, জাতি ও মানবিক সমস্যা স্থান পেয়েছে-ততটা প্রকৃতি ও ব্যক্তি-প্রেম স্থান পায়নি। সে জন্যে নারী তাঁর কবিতায় আসেনি প্রবল বিষয় হয়ে। তবে নারী সম্পর্কিত তাঁর কিছু বক্তব্য তাঁর যরবে কলীম কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাই। যার অনুবাদ করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। সেই কবিতায় বোঝা যায় বোদলেয়ার প্রমুখ কবির মত তিনি নারী বিদ্বেষী না হলেও নজরুলের মত নারীর প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। নারীর ব্যাপারে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিকোণ ইসলামী বিষয় ও আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নারী স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। সে জন্যে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু সে সমালোচনা তিনি গ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে, যে শিক্ষার প্রভাবে নারী তার নারিত্ব হারায়-মৃত্যু বলে তাকে মানুষরা। একটি মাত্র পুংক্তিতেই ইকবাল নারীকে কোন্ চোখে দেখতেন তা বোঝা যায়। যখন তিনি বলেন-

নারির অস্তিত্বেই রঙ্গীন বিশ্ব জাহানের ছবি

(অনু : আবদুল মান্নান তালিব)

বাংলায় যারা ইকবাল অনুবাদ করেছেন- তাঁরা হলেন যথাক্রমে- ১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ২. কবি গোলাম মোস্তফা, ৩. মোহাম্মদ সুলতান, ৪. আশরাফ আলী খান, ৫. অমিয় চক্রবর্তী, ৬.

মীজানুর রহমান, ৭. বে-নজীর আহমদ, ৮. মহীউদ্দীন, ৯. আবদুল কাদির, ১০. সুফিয়া কামাল, ১১. আবুয যোহা নূর আহমদ, ১২. ওহীদুল আলম, ১৩. নূরউদ্দীন আহমদ, ১৪. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, ১৫. তালিম হোসেন, ১৬. আহসান হাবীব, ১৭. ফররুখ আহমদ, ১৮. আবুল হোসেন, ১৯. সৈয়দ আলী আহসান, ২০. মুফাখখারুল ইসলাম, ২১. আবদুর রশীদ খান, ২২. মনির উদ্‌দীন ইউসুফ, ২৩. সৈয়দ আবদুল মান্নান, ২৪. সৈয়দ আলী আশরাফ, ২৫. আবদুস সাত্তার, ২৬. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, ২৭. ফারুক মাহমুদ, ২৮. গোলাম সামদানী কোরেশী, ২৯. আবুল কালাম মোস্তফা, ৩০. নিয়ামাল বাসির, ৩১. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী, ৩২. রূহুল আমীন খান. ৩৩. আ. কা. শ. নূর মোহাম্মদ, ৩৪. শঙ্খ ঘোষ, ৩৫. সত্য গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৬. আবদুল মান্নান তালিব, ৩৭. আমীনুল ইসলাম, ৩৮. ফযলুর রহমান, ৩৯. শ্রী মনীন্দ্র দত্ত, ৪০. আল মুজাহিদী, ৪১. হাস্‌নাইন ইমজিয়াজ ৪২. অধ্যাপক সিরাজুল হক, ৪৩. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী এবং ৪৪. মতিউর রহমান মল্লিক।

যাঁরা ইকবালের ভক্ত কিন্তু যথার্থ কাব্য প্রতিভার বা নিপুণ কাব্য স্রষ্টার অধিকারী নন। তাঁদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে আমরা তাই বলে একেবারে অবজ্ঞা করতে পারব না। কেননা তাঁদের অনুবাদে ইকবালের কবিতার কাব্য-সৌন্দর্য হয়ত নেই, কিন্তু আছে অসাধারণ বাণীর মৌলিকতার সৌন্দর্য, এমনকি অনেকের দুর্বল অনুবাদেও ইকবালের দর্শন ও চিন্তার মহিমা এবং অলংকার সৌন্দর্য শূন্যতার নিরলস দান করেনি। ইকবালের দর্শন ও চিন্তার গভীরতা সেইসব অনুবাদেও ইকবালের মনীষা উজ্জ্বল রত্নের মত দীপ্তি ছড়াচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আমি আশরাফ আলী খান, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ সুলতান, ফররুখ আহমদ, মনির উদ্‌দীন ইউসুফ ও সৈয়দ আবদুল মান্নানের অনুবাদের সার্থকতার কথা বলেছিলাম। আমার ধারণা, কবি মহিউদ্দিন, সৈয়দ আলী আহসান, শঙ্খ ঘোষ, সত্য গঙ্গোপাধ্যায় এবং আবুল হোসেনের অনুবাদও প্রসাদগুণীসম্পন্ন হয়েছে। এই অনুবাদকদের কবিতায় ইকবালের ভাব-গাম্ভীর্য যে ব্যাহত হয়নি-সেটাও অনস্বীকার্য।

কাব্য-অনুবাদ কখনও মৌলিক কবিতার মত হয় না। মূল কবিতার ভাবানুকরণে সেটা একটা ভিন্ন কবিতা অথবা অন্যের ভাব নিয়ে নিজেই একটি মৌলিক কবিতায় পরিণত হয়।

কাব্য-অনুবাদে যেটা সবচেয়ে কঠিন জিনিস, সেটা কবিতার ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজী অনুবাদও তাঁর বাংলা কবিতার অনুরূপ নয়। বাংলা গীতাঞ্জলি পদ্যছন্দে রচিত, ইংরেজী কবিতা পদ্যছন্দে প্রায়ই দেখা যায়, বাংলাতে বিদেশী কবিতার যে-সব অনুবাদ হয়েছে তার উদাহরণ আছে, সেটা হল হুইটম্যানের Oh pioneer শীর্ষক Provseverse কবিতাকে নজরুল পদ্যছন্দে রূপান্তরিত করেছিলেন। নজরুল ইসলামের অনুকরণে আর একটি দুঃসাহসিক কাজ হাফিজের দিওয়ানের মূল ছন্দের হুবহু অনুকরণে হাফিজের কয়েকটি দিওয়ানের চিত্তাকর্ষ অনুবাদ। অসাধারণ কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে নজরুলের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। অন্যথায়, যে-কোন প্রথম শ্রেণীর কবিরাও ঐ ছন্দানুকরণে ঐ কবিতার অনুবাদ করতে গেলে তার কাব্যরসকে অকৃত্রিম রাখা সম্ভব হতো না। এই কাব্যরস ব্যাহত হবে বলে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিকে গদ্যছন্দে অনুবাদ করাকে সময়োপযোগী বা স্থানোপযোগী বলে চিন্তা করেছিলেন। অথবা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, ইউরোপে গদ্যধর্মী কবিতার যে যুগ শুরু হয়েছিল, সেখানে তার গীতল ছন্দের গীতাঞ্জলি পাঠকচিত্তে অকৃত্রিম আবেদন সৃষ্টি করবে না।

আমরা দেখেছি, মনির উদ্‌দীন ইউসুফ ফেরদৌসীর শাহনামার গদ্যধর্মী ভাষায় যে অনুবাদ করেছেন, সেখানে তিনি একটি গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মৌলিক কবিতার মতই সেখানে দেখা গেছে এক ধরনের স্বতস্ফূর্ততা। এ জন্যই তা পড়তে গেলে পাঠকচিত্তে কবিতা পাঠ যে আবেগের সৃষ্টি কামনা করে, আমরা সেখানে সেই আবেগের উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে দেখি। সেখানে শুধু মস্তিষ্ক নেই- আছে হৃদয়। কিন্তু মনির উদ্‌দীন ইউসুফ তাঁর কাব্যপ্রতিভার ব্যবহার করতে গিয়ে ইকবালের পদ্যছন্দের কবিতাকে পদ্যছন্দেই অনুবাদ করেছেন।

প্রথমে বাংলা একাডেমী এবং পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ইকবালের কাব্য

সঞ্চয়নে ইকবালের চারটি কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত বেশ কিছু কবিতা অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে বাঙ্গ-ই-দারার ১৯টি, বাল-ই-জিব্রীল-এর ১৩টি, যরবে কলীম-এর ২৫টি কবিতা এবং আরমুগান-ই-হিজায-এর একটি কবিতা ইবলিস কী মাজলিস-ই-শূরা।

এই কাব্য সঞ্চয়নের সমস্ত কবিতাই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তে অনূদিত। বলা বাহুল্য, এই অনূদিত কবিতাও মনির উদ্‌দীন ইউসুফ অনেকটা স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং তিনি যে ইকবালের চিন্তাদর্শন থেকে পাঠকের উপলব্ধিতে সহজে প্রবিষ্ট হতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তাঁর এই অনুবাদে বোঝা যায় :

পশ্চিমের গণতন্ত্র সে তো সেই সুরের ব্যঞ্জনা
সে সুরে জাগিয়া ওঠে সীজারের অস্ত্রের ঝঞ্চনা।
জুলুম দানব নাচে গণতন্ত্র যবনিকা ধরি,
আহা তুমি ভাব তারে স্বাধীনতা স্বপ্নের সুন্দরী!
প্রজাতন্ত্র পরিষদ সংস্কার দাবী-দাওয়া আর;
ঘুমের আরক রটে পাশ্চাত্যের রসায়নাগার।
জাতিসংঘ জ্বালাময়ী পরস্পরবিরোধী ভাষণ
পুঁজিবাদীদের সেও সুবর্ণ সংগ্রাম সনাতন।
বর্ণ-গন্ধ-মরীচিকা-এরে তুমি ভেবেছ কানন,
অবোধ এ খাঁচাটিকে ভাবিয়াছে নীড়ের মতন।

(রাজত্ব, জবাব-ই-খিজির)

এটা বাংলা অক্ষরবৃত্তে অনূদিত। কিন্তু ইকবালের বক্তব্যটি মূল ভাষায় যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, এখানে তার চেয়ে কম আকর্ষণীয় হয়েছে মনে করা কঠিন হবে। (অবশ্য এ-কথা মনের রাখতে হবে যে, কোন অনূদিত কবিতাই মূল কবিতার অনুরূপ হয় না-কি ছন্দে কিংবা ভাবে।) এইভাবে ইকবালের প্রদীপ ও কবি (শমা ও শায়ের), পথের দিশারী (খিজির-ই-রাহ), খিজিরের প্রত্যুত্তর (জওয়াব-ই-খিজির), লেনিন, জিব্রীল ও ইবলিস-এর অনুবাদ আর ফররুখ আহমদকৃত জিব্রীল ও শয়তান-এর অনুবাদ পাশাপাশি রেখে পড়লে ফররুখের উত্তমতর অনুবাদ দেখে মনে হয় মূল কবিতা নিঃসন্দেহে অধিকতর সুন্দর। অর্থাৎ, এইসব অনুবাদের আকর্ষণীয় মাধুর্য সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তী কথিত মিলের চুমকি বসানো, অনুপ্রাসবহুল চমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদরচনার মাঝখানে গীতিকাব্যরসের কাব্যসৌন্দর্য এইসব অনুবাদে রূপদান অসম্ভব বলেই হয়ত অমিয় চক্রবর্তী নিজে তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইকবাল কাব্যের আংশিক অনুবাদ করেছেন এই ধরনের গদ্যে-

রাষ্ট্রশক্তি মুক্ত হল চর্চের হাত থেকে
য়ুরোপীয় পলিটিকস সেই দানব যার শিকল কেটেছে;
কিন্তু অন্যের সম্পত্তি যখন দানবের চোখে পড়ে,
চর্চের দূতেরা চলে যুদ্ধ বাহিনীর আগে আগে

(দিন সিয়াসৎ : রাষ্ট্রনীতি)

গোলাম মোস্তফাও ইকবালের বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন। শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া ছাড়াও প্রায় একুশটির মত কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। তিনিও অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও গদ্যছন্দে ইকবালকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত ইকবালের হুদী (উট চলার গান) ইকবালের মূল কবিতার ছন্দে অনূদিত বলে তিনি উক্তি করেছেন। অনুবাদটি এমনি-

ওরে পথিক উট আমার-
তাতার হরিণ ক্ষিপ্রতার,
তুই দিরহাম তুই দিনার-
কম-বেশি হয় হোক না তার

জীবন্ত দান তুই খোদার-
জোর কদমে চল ফের।
দূর নহে পথ-মঞ্জিলের।
দিলরুবা তুই রূপ মধুর
তোর তরে মোর প্রাণ-বিধুর
পাগলকরা তুই যে হুর
লায়লা-সে তোর ঈর্শ্বাতুর
মাঠের মেয়ে পায় নূপুর!
জোর কদমে চল রে ফের।
দূর নহে পথ মঞ্জিলের।

এই অনুবাদকে ব্যর্থতা বলা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। পূর্বেই বলেছি, গোলাম মোস্তফার মাত্রাবৃত্তে অনূদিত শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া আশরাফ আলী খান ও মোহাম্মদ সুলতানের অনুবাদের মত অনেকটা পাঠকচিত্তহারী। তবুও গোলাম মোস্তফা কৃত খিতাব-ই-জাবিদ (জাবিদের প্রতি উপদেশ)-এর প্রোজভার্সে বা গদ্য ছন্দে অনুবাদ আমার কাছে বেশী ভাবোদ্দীপক বলে মনে হয়েছে। আমরা যখন খিতাব-জাবিদ থেকে গোলাম মোস্তফার এই অনুবাদ পড়ি-

যে সিজদার দরুন যমীন কেঁপে উঠেছিল এক দিন
যে সিজদার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রসূর্য এখনও ঘুরে মরছে,
পাথর যদি সেই সিজদার ভাব ধারণ করত
পরোয়ানার মত সে হয়ে উঠত প্রেম-দিওয়ানা।

তখন মনে না হয়ে পারে না যে, এই গদ্যছন্দের অনুবাদ ইকবালের কবিতাকে আরও বেশী আধুনিক মনের কাছে এনে দিয়েছে এবং আধুনিক মনস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এটা বোঝা যায় তখন, যখন দেখি ফররুখের মত মৌলিক প্রতিভা যখন আসরার-ই-খূদীর অংশবিশেষের এই অনুবাদ করেন-

সুরভিত হয় বায়ু বন্দী হলে কুসুমের বুকে
সুরভিত হয় মেশক বদ্ধ হয়ে নাভিমূলে কস্তুরী মৃগের,
আকাশে সিতারা চলে প্রাকৃতিক বিধানের নিচে নতমুখে
জেগে ওঠে তৃণদল মেনে পন্থা ক্রমবর্ধনের।

তখন মনে হয় কবি বলে যাঁর কোন পরিচয় নেই সেই সৈয়দ আবদুল মান্নানের গদ্য ছন্দের এই অংশের এই অনুবাদ আন্তরিকতায় এবং ভাব প্রকাশে আরও বেশি গতিময়-

বাতাস তখনি হয়ে ওঠে সুরভি,
যখন সে বন্দী ফুলের বুকে।
সুরভি হয়ে মাঠে কস্তুরী,
যখন সে হয় বন্দী
কস্তুরী-মৃগের নাভি-মূলে।
আকাশের তারা চলে তার গন্তব্যপথে
মাথা নত করে প্রকৃতির নিয়মের কাছে।
তৃণও জেগে ওঠে মাথা তুলে
সেও মানে ক্রমবর্ধনের নিয়ম

হয়ত এই জন্য হুইটম্যানের Song Myself-এর অনুবাদ সৈয়দ আলী আহসান গদ্যছন্দে করেছিলেন, নজরুলের মত পদ্যছন্দে অনুবাদ করতে চাননি। উদ্দীপ্তকরণের ব্যর্থতার আশংকায় আসরার-ই-খূদীর অনুবাদ করেছেন তাঁর নিজস্ব গদ্যছন্দের কবিতার চাতুর্য ব্যবহার করে। হুইটম্যানের মূল ছন্দটা ছিল কাব্যিক গদ্যে রচিত। তাঁর ভাবের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ গদ্যেই বেশি

মানিয়েছে বলে আলী আহসান তাকে অন্যভাবে প্রকাশ করার চিন্তাও করেননি।
উল্লেখ্য, অনুবাদক ধ্যানে, চিন্তায়, মেজাজে ও মানসিকতায় যতই মূল কবির চরিত্রধর্মী হবেন- ততই তাঁর অনুবাদ সার্থকতায় উজ্জ্বল হবে। এদিক থেকে ফররুখই খুব বেশী ইকবালের কাছের মানসিকতার মানুষ। আর এ জন্য তাঁর অনুবাদই সেই আবেগবলিষ্ঠতায় সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে। এবং সূচনা খণ্ডের আসরার-ই-খূদীর তিনি যে অনুবাদ করেছেন, তিনি ব্যতীত সে রকম অনুবাদ করার ক্ষমতা বাংলা কাব্যে তাঁর সমকালে আর কারও ছিল না- নির্দ্বিধায় সে কথা উচ্চারণ করা যায়। ভাষার অন্তরের ভাষা সৃষ্টির মেধা ছিল বলে তিনি আমাদের ইকবালের নিম্নোক্ত অনুবাদ উপহার দিতে পেরেছিলন-

যদিও কণিকা আমি তবু খরপ্রভা সূর্য সে আমারি,
সহস্র ঊষার দীপ্তি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জামশীদের পাত্র হতে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সংজ্ঞা তার
জন্ম যে নেয়নি আলো ধূলিরুক্ষ ধরিত্রীর বুকে।
শিকার করেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে।

(আকাঙ্খা : ইকবালের কবিতা)

অথবা

পুষ্পের কোমল পানে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশপরম্পরা,
কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন করেছ তুমি ওগো রক্ত ধারা,
জ্বলন্ত বালুর পারে ছুঁড়ে ফেল আজ আপনারে।
ডুবে যাও, ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎস ধারে।

(আকাঙ্খা : ইকবালের কবিতা)

সাপ, বৃশ্চিক আর পশুদল-কারো তকদির নয় এমন,
দাস জানি যারা তাদের ভাগ্যে রয়েছে মৃত্যু চিরন্তন।
ইস্রাফিলের আওয়াজ ওদের পারে না তো দিতে ফেরায়ে প্রাণ,
জীবনেও ওরা মরার শামিল, বোঝা বয়ে যায় অপরিমাণ।

(আলমে বরযাখ : ইকবালের কবিতা)

এবং

পাশ্চাত্যের শক্তি সে নয় রোবাব অথবা বেহালাতে
নাই সে শক্তি পর্দাবিহীন নারীর নৃত্য জলসাতে;
নাই সে শক্তি পুষ্পমুখী ও যাদুকরীদের মায়াজলে,
নাই অভিনব কেশ-কর্তনে, নগ্ন ঊরুর তালে তালে,
নাই সে শক্তি নাস্তিকতা ও ধর্মহীন মতামতে
নাই সে শক্তি লাতিন হরফে-প্রাচীন লিপির শরাফতে,
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প থেকে সে পেয়েছে বিশ্বে বিপুল বল,
এ আগুন থেকে চিরাগ সে তার হল রওশন সমুজ্জ্বল।

(পাশ্চাত্যের শক্তি : ইবালের কবিতা)

আমার কথা জানে না কেউ জানে না ঐ জ্যোতির্বিদ,
জানে না তার তীরের ফলক কোথায় শিকার কোন ঠিকানা।।
নয় প্রতিচীর সন্ধ্যা রঙিন, রক্তনদী ঐ দূরে
ভোরের পানে দে চেয়ে আজও কালের শেষ সীমানা।।

(জামানা : ইকবালের কবিতা)

এসব কবিতা পড়তে পড়তে কখনও মনে হয় না, কোন অনূদিত কবিতা পড়ছি। মৌলিক কবিতার মতই অথবা ফররুখের নিজের কবিতার মতই এগুলো সঙ্গীতরণিত ধ্বনিতে অপরূপ।

এখানে একজনের ইকবালের বাংলা অনুবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এঁর নাম সত্য গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছোট-বড় পঞ্চাশটির বেশী ইকবালের কবিতার অনুবাদ করেছেন। উর্দূ-ফার্সীতে ওয়াকিবহাল এই কবি ইকবালের কিছু অনুবাদ করেছেন। কোন কোন জায়গায় ছন্দপতন ঘটলেও তাঁর অনুবাদের ছন্দে আধুনিকতার স্পর্শ আছে। যদিও আমার মনে না হয়ে পারেনি যে, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাহিত এবং তাদের ছন্দাবেগে আন্দোলিত। তিনি তাঁর অনুবাদে মাঝে মাঝে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করাতে তার স্বাদ ও মেজাজে এক ভিন্নতর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ইকবালের প্রথম উন্মেষের লেখা কবিতাগুলো তাঁকে বেশী উদ্বোধিত করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু যে প্রীতির আকর্ষণে তিনি ইকবালের কবিতার অনুবাদ করেছিলেন, পরে সেই শ্রদ্ধাকে তিনি অটুট রাখতে পারেননি। তাঁর গ্রন্থটির ইকবালের বিরাট পরিচিতিমূলক ভূমিকা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। ইকবালের শিশুর প্রার্থনা বা একটি প্রার্থনার যিনি অনুবাদ করেছেন, তিনি ইকবালকে কিভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবতে পারলেন- সেটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাথে তুলনা করে চরিত্রগতভাবে তিনি যে ইকবালকে ক্ষুদ্র করার চেষ্টা করেছেন তা বাস্তবিকই দুঃখজনক। তাঁর শিশুর প্রার্থনা অনুবাদের কয়েকটি পংক্তি এমনি-

প্রার্থনা হয়ে আসিতেছে মুখে যাহা কিছু আমি চাই,
হে খোদা আমার জিন্দেগী হোক শমাসম রোশনাই।
দরিদ্র যারা, মোর কাজ হোক তাহাদের হিমায়ৎ,
দরদীর সনে বিজ্ঞের সনে হোক না মুহব্বৎ।
যদি কিছু খারাপ, আল্লা, তা থেকে রেখো গো বাঁচিয়ে মোরে,
যে পথ পুণ্য সেই পথে মোরে নিওগো চালনা করে।

একটি প্রার্থনা কবিতা ইকবালের নির্জনতাপ্রিয় প্রকৃতিপ্রেমিক মনটিকে সুপরিচিত ইকবালকে ভিন্নরূপে দেখিয়েছে। এই কবিতা পড়লে ইকবালকে চিরকালের একজন জনপ্রিয় গীতি কবি না ভেবে পারা যায় না।

ইকবাল লিখছেনঃ

দুনিয়ার যত মহফিল পরে, হে খোদা, তিক্ত আমি,
কিবা আনন্দ মজলিসে বল প্রাণই যদি যায় থামি।
কলরব থেকে পলায়িত আমি প্রাণ মোর চায় এবে
এমন শান্তি যার কাছে হয় বচনো বিলোপকামী।
শান্তির তরে মরছি আমি গো, বাসনা আমার এই;
পাহাড়ের কোলে ছোট্ট সে এক কুটির পাই গো আমি।
চিন্তার ভার মুক্ত আমার যবে দিন নিরালায়,
প্রাণ হতে যত দুঃখের কাঁটা হবে গো বহির্গামী।
সরোদের মতো তবে উত্তম বিহঙ্গ কলতান,

ঝর্ণাধারার কলরোলে সেথা আসে সঙ্গীত নামি।

পুরনো দুএকটি শব্দ ব্যবহারের দুর্বলতা ছাড়াও এ অনুবাদে প্রাণোচ্ছল বললে বেশি প্রশংসা করা হবে না।

পরবর্তীকালের ব্যক্তিত্ববাদী ইকবাল নিজেকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছিলেন, জাতির বেদনা নির্জনতা উপাধানে তাঁর কাটানোর সময় ছিল না জাতির দায়িত্ব কাঁধে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আত্মবিশ্বাস ও শক্তিবাদের সমর্থক। ছোট্ট কুটির করে পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার কলরোল আর বিহঙ্গের কলতান শুনে জীবন কাটানোর অলস মানসিকতাকে হৃদয়ে পোষণ করার মানুষ আর তিনি ছিলেন না। তখন তিনি

জানতে পেরেছেন-
দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীরতীব্র বেগে,
বলে গেল; আমি আছি, যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখনই হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।
জানতে পেরেছেন-

ব্যক্তির প্রাণ সমাজ সঙ্গ আর কিছুতেই নয়।
সিন্ধুবক্ষে বাঁটে তরঙ্গ আর কিছুতেই নয়।

অথবা

কর উন্নত সত্তা এমন যেন তকদির লেখার আগে
শুধান আল্লাহ বান্দাকে : বল কি বাসনা তোর হৃদয়ে জাগে।

(ফররুখের অনুবাদ থেকে)

বলা বাহুল্য, ইকবালের কাব্যচিন্তার সবচেয়ে বড় অবদান মানুষের প্রচেষ্টা-পরিশ্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া। যে কবি জগতের নিগৃহীত মানুষের মুক্তির গান গেয়েছেন, তিনি কখনও সাম্প্রদায়িক কবি হতে পারেন না। পাশ্চাত্য চিন্তার সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু তাঁর বেথর সত্তার ঘুমন্ত মানুষটিকে যে পাশ্চাত্য শক্তিবাদ জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর নিজের ধর্ম-সংস্কৃতির দিকে ফিরে তাকাবার এবং তার অন্তস্থলে প্রবেশের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করেছিল-ইকবাল তা অস্বীকার করেননি।

বাংলা কবিতায় ইকবালের অনুবাদসমূহ যে ইকবালকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার আমাদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে- সেটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এইসব অনুবাদের সবটা ফিটজিরাল্ডের অনূদিত রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামের মত গোটা ইউরোপ হৃদয়কে আলোড়িত করার মত হয়ত নয়, কিন্তু সেটা তাঁর কাব্যের অনুবাদ দুর্বলতার জন্য ততটা নয়- যতটা তাঁর চিন্তার দুরূহতার জন্য। চিন্তার ক্ষেত্রে ইকবালের খূদী দর্শন মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে একটি নতূন দ্বার উন্মোচন। ইকবাল সাহিত্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার এক অনিঃশেষিত রত্নাগার। চৈতন্য জাগ্রতকারী এক বলবর্ধক শূরা- যার অবিরাম সংগ্রাম রুগ্নতা, অসুস্থতা, তন্দ্রালুতা এবং নিদ্রামগ্নতার বিরুদ্ধে। যে-সব বিশ্বচিন্তা মানুষকে তার চিরকালের সংকটমোচনে নব মুক্তির পথ দেখিয়েছে, সেই ঋদ্ধ চিন্তার অতলস্পর্শী গভীরতা দিয়ে এবং দিগন্তবিস্তৃত প্রসারতা দিয়ে তাঁর কাব্যসমুদ্র রূপ ধারণ করেছে এবং তাঁকে বসিয়েছে পৃথিবীর মহাকবিদের মাণিক্যখচিত উচ্চাসনে। উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় যাঁরা তার কাব্য পাঠ করেছেন, তাঁরা সেই আনন্দ অমৃত পান করে জীবনকে ধন্য করেছেন; এবং আমার ধারণা, যাঁরা এই অনূদিত কাব্য সংকলন পাঠ করবেন তাঁরা এক মহাজ্ঞানী মহাসাধকের ভিন্ন পোশাকে দেখা যাবে; কিন্তু আমরা জানি, পোশাকের ভিন্নতার জন্যে সুন্দরের সৌন্দর্যের নিঃশেষিত হয় না। বাংলা ভাষার নিজস্ব সৌন্দর্য যে ইকবালকে সামান্যে ও নিঃশেষিত হয় না। বাংলা ভাষার নিজস্ব সৌন্দর্য যে ইকবালকে সামান্যে নামিয়ে আনেনি- আমাদের যাঁদের চোখ আছে তাঁরা সেটা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন। আমার ধারণা, 'শিকওয়া' ও 'জওয়াবে শিকওয়া' বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। আধুনিক কবিতায় যে নেতিবাচক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ করে তার পেশীকে পৌরুষহীন করে তুলেছে ইকবাল কাব্য-চর্চার ব্যায়াম তাকে পৌরুষ-পেশীতে পরিবর্তিত করতে পারে। তাতে বাংলা কবিতার যে উপকার হবে- তাতে আমি সন্দেহ পোষণ করি না।

শাহাবুদ্দীন আহ্মদ
১৯৫/১/এ, শান্তিবাগ
ঢাকা-১২১০।

شکوہ

শিকওয়া

আল্লামা ইকবাল

অনুবাদ : মোহাম্মদ সুলতান

English Translation : A. J. Arberry

کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں؟

فکرفردا نہ کروں محوغم دوش رہوں

نالے بلبل کےسنوں اور ہمہ تن گوش رہوں

ہمنوا! میں بھی کوئی گل ہوںکہ خاموش رہوں؟

কেউঁ যিয়াঁ কার বনোঁ, সূদে ফরামূশ রাহোঁ?
ফিকরে ফরদা নাহ করোঁ, মাহবে গমে দোশ রাহোঁ
নালে বুলবুল কে সুনোঁ, আওর হামাহ তন গূশ রাহোঁ?
হামনওয়া! ম্যায়ঁ ভী কোই গুল হোঁ কেহ খামূশ রাহোঁ?

কেন বল ত্যজি' লাভের আশা
ক্ষতিই সহিব নির্বিকার,
ভবিষ্যতের ভুলিয়া ভাবনা
অতীত চিন্তা করিব সার?
বিভোর হিয়ায় শুনে যাব আর
গা'বে বুলবুল ব্যথা-বেভুল!
রব নির্বাক জড়ের মতন
আমি কি গো মূক ফুল-মুকুল?

Why must I forever suffer loss
Oblivious to gain
Why think not upon the morrow,
drowned in grief for yesterday?
Why must I attentive heed the
nightingale's lament of pain?
Fellow-bard, am I a rose, condemned
to silence all the way?

جرأت اموز مری تاب سخن ہے مجھ کو

شکوہ اللہ سےخاکم بدہن ہے مجھ کو

জুরঅত আমূয মেরী তাবে সখুন হায় মুঝ কো
শিকওয়া আল্লাহ সে, খাকম বদহন হায় মুঝকো

কণ্ঠে আমার শক্তি অপার,
সেই সে সাহসে করিব ভাই,

এ মাটির মুখে নিন্দা খোদার;
ধিক! মোর মুখে পড়ুক ছাই!

No; the burning power of song bids
me be bold and not to faint;
Dust be in my mouth, but God-He
is the theme of my complaint.

ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم

قصۂ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم

ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم

نالہ آتا ہے اگرلب پہ تو معذور ہیں ہم

হায় বাজা শেওয়ায়ে তাসলীম মেঁ মাশহূর হ্যাঁয় হাম
কিস্‌সায়ে দরদ সুনাতে হ্যাঁয় কেহ মাজবূর হ্যাঁয় হাম
সাযে খামূশ হ্যাঁয়, ফরইয়াদ সে মামূর হ্যাঁয় হাম
নালাহ আতা হায় আগার লব পেহ, তূ মাজূর হ্যাঁয় হাম

তব অনুরাগী বলিয়া অতুল
কীর্তি লভেছি বিশ্ব-মাঝ,
নিবিড় ব্যথায় কণ্ঠে আমার
দুঃখের কাহিনী ধ্বনিছে আজ
লাগিলে আঘাত বীণার তন্ত্রী
তুলে গো যেমন আকুল তান,
বক্ষ ছাপিয়া আসিছে কান্না,
গাই যে আঘাতে বেদন-গান।

True, we are forever famous for our
habit to submit;
Yet we tell our tale of grief, as by our
grief we are constrained.
We are but a muted lyre; yet a
lament inhabits it-
If a sigh escapes our lips, no more
can sorrow be contained.

اے خدا! شکوہ ارباب وفا بھی سن لے

خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے

এ্যায় খোদা! শিকওয়ায়ে আরবাবে ওফা ভী সুন লে
খোগরে হামদ সে থোড়া সা গিল্লা ভী সুন লে

নিন্দা কতই করিয়াছে প্রভু
যারা চিরকাল আস্থাহীন,
গ্লানির কথা শুনে'লও দু'টো,
বলিবে গো আজ ভক্ত দীন।

God, give ear to the complaint of us,
Thy servants tried and true;
Thou art used to songs of praise; now
heard note of protest too.

تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذات قدیم
پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم
شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم
بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم؟

থী তূ মওজূদ আযল সে হী তেরী জাতে কাদীম
ফূল থা যেবে চমন পর নাহ পারীশাঁ থী শামীম
শরতে ইনসাফ হায় এ্যায় সাহেবে আলতাফে আমীম
বোয়ে গুল ফাহেলতী কেস তরহ জূ হোতী নাহ নাসীম?

কোন্ সে আদিম প্রভাত-বেলায়
আছিলে গো তুমি বিদ্যমান,
বাতাসবিহীন বাগিচায় যেন
কুসুম সদ্য বিকাশমান!
চির-চঞ্চল সমীরণ বিনা
বলহে ক্ষমতা কার সে আর,
দিতে ছড়াইয়া দিক্‌দিগন্তে
ফুলের অতুল গন্ধ-ভার?

In Thy everlasting Essence Thou
wast from eternity;
Bright the bloom bedecked the
garden; undiffused the scent abode;
Lord of universal favour, let impartial
justice be-
Could the rose's perfume scatter with
no breeze to waft abroad?

ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی

ورنہ امت ترے محبوب کی دیوانی تھی؟

।হাম কো জমইয়্যাতে খাতের ইয়েহ পারীশানী থী
অরনাহ উম্মাত তেরে মাহবুব (স.) কী দেওয়ানী থী?।

বাঁধিতে নিখিলে একতার ডোরে
পরাণ আমার ছিল আকুল,
নহে কি তোমার প্রিয় রসূলের
ভক্তেরা হায় ছিল বাতুল?

Peace of mind and quiet spirit won
we of our labours glad,
Else the folk of Thy Beloved-should
they be accounted mad?

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر

کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر

خوگر پیکر محسوس تھی انساں کی نظر

مانتا پھرکوئی ان دیکھے خدا کو کیونکر؟

।হাম সে পহলে থা আজব তেরে জাহাঁ কা মানজার
কাহীঁ মাসজূদ থে পাত্থর, কাহীঁ মাবূদ শাজার
খোগরে পায়কারে মাহসূস থী ইনসাঁ কী নজর
মানতা ফের কোই আন্ দেখ্খে খোদা কো কেউঁকর?।

যত দিন আমি আসি নাই হেথা,
দুনিয়াটা ছিল আজব ঠাঁই!
পাষাণে পাদপে দেবতা বলিয়া
মূর্খ মানব পূজিত তাই।
তারেই মানুষ মানিত তখন
আপনার চোখে দেখিত যায়,
অ-দেখা খোদায় বল তো তাহারা
ঈমান আনিল কেমনে হায়?

Strange indeed the spectacle Thy
world supplied before our days,

Here men bowed them down to
stones, there paid they reverence to trees;
Only to the visual image was attuned
the human gaze-
How could hearts adore a God no eye
percipient may seize?

تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام ترا؟

قوت بازوئے مسلم نے کیا کام ترا!

তুঝকো মালূম হায় লেতা থা কোই নাম তেরা?
কুওয়্যাতে বাযূয়ে মুসলিম নে কিয়া কাম তেরা

হয়তো আজিও হইবে স্মরণ
কাহারা সাধিল এ কাজ তোর,
সে কি নহে এই কুলিশ-কঠোর
মুসলমানের বাহুর জোর?

Well Thou knowest, was there any
any where to name Thy Name?
By the Muslim's strong right arm Thy
purpose to fulfilment came.

بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی،تورانی بھی

اہل چیں چین میں،ایران میں ساسانی بھی

اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی

اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی

বস রাহে থে এহীঁ সেলজূক ভী, তূরানী ভী
আহলে চীঁ চায়ন মেঁ, ইরান মেঁ সাসানী ভী
উসী মামূরে মেঁ আবাদ থে ইউনানী ভী
উসী দুনইয়া মেঁ ইয়াহুদী ভী থে, নাসরানী ভী

বসতি করিত সেলজুক হেথা
ছিল তুরস্কে তুরানীও,
চৈনিক ছিল চীন দেশ জুড়ে,
ইরান দেশেতে সাসানীও।
ধরণীর এই বুক হতে কভু

শিকওয়া

ইউনানীরাও পড়েনি বাদ;
খ্রীস্টভক্ত আরও ইহুদ
কতনা জাতির ছিল আবাদ।

Though the Seljuks had their empire,
The Turanians their sway,
Though the Chinese ruled in China,
the Sassanians in Iran,
Though the Greeks inhabited broad,
fruitful acres in their day
And the Jews possessed their cubit,
and the Christians owned their span,

پر ترے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟

بات جو بگڑی ہوئی تھی، وہ بنائی کس نے؟

পর তেরে নাম পেহ তলওয়ার উঠায়ী কেসনে?
বাত জূ বিগড়ী হোই থী, ওহ বানায়ী কেস্‌নে?

কেহ কি তোমার মহিমার লাগি'
করে'ছিল তেগ্ উত্তোলন?
বিকল তোমার সৃষ্টিযন্ত্রে
বাঁধিল নিয়মে কোন্ সে জন?

Who upraised the sword of battle in
Thy Name's most sacred cause,
Or who strove to right the ruined
world by thy most hallowed laws ?

تھے ہمیں ایک ترے معرکہ آراؤں میں!

خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں

دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں

کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں

থে হামেঁ এক তেরে মারেকাহ আরাউঁ মেঁ!
খুশকিউঁ মেঁ কভী লড়তে, কভী দরইয়াউঁ মেঁ
দী আজানেঁ কভী ইউরোপ কে কলীসাউঁ মেঁ
কভী আফ্রিকাহ কে তাপতে হুয়ে সহরাউঁ মেঁ।

তব নাম ল'য়ে যুঝিয়াছি একা
আমি মুসলিম অমিতবল,
কখনো ভূতলে মেতেছি সমরে,
আলোড়িয়া কভু সিন্ধু-জল।
আযান দিয়াছি উচ্চে কখনো
গির্জা শিখরে ইয়োরোপের,
দাঁড়ায়ে বক্ষে আফরিকার
তপ্ত শাহারা মরুভূমের।

It was we and we alone who marched,
Thy soldiers to the fight,
Now upon the land engaging, now
embattled on the sea.
The triumphant call to prayer in
Europe's churches to recite,
Through the wastes of Africa to
summon men to worship Thee.

شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی

کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی

শানে আখুঁ নাহ জাছতী থী জাহানদারুঁ মেঁ
কালেমাহ পড়হতে থে হাম ছাউঁ মেঁ তলওয়ারুঁ কী

হেলায় তুচ্ছ করিয়াছি সদা
শাহান্-শাহার তখত্ ও তাজ,
বক্ষ প্রসারি' তলোয়ার ছায়ে
'কলেমা' প'ড়েছি জোর আওয়াজ।

All the glittering splendou of great
emperors we reckoned none;
In the shadow of our glinting swords
we shouted " God is One!"

ہم جو جیتے تھے، تو جنگوں کی مصیبت کیلئے

اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کیلئے

تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کیلئے

سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کیلئے؟

হাম জূ জীতে থে, জঙ্গুঁ কী মসীবত কে লিয়ে
আওর মরতে থে তেরে নাম কী আজমত কে লিয়ে
থী নাহ কুছ তেগে যনী আপনী হুকূমত কে লিয়ে
সার বকফ ফেরতে থে কিয়া দাহর মেঁ দৌলত কে লিয়ে?

ধরিয়াছি প্রাণ অকাতরে শুধু
সহিতে নিত্য সমর ক্লেশ;
মহিমায় তব বরিতে মরণ
করি নাই কভু দ্বিধার লেশ।
ধরি নাই মোর অসি খরসান
লাগিয়া তুচ্ছ বাদ্‌শাহীর,
লভিবারে ধন ফিরিতাম কি হে
করতলে সদা লইয়া শির?

All our life we dedicated to the dire
distress of war;
When we died, we died exultant for
the glory of Thy Name;
Not to win a private empire did we
draw the swords we bore-
Was it in the quest of riches to earth's
frontiers that we came?

قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی

بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟

কাওম আপনী জূ যর ওয়া মালে জাহাঁ পর মরতী
বুত ফুরূশী কে এওয়াজ বুত শেকনী কেউঁ করতী?

সম্পদ লাভে বীর মুসলিম
করিত যদি হে পরাণ পণ-
মূর্তিবেপারী কেন বা না হ'য়ে
মূর্তি করিল চির নিধন?

Had our people striven for the sake
of worldly goods and gold
Would they then have shattered idols
they might gainfully have sold?

ٹل نہ سکتے تھے ، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے

پاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے

تجھ سے سرکش ہوا کوئی، تو بگڑ جاتے تھے

تیغ کیا چیز ہے؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے!

টল নাহ সেকতে থে, আগার জঙ্গ মেঁ উড় জাতে থে
পাউঁ শেরঁ কে ভী ময়দাঁ সে উখাড় জাতে থে
তুঝ সে সারকাশ হুয়া কোই, তূ বিগাড় জাতে থে
তেগ কিয়া চীজ হায়, হাম তোপ সে লড় জাতে থে!

দাঁড়ায়েছি যরে রুখিয়া সমরে
ফিরি নাই কভু পশ্চাতে,
সম্মুখ হ'তে ভীম শার্দুল
পলায়েছে মোর শঙ্কাতে।
উন্মাদ আমি হইতাম হায়
তোমা হ'তে কেহ ফিরালে মুখ,
ছার তরবারি, ভুলিয়া মরণ
তোপের সমুখে পেতেছি বুক।

We were rocks immovable when in the
field we took our stand,
And the bravest-hearted warriors by
our thrust were swept away;
It sufficed us to enrage, if any
gainsaid Thy command,
Then we hurled us on their cannons,
took their swordpoints but for play.

نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے

زیرِ خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے

নকশ তাওহীদ কা হার দিল পেহ বঠায়া হামনে
যীরে খনজর ভী ইয়েহ পয়গাম সুনায়া হামনে

আঁকিয়া দিয়াছি বক্ষে সবার
ছবি পবিত্র তৌহীদের,
তরবারি-তলে শুনায়েছি বাণী
নির্ভয়ে তব একত্বের।

Into every heart we struck the
impress of Thy Unity
And beneath the dagger's lightning
preached the Message, Lord, of Thee.

تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درِ خیبر کس نے؟

شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟

توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟

کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے؟

তূ হী কাহ দে কেহ উখাড়া দরে খায়বার কেসনে?
শহরে কায়সার কা জূ থা, উস কো কিয়া সারকাম কেস নে?
তোড়ে মাখলুকে খোদাওয়ান্দোঁ কে পায়কার কেস নে?
কাট কর রাখ দিয়ে কুফ্ফার কে লশকর কেস নে?।

হলায় উপাড়ি' ফেলেছিল কেবা
লৌহ-কবাট খায়বারের?
বাহুবলে কা'র হইল বিজিত
বিরাট্ শহর কাইসারের?
কাহারা চূর্ণ করিল তোমার
মানুষের গড়া মূর্তি সব?
কাফের-বাহিনী দলিল চরণে
জিনিয়া কাহারা ভীম আহব?

Tell us this, and tell us truly- who
uprooted Khyber's gate?
Or who overthrew the city where
great Caesar reigned in pride?
Who destroyed the gods that hands
of others laboured to create,
Who the marshalled armies of the
unbelievers drove aside?

کس نے ٹھنڈا کیا آتشکدہ ایراں کو؟

کس نے پھر زندہ کیا تذکرۂ یزداں کو؟

কেস নে ঠাণ্ডা কিয়া আতেশকাদায়ে ইরাঁ কো?
কেস নে ফের যিন্দাহ কিয়া তাযকেরায়ে ইয়াযদাঁ কো?

ইরান দেশের হোমের আগুন
ফুৎকারে কা'রা নিভাইল?
খোদার মহিমা চরাচরময়
বল সে কাহারা প্রচারিল?

Who extinguished from the altars of
Iran that sacred flame,
Who revived the dimmed remembrance
of Yazdan's immortal Name?

کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی؟

اور تیرے لئے زحمت کش پیکار ہوئی؟

کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟

کس کی تکبیر سے دنیا تری بیدار ہوئی؟

কোন্ সী কাওম ফাকাত তেরী তলবগার হুয়ী?
আওর তেরে লিয়ে রহমত কাশে পায়কার হুয়ী?
কেস কী শমশীর জাহাঁগীরে জাহানদার হুয়ী?
কেস কী তাকবীর সে দুনইয়া তেরী বীদার হুয়ী?।

প্রাণের অধিক বেসেছিল ভাল
মরতে তোমায় কোন্ সে জন?
সমর ঝঞ্ঝা বহিত মাথায়
করি তব তরে পরাণ-পণ?
জগৎ-বিজয়ী কা'র তরবারি
জগৎ-পালক হইল ফের?
জাগিয়া উঠিল দুনিয়া আবার
ধ্বনি শুনি কার তাকবীরের?

Strove there ever other nation in the
cause of Thee alone,
Bore there ever other people battle's
anguish for Thy sake?
Whose the sword that seized the
world, and ruled it as its very own?
Whose the loud Allahu Akbar that
compelled the earth to wake?

کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟

منہ کے بل گرکے **ھو اللہ احد** کہتے تھے!

কেস কী হায়বাত সে ছনম সাহমে হুয়ে রাহতে থে?
মুঁহ কে বোল গেরকে **হুয়াল্লাহু আহাদ** কাহতে থে?

মাটির প্রতিমা শঙ্কাতে কার
গণিত সদাই ঘোর প্রমাদ?
লুণ্ঠিয়া ভূমে কাঁপি থর-থর
হাঁকিত 'আল্লা-হু-আহাদ'।

Whose the dread that kept the idols
cowering and terrified
So that, heads cast down and
humbled, " He is God, the One," they cried?

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز

قبلہ رو ہوکے زمیں بوس ہوئے قوم حجاز

ایك ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

আ-গায়া 'আঈনে লাড়াই মেঁ আগার ওয়াক্তে নামায
কেবলাহ রো হোকে যমীঁ বূস হুয়ী কাওমে হেজায
এক হী সফ মেঁ খাড়ে হো গ্যায়ে মাহমূদ ওয়া আয়ায
নাহ কোই বান্দাহ রাহা আওর নাহ কোই বান্দাহ নাওয়ায

আসিলে সময় পূত নামাজের
চলিতেছে যবে ঘোর সমর,
কা'বামুখী হ'য়ে চুম্বিত মাটি
হেজাজের বীর বংশধর।
বাদশাহ মাহ্‌মুদ ভৃত্য আয়াজ
দাঁড়াইত দোঁহে এক কাতার;
কেহ গণিত না ভৃত্য কাহারে,
প্রভু রহিত না কেহ কাহার।

In the press of mortal combat if the
hour of worship came
Then the people of Hejaz, to Mecca
turning, bowed in prayer;
King Mahmud, Ayaz the slave-
their rank in service was the same.
Lord and servant-at devotion never
difference was there.

بندہ وصاحب ومحتاج وغنی ایك ہوئے!

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایك ہوئے!

বান্দাহ ওয়া সাহেব ওয়া মোহতাজ ওয়া গনী এক হুয়ে
তেরী সরকার মেঁ পুঁহছে তূ সবহী এক হুয়ে!

আমীর ফকীর বাদশাহ নফর
ক্ষুদ্র মহতে অভেদ জ্ঞান,
তোমার মহান দরবারে আসি'
হইত সকলে এক সমান।

Slave and master, rich and needy-all
the old distinctions gone.
Unified in adoration of Thy Presence.
they were one.

محفل کون ومکاں میں سحر وشام پھرے

مئے توحید کو لیکر صفت جام پھرے

کوہ میں، دشت میں لیکر ترا پیغام پھرے

اور معلوم ہے تجھکو کبھی ناکام پھرے؟

মাহফেলে কোন ওয়া মাকাঁ মেঁ সাহর ওয়া শাম ফেরে
মিয়ে তাওহীদ কো লেকর সিফাতে জাম ফেরে
কোহ মেঁ, দশত মেঁ লেকর তেরা পয়গাম ফেরে
আওর মালূম হায় তুঝ কো কভী না কাম ফেরে?

সকাল সন্ধ্যা ঘুরিয়াছি আমি
এই বিশ্বের মহাসভায়,
তব তৌহীদ-শিরীণ-শারাবে
পূর্ণ পানের পাত্র প্রায়।
লঙ্ঘি' ভূধর দুস্তর মরু
প্রচার ক'রেছি তোমার নাম,
শুনেছ কি হায় হেন অঘটন-
ফিরেছি বিফল মনস্কাম?

In the Hall of Space and Being, at
the dawn and eventide
Circulated we like goblets with the
Wine of Faith replete;
Still we roved o'er plain and mountain,
spread Thy Message far and wide-
Is it known to Thee, if ever we
returned to own defeat?

دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے!

بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے!

দাশত তু দাশত হ্যাঁয়, দরইয়া ভী নাহ ছোড়ে হাম নে!
বাহরে জুলুমাত মেঁ দোওড়া দিয়ে ঘোড়ে হাম নে!

মোর গতি-মুখে ছার মরুভূমি,
তুচ্ছ ক'রেছি ঘোর পাথার;
কৃষ্ণসাগর বক্ষ আলোড়ি'
ছুটিয়াছে মোর ঘোড়-সওয়ার।

Desert after desert spanning faring
on through sea on sea,
In the Ocean of the Shadows our
strong coursers watered we.

صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے

نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے

تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے

تیرے قرآں کو سینوں سے لگایا ہم نے

সফহায়ে দাহর সেঁ বাতিল কো মিটায়া হাম নে
নও'এ ইনসাঁ কো গোলামী সে ছোড়ায়া হাম নে
তেরে কা'বে কো জাবীনূঁ সে বাছায়া হাম নে
তেরে কুরআন কো সীনূঁ মে লাগায়া হাম নে

মুছিয়া ফেলেছি ধরণী হইতে
কালিমা-চিহ্ন অসত্যের,
মানুষে ক'রেছি মুক্ত আযাদ
শৃঙ্খল কাটি' দাসত্বের।
নোয়াইয়া মোর উন্নত শির
জিন্দা রেখেছি খানে-কা'বায়,
তব পবিত্র কালাম কোরা'ন
বক্ষে চাপিয়া ধ'রেছি তায়।

We erased the smudge of falsehood
from the parchment firmament.
We redeemed the human species from
the chains of slavery;
And we filled the Holy Kaaba with
our foreheads humbly bent,
Clutching to our fervent bosoms the
Koran in ecstasy.

پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں
ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں
ফের ভী হাম সে ইয়েহ গিল্লাহ হায় কেহ ওফাদার নেহী
হাম ওফাদার নেহী. তূ ভী তূ দিলদার নেহী!

হায় পরিহাস! তবু অভিযোগ!
তোমাতে নহিক ভক্তিমান?
বিশ্বাসহীন হই যদি আমি,
তুমিও তো নও হৃদয়বান!

Yet the charge is laid against us we
have played the faithless part;
If disloyal we have proved. hast
Thou deserved to win our heart?

امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں
عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں
ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہشیار بھی ہیں
سینکڑوں ہیں کہ ترے نام سے بیزار بھی ہیں
উম্মাতেঁ আওর ভী হ্যাঁয়, উন মেঁ গুনাহগার ভী হ্যাঁয়
'আজয ওয়ালে ভী হ্যাঁয়, মাসতে মিয়ে পানদার ভী হ্যাঁয়
উন মে কাহেল ভী হ্যাঁয়, গাফেল ভী হ্যাঁয়. হুশইয়ার ভী হ্যাঁয়
সায়কড়োঁ হ্যাঁয় কেহ তেরে নাম সে বেযার ভী হ্যাঁয়

রহিয়াছে জাতি কত শত আরও
পাপীতে পূর্ণ আমার প্রায়,
ধনের গর্বে কত গর্বিত
দীন ও প্রার্থী রয়েছে তায়;
কত সুচতুর আছে তার মাঝে,
কত না বিলাসী অলস ঘোর,
শতেক এমন আস্থাবিহীন
নামটি সহিতে পারে না তোর।

Other creeds claim other peoples, and
they have their sinners too:
There are lowly men among them, and
men drunken with conceit;
Some are sluggards, some neglectful,
some are vigilant and true;

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر!

রহমাতেঁ হ্যাঁয় তেরী আগইয়ার কে কাশানূঁ পর
বারক গেরতী হায় তূ বেচারে মুসলমানূঁ পর!

ভাণ্ডার দ্বার মুক্ত তোমার
তবু চিরকাল তাদের তরে;
বজ্রনিপাত কর শুধু হায়
যত মুসলিম-মাথার 'পরে।

Multitudes disdain Thy mercy other
thirsting souls assuage.
Only on the hapless Muslims falls the
lightning of Thy rage.

بت صنمخانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے،
ہے خوشی ان کوکہ کعبے کے نگہبان گئے
منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خوان گئے
اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے

বুত সনমখানূ মেঁ কাহতে হ্যাঁয়, মুসলমাঁ গ্যায়ে,
হায় খুশী উন কো কেহ কা'বে কে নেগাহবান গ্যায়ে
মানযিলে দাহর সে উঁটূঁ কে হাদী খা'ন গ্যায়ে
আপনী বগলূঁ মেঁ দাবায়ে হুয়ে কুরআন গ্যায়ে

মন্দির মাঝে মাটির প্রতিমা
উল্লাস-ভরে হাসিছে আজ,
কা'বার খাদেম মুসলিম আর
নাহিক ধরণী-বক্ষ-মাঝ।
মরু-মঞ্জিল ছাড়িয়া ক'রেছে
হুদী'-গায়কেরা চিরপ্রয়াণ,
বিদায় লইয়া যায় নাই শুধু,
সাথে ল'য়ে গেছে আল্-কোরান।

Hark, the idols in the temples shout,
"The Muslims are no more."
Jubilant to see the guardians of the
Kaaba's shrine depart;
The world's inn is emptied of those
singing cameleers of yore,
Vanished is their caravan, Koran close-
pressed to reverent heart.

خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟

اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟

খানদাহ যন কুফর হায়, ইহসাস তুঝে হায় কেহ নেহী?
আপনী তাওহীদ কা কুছ পাস তুঝে হায় কেহ নেহী?

অনুভূতি কিছু আছে কি তোমার?
মুসলিমে হেরি' হাসে কাফের,
নাহি কি ভাবনা এতটুকু হায়,
কিবা দশা হ'বে তৌহীদের?

Disbelief is loud with laughter; art
Thou deaf, indifferent?
Disregardest Thou Thy Unity, as if it
nothing meant?

یہ شکایت نہیں، ہیں ان کے خزانے معمور

نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور

قہرتو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور

اور بیچارے مسلماں کو فقط وعدۂ حور!

ইয়েহ শেকায়েত নেহী, হ্যাঁয় উনকে খাযানে মা'মূর
নেহী মাহফিল মেঁ জেনহেঁ বাত ভী করনে কা শাউর
কহর তূ ইয়েহ হায় কেহ কাফের কো মিলেঁ হুর ওয়া কসূর
আওর বেচারে মুসলমাঁ কো ফাকাত ওয়াদায়ে হূর!

নহে অভিযোগ দিয়াছ বলিয়া
ধনাগার করি' পূর্ণ তার,
তব সনে যার কহিতেও কথা
নাহিক' চিহ্ন ভদ্রতার।
আফ্‌সোস্‌ হায় হুরীসহ তারা
করিছে রম্য হর্ম্ম্যে বাস;
মুসলিম তরে রাখিয়াছ বাকী
কেবল হুরীর প্রাপ্তি-আশ।

Not of this are we complaining, that their coffers overflow
Who have not the wit or grace of converse in society;
But that infidels should own the houris and the palaces- ah, woe!
While the wretched Muslims must with promises contented be.

اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں

بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں؟

আব ওহ আলতাফ নেহীঁ, হামপেহ এনায়াত নেহী
বাত ইয়েহ কিয়া হায় কেঁহ পহলী সী মাদারাত নেহী

সে দিনের মত মুসলিম-শিরে
ঝরে না তোমার করুণা-ধার;
কোন্‌ অপরাধে বল আজ প্রভু!
হতাদর এত কেন আমার?

Now no more for us Thy favours and Thy old benevolence-
How and wherefore is Thy pristine kindliness departed hence?

کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟

تیری قدرت تو ہے وہ جسکی نہ حد ہے نہ حساب

تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب

رہرو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب

কেউঁ মুসলমানূঁ মেঁ হায় দৌলাতে দুনইয়া নায়াব?
তেরী কুদরাত তূ হায় ওহ জেসকী নাহ হদ হায় না হেসাব
তূ জূ চাহে তূ উঠে সীনায়ে সহরা সে হাবাব
রহরও দাশত হো সিলী যাদায়ে মোজে সারাব

কেন পার্থিব সম্পদ হ'তে
চিরবঞ্চিত মুসলমান?
তব ক্ষমতার নাহি যে অন্ত,
তুমি যে সর্বশক্তিমান।
ইঙ্গিতে তব উঠে বুদ-বুদ
উষর মরুর বক্ষ 'পর,
মরীচিকা হয় স্নিগ্ধ সলিল
পান্থ-পরাণ তৃপ্তিকর।

Why no more are worldly riches
among Muslims to be found.
Since Thy power is as of old beyond
compute and unconfined?
If Thou willest, foaming fountains
from the desert's breast can bound
And the rippling mirage may the
traveller in the forest blind.

طعن اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے

کیا ترے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟

ত্বনে আগইয়ার হায়, রিসওয়াই হায়, নাদারী হায়,
কিয়া তেরে নাম পেহ মরনে কা এওয়াজ খা'রী হায়?

সদা বিদ্রূপ সহি' অপরের
হইব দৈন্য পীড়িত হায়!
মরে যে তোমার মহিমার লাগি',
ঠিক প্রতিদান দিয়েছ তায়!

All we have is jeers from strangers,
public shame, and poverty-
Is disgrace our recompense for laying
down our lives for Thee?

بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا

رہ گئی اپنے لئے ایک خیالی دنیا!

ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا

پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا!

বনী আগইয়ার কী আব চাহনেওয়ালী দুনইয়া
রাহ গ্যায়ী আপনে লিয়ে এক খায়ালী দুনইয়া!
হাম তূ রোখসত হুয়ে আওরূঁ নে সানভালী দুনইয়া
ফের নাহ কাহনা হুয়ী তাওহীদ সে খালী দুনইয়া!

কাফেরভোগ্যা বসুন্ধরা এ,
নাহিক হেথায় আমার স্থান।
সম্মুখে রাখি' চলিয়াছি তাই
আশার ফানুশ বেহেশ্‌তখান।
চালাক পৃথ্বী তারাই এখন,
লইলাম আমি চির বিদায়,
অপবাদ মোর দিয়ো না কো ফের,
যদি তৌহিদ ডুবিয়া যায়।

So; it is on others only that the world
its love bestows;
We, who walk Thy chosen path-to
us a phantom world is left.
Be it so: bid us be gone, and let the
earth belong to those,
Yet protest not that the earth of
Unity is now bereft.

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے

کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟

হাম তূ জীতে হ্যাঁয় কেহ দুনইয়া মেঁ তেরা নাম রাহে
কাহী মুমকেন হায় কেহ সাকী নাহ রাহে, জাম রাহে?

বাসনা আমার এই চিরকাল
থাকুক জগতে তোমার নাম,
নহে সম্ভব! সাকীর বিহনে
থাকে কি কখন শারাব-জাম?

For no other cause we live but Thy
remembrance to maintain:
When the saki is departed, can the
winecup yet remain?

تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے

شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے!

دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے

آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے

তেরী মাহফিল গ্যায়ী, চাহনেওয়ালে ভী গ্যায়ে
শব কী আহেঁ ভী গ্যায়েঁ, সুবহে কে নালে ভী গ্যায়ে!
দেল তুঝে দে ভী গ্যায়ে, আপনা সেলাহ লে ভী গ্যায়ে
আকে বয়ঠে ভী না থে আওর নেকালে ভী গ্যায়ে

গিয়াছে প্রেমিক গেছে তার সাথে
বাসর-সুরভি হইয়া লীন,
ঝরে না নিশীথে মিলনের আঁসু,
বাজে না প্রভাতে বেদন-বীণ।
প্রতিদান কিছু পাইনি তো হায়,
সঁপিয়া শুধুই গেল সে প্রাণ;
বসিতে পার্শ্বে একটি নিমেষ
বিদায়-বাঁশীর শুনিল গান।

Gone is now the thronged assembly,
and Thy lovers too are gone,
Ended are the midnight sighings,
silenced dawn's deep threnody;
They bestowed their hearts upon Thee,
and with their reward passed on;
Scarcely were Thy faithful seated
when they were dismissed from Thee.

ائے عشاق، گئے وعدہ فردا لیکر

اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لیکر!

আয়ে আশশাক, গ্যায়ে ওয়া'দায়ে ফরদা লেকর
আব উনহেঁ ঢোনড় চেরাগে রুখে যেবা লেকর!।

ল'য়ে বুকভরা আশার আশা
আঁধারে যে-জন ডুবিল হায়!
জালিয়া বদন-সুষমা-প্রদীপ
আবার খুঁজিয়া লও হে তায়।

So Thy lovers came, so with the
promise of " To-morrow" went-
Now come, seek them with the lantern
of Thy beauty's blandishment;

درد لیلی بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی

نجد کے دشت و جبل میں رم اہو بھی وہی

عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی

امت احمد (صـ) مرسل بھی وہی، تو بھی وہی

দরদে লায়লা ভী ওহী, কয়েস কা পহলো ভী ওহী
নজদ কে দাশত ওয়া জাবাল মেঁ রমে আহূ ভী ওহী
ইশক কা দিল ভী ওহী, হাসান কা জাদূ ভী ওহী
উম্মাতে আহমদে (স.) মুরসাল ভী ওহী, তূ ভী ওহী

সে দিনের মত মজনু কায়েস
জ্বালিছে বহ্নি লায়লা-বুকে,
মৃগকুল হের নেজদের বনে
বিচরণ করে তেমনই সুখে।
নিভে নাই আজও প্রেমের দাহন,
সুষমা তেমনই হরিছে মন,
তুমি আর তব ভক্ত নবীর
আছে তো সবাই ছিল যেমন!

Laila's pangs are still the same. Qais
yearns as fiercely as of old.
Still amid the forests and the vales
of Nejd the fleet deer run.
Beauty lures the same as ever, hearts
deep passions still enfold.
Still abide the folk of Ahmad, still Thou
art their Lord, the One;

پھر یہ ازردگئی غیر سبب کیا معنی؟

اپنے شیدائوں پہ یہ چشم غضب کیا معنی؟

ফের ইয়েহ আযরদেগী গায়রে সবব কিয়া মা'না?
আপনে শায়দাউঁ পেহ ইয়েহ চশমে গজব গিয়া মা'না?

কেন তবে আর বল হে নিঠুর
আচরণ আজি করিছ হেন?
বিনা অপরাধে ভক্তের প্রতি
অহেতুক রোষ-দৃষ্টি কেন?

Then what means Thy high displeasure,
since its cause is all unknown?
What denotes it, that Thine eye is
turned in wrath upon Thy own?

تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا؟

بت گری پیشہ کیا؟ بت شکنی کو چھوڑا؟

عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا؟

رسم سلمان (رض) واویس (رض) قرنی کو چھوڑا؟

তুঝকো ছোড়া কেহ রাসূলে (স.) আরাবী কো ছোড়া?
বুত গরী পেশাহ কিয়া, বুত শেকনী কো ছোড়া?
ইশক কো, ইশক কী আশুফতাহ সারী কো ছোড়া?
রসমে সালমান (রা.) ওয়া ওয়ায়েসে (রা.) করনী কো ছোড়া?

ভুলি নাই প্রিয় আরব-রসূলে,
ভুলি নাই মোরা তোমারে প্রভু।
মূর্তি চূর্ণ করি' চিরকাল
মূর্তি ব্যবসা ক'রেছি কভু?
চ'লেছি তোমার প্রেমের সুরায়
পরাণ-পেয়ালা পূর্ণ করি',
ওয়ায়েস-করনী' আর সালমাঁ'
চ'লেছিল যেই পথটি ধরি'।

Did we ever shun Thee, or Arabia's
Messenger forsake?
Did we tire of idol-breaking, and to
idol-making turn?
Did we cry an end to passion, growing
weary of love's ache?
Did we quit the path of Salman, cease
from Qarani to learn?

آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں!

زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں!

আগে তাকবীর কী সিনূঁ মেঁ দাবী রাখতে হ্যাঁয়!
যিন্দেগী মেসলে বেলালে হাবশী (রা.) রাখতে হ্যাঁয়!

তব তক্‌বীর'-বহ্নি আজিও
হিয়ার পরতে করি' গোপন,
স্বার্থবিহীন বেলালের সম
শুভ্র জীবন করি' যাপন।

Still the fire of "God is Greatest" in
our hearts we keep ablaze.
Still Bilal the Abyssinian guides us in
our daily ways.

عشق کی خیر، وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی

جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی

مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی

اور پابندئی آئین وفا بھی نہ سہی

ইশক কী খায়ের, ওহ পহলী সী আদা ভী নাহ সহী
যাদাহ পায়মায়ী তাসলীম ওয়া রেজা ভী নাহ সহী
মুজতারাব দিল সিফাতে কিবলাহ নুমা ভী নাহ সহী
আওর পাবন্দিয়ে আইয়েনে ওয়াফা ভী নাহ সহী

মানিনু সত্য আশেকের বুকে
ইশ্‌কের নাই সেই দাহন;
নাহি অনুরাগ মানব-হৃদয়ে
বিশ্বাসী আর নাই তেমন।
প্রেমাবেগে হৃদি চুম্বক জিনি'
নহে দুরু দুরু কম্পমান;
হয়তো, তোমাতে আমরাও আর
নহিক তেমন ভক্তিমান!

It may be that Love's sweet manners
are perchance no more observed,
And the path of acquiescence leads no
longer hearts resigned;
Haply the heart's Qibla-pointing
compass from its course has swerved,
And the ancient law of faithfulness
has lost its power to bind;

کبھی ہم سے، کبھی غیروں سے شناسائی ہے

بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے!

কভী হাম সে, কভী গায়রুঁ সে শানাসাই হায়
বাত কাহনে কী নেহীঁ, তূ ভী তূ হারজায়ী হায়!

এক দিন মোরে বাসিয়াছ ভাল,
আন জনে এবে সঁপিছ হায়;
তব আচরণ নহে তো শোভন,
চির হরজায়ী' তুমিও হায়!

Yet Thou too,alas, art changed, now
us, now others favouring:
Monstrous as it is to say, Thy love is
such a fickle thing!

سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے

اك اشارے میں ہزاروں کیلئیے دل تونے

آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے

پھونك دی گرمئ رخسار سے محفل تو نے

সারে ফারাঁ পেহ কিয়া দ্বীন কো কামেল তূ নে
এক ইশারে মেঁ হাযারুঁ কেলিয়ে দিল তূ নে
আতেশে আনদূয কিয়া ইশক কা হাসেল তূ নে
ফুঁক দী গরমীয়ে রুখসার সে মাহফিল তূ নে।

ফারাণ-শিখর হইতে যে দিন
ইসলামে দিলে পূর্ণ করি',
মোহন আঁখির এক ইশারায়
হাজার পরাণ লইলে হরি'।
বিজিত হইল নিমেষের মাঝে
প্রেমের বহ্নি-বাহকগণ;
তব গণ্ডের মোহিনী শোণিমা,
করিল দগ্ধ সকল মন।

On the summit of Faran Thou madest
Faith complete and whole,
Tookest captive hearts a thousand
with a single, simple sign;
Thou it was that Love's quintessence
set afire, a blazing coal,
Flamed the assembly with the ardour
of Thy loveliness divine.

آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں
ہم وہی سوختہ ساماں ہیں، تجھے یاد نہیں؟

আজ কেউঁ সীনে হামারে শারার আবাদ নেহীঁ
হাম ওহী সোখতাহ সামাঁ হ্যাঁয়, তুঝে ইয়াদ নেহীঁ?

সে পাবকশিখা কেন তবে আর
দীপ্তি-উজল করে না প্রাণ?
ভুলিলে কেমনে আমিই তো সে
মুসলিম ত্যাগ-মূর্তিমান।

Why is it, that in our bosoms not a
spark remains to day?
We are still the same burnt chattels;
what, hast Thou forgotten, pray?

وادئ نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا
قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا
حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے دل نہ رہا
گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا

ওয়াদিয়ে নজদ মেঁ ওহ শোরে সালাসেল নাহ রাহা
কয়েস দেওয়ানায়ে নাজারায়ে মুহমিল নাহ রাহা
হাওসালে ওহ নাহ রাহে, হাম নাহ রাহে, দিল নাহ রাহা
ঘর ইয়েহ উজড়া হায় কেহ তূ রওনকে মাহফিল নাহ রাহা

নেজদের গিরি নীরব নিথর,
নাহি জিঞ্জির-ঝঞ্চনা;
হাওদার মাঝে উঁকি দিয়ে আর
ফেরে না কায়েস উন্মনা।
বক্ষ টুটিয়া চিরতরে হায়
উচ্চাকাঙ্খা গিয়াছে চলি
আঁধার কুটীর উজলিয়া মোর
রূপশিখা তব উঠে না জ্বলি'।

In the vale of Nejd no longer may
those clanging chains be heard,
Qais no more awaits distracted Laila's
litter to behold;
Vanished are those passionate yearnings;
we are dead, our hearts interred;
Gone the light of the assembly, the
abode is dark and cold.

اے خوش آں روز کہ آئی و بصد ناز آئی

بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی!

আয় খোশ আঁ রোয কেহ আয়ী ওয়া বসদ নায আয়ী
বে হেজাবানাহ সোয়ে মাহফেলে মা বায আয়ী!

হেন শুভ দিন হ'বে কি আবার
ফিরিবে আনন শরমে ভরি'
গুণ্ঠহীন সুষমা তোমার
মোর সভা দিবে উজল করি'।

Joyous day, when Thou returnest in
Thy beauty and grace
And unbashfully revealst to our
gathering Thy face!

بادۂ کش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے

سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے

دور ہنگامہ گلزار سے یک سو بیٹھے

تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے!

বাদাহ কাশ গায়র হ্যাঁয় গুলশান মেঁ লবে জূ বয়ঠে
সুনতে হ্যাঁয় জাম বকফ নুগমায়ে কূ কূ বয়ঠে
দাওর হাঙ্গামায়ে গুলযার সে এক সো বয়ঠে
তেরে দেওয়ানে ভী হ্যাঁয় মুনতাজের হো বয়ঠে!

বেগানার প্রেমে মশগুল যারা
বসিয়া স্নিগ্ধ নিঝর-তীরে,
শুনে কুহুতান আবেশে বিভোর
হাতে ল'য়ে পান-পাত্রটিরে।
সেই আনন্দ-কোলাহল হ'তে
বহু দূরে কা'রা বসিয়া হায়,
চির বঞ্চিত প্রেমিক তোমার
কেবল হু'-এর প্রত্যাশায়।

Strangers sit within the garden.
quaffing wine beside the stream;
Glass in hand they sit and listen to
the cuckoo song of Spring.
Far from the commotioned meadow
we sit silently and dream.
Dream. Thy lovers. of Thy coming.
and the cry of " He. the King!"

اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے

برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے

আপনে পরওয়ানূঁ কো ফের জওকে খেরদ আফরোযী দে
বরকে দেরীনাহ কো ফরমানে জিগর সোযী দে

বহ্নি-প্রীতি সঞ্চার' পুন
পেলব পরাণে পতঙ্গের,
নিরবাপিত বিদ্যুতে দাও
বজ্র-দাহন জ্বালাতে ফের।

Reawaken in Thy moths the eager
joy to be aflame.
Bid again the ancient lightning's brand
our bosoms with Thy Name!

قوم آوارہ عناں تاب ہے پھر سوئے حجاز

لے اڑا بلبل بے پرکو مذاق پرواز

مضطرب باغ کے ہرغنچے میں ہے بوئے نیاز

تو ذرا چھیز تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز

কাওমে আওয়ারাহ 'এনাঁ তাব হায় ফের সোয়ে হেজায
লে উড়া বুলবুলে বে পর কো মাজাকে পরওয়ায
মুজতারাব বাগ কে হার গনচে মেঁ হায় বুয়ে নিয়ায
তূ জারা ছীড় তূ দে, তিশনায়ে মিজরাব হায় সায

হইল আবার হেজাজ্-মুখীন
ছত্রভঙ্গ অবোধ জাতি,
পক্ষবিহীন বুলবুল্ উড়ে
নবীন আশার পুলকে মাতি'।
অফুট কোরকে কাঁদিছে গন্ধ
টুটিবারে কারা-বন্ধনের,
দাও গো আঘাত বীণার তন্ত্রী
মিলন-পিয়াসী মেজ্‌রাবের।

Turns anew the wandering people to
Hejaz their bridle-string,
Skyward lifts the wingless nightingale
the lilting love of flight.
In the garden every blossom fragrance
-drenched is quivering.
Strike the silent lute, long eager for
Thy plectrum to alight-

نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کیلئے
طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کیلئے!

নোগমে বেতাব হ্যাঁয় তারূঁ সে নেকালনে কে লিয়ে
তূরে মুজতর হায় উসী আগ মেঁ জলনে কে লিয়ে!

প্রকাশ-ব্যথায় চঞ্চল আজি
বক্ষে তাহার স্তবদ্ধ সুর,
সেই প্রেমদাহে হইতে দগ্ধ
উন্মুখ পুন পাহাড় তুর।

String-imprisoned melodies await Thy
touch to sing in choir;
Sinai is trembling, trembling to be
ravished by Thy fire.

مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے
مور بے مایہ کو ہمدوش سلیماں کردے
جنس نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے
ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کردے

মশকিলেঁ উম্মাতে মরহুম কী আসাঁ কর দে
মূরে বে মায়াহ্‌কো হামদূশে সোলায়মাঁ কর দে
জিনসে নায়াবে মুহাব্বাত কো ফের আরযাঁ কর দে
হিন্দ কে দের নাশীনূঁ কো মুসলমাঁ কর দে

শান্তি-স্নিগ্ধ কর হে আবার
ভক্তের চিরব্যথিত প্রাণ;
হোক্ পিপীলিকা সোলেমান-জয়ী
লভিয়া তোমার দয়ার দান।
দুর্লভ তব প্রেমকাঞ্চন
আবার সুলভ করিয়া দাও,
মন্দিরচারী মূর্তি-পূজকে
ইসলামে পুন দীক্ষা দাও।

Grant at last Thy sore-tried people in
their difficulties ease,
Make the ant of little substance peer
of Solomon to be;
Love is grown too rare and costly-
cheapen its exalted fees;
Turn our India's temple-squatters into
Muslims true to Thee.

جوئے خوں می چکد از حسرت دیرینہ ما

می تپـد نالہ بہ نشتر کدہ سینہ ما!

জূয়ে খূঁ মী কদ আয হাসরাতে দেরীনায়ে মা
মী তপদ নালাহ বহ নাশতার কুদায়ে সীনায়ে মা!

আশাহত মোর পুঞ্জর ভেদি'
তপ্ত রুধির বহিয়া যায়,
ক্ষতের আগার বক্ষ বিদারি'
অধীর কাঁদন আসিছে হায়।

See, the stream of blood is pouring
from our griefs, so long suppressed;
Hark, the cry of pain is throbbing in
our dagger-riven breast.

بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن

کیا قیامت ہے کہ خود پھول میں غماز چمن

عہدگل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن

اڑگئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن

বূয়ে গুল লে গ্যায়ী বায়রূনে চমন, রাযে চমন
কিয়া ক্বিয়ামাত হায় কেহ খোদ ফুল হ্যাঁয় গমমাযে চমন
আহদে গুল খতম হুয়া, টুট গ্যায়া সাযে চমন
উড় গ্যায়ে ডালিউঁ সে যমযমাহ পরদাযে চমন

যে গোপন বাণী ছিল গো সুপ্ত
পাতার সবুজ বক্ষ 'পর,
কুসুম তাহারে করিল প্রচার
আপনি সাজিয়া গুপ্তচর
ফুলের ফসল ফলেনা কো আর
ছিন্ন আজিকে বীণার তার;
গায়ক পাখীরা উদ্যান-মাঝে
সুমধুর গীতি গাহে না আর।

Now the secret of the garden by the
rose's scent is spread;
Shame it is, the garden's blossoms
should themselves the traitor play!
Now the garden's Lyre is broken, and
the rose's bloom-time sped,
And the minstrels of the garden from
their twigs have winged away;

ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم ابتک

اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم ابتک

এক বুলবুল হায় কেহ হায় মাহবে তারান্নুম আবতক
উসকে সীনে মেঁ হায় নগমূঁ কা তালাতুম আবতক

নির্জন বাগে এক বুলবুল
অতীত মহিমা করিছে গান;
বক্ষে তাহার সুরের ঝটিকা,
কণ্ঠে বাজিছে গভীর তান।

Yet one nightingale sings on there,
rapt by his own melody
In his breast the plangent music tosses
still tempestuously.

قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں

پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں

وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں

ڈالیاں پیرہن برگ سے عریاں بھی ہوئیں

কামরিয়াঁ শাখে সনূবর সে গরীযাঁ ভী হুয়েঁ
ফাত্তিয়াঁ ফুল কী ঝড় ঝড় কে পারীশাঁ ভী হুয়েঁ
ওহ পুরানী রোশেঁ বাগ কী বীরাঁ ভী হুয়েঁ
ডালিয়াঁ পীরহানে বরগ সে উরইয়াঁ ভী হুয়েঁ

কোন্ সে সুদূরে গিয়াছে কপোত
দেবদারু-শাখা শূন্য করি',
কালের পীড়নে কোমল কুসুম
পল্লবদল প'ড়েছে ঝরি'।
চির সুশীতল উদ্যান-বীথি
শ্যামলিমাহীন হ'য়েছে আজ,
নগ্নমূর্তি হের শাখীকুল
খুলিয়া হরিৎ পত্র-সাজ।

All the ring-doves from the branches
of the cypresses have flown,
And the petals of the blossoms flutter
down and take to flight;
And the garden's ancient walks, how
desolate they are and lone;
Ravished of their leafy robes, the
boughs stand naked to the light.

قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی

کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی!

কয়দে মওসুম সে তবী'য়ত রাহী আযাদ উস কী
কাশ গুলশান মেঁ সমঝতা কোই ফরইয়াদ উস কী!

ঋতুর প্রভাব মানে না এ পাখী
মুক্তকণ্ঠ স্বাধীন প্রাণ;
সুদিন আবার আসিত ফিরিয়া
কেহ যদি তার শুনিত গান।

Still he sings forlorn, all heedless of
the season's changing mood;
Oh, that someone in the garden his
sad anthem understood!

لطف مرنے میں ہے باقی، نہ مزا جینے میں

کچھ مزا ہے تو یہی خون جگر پینے میں!

کتنے بیتاب ہیں جوہر مرے آئینے میں

کس قدر جلوے تڑپتے ہیں مرے سینے میں!

লুতফ মরনে মেঁ হায় বাকী, নাহ মযা জীনে মেঁ
কুছ মযা হায় তূ এহী খূনে জিগর পীনে মেঁ!
কেতনে বেতাব হ্যাঁয় জওহার মেরে আয়েনে মেঁ
কেস কদর জালউয়ে তড়পাতে হ্যাঁয় মেরে সীনে মেঁ!

নাহি সুখ কিছু মৃত্যুবরণে,
জীবনেও নাহি শান্তি আর;
থাকে যদি কিছু শুধুই শোষণে
বুকের তপ্ত রক্তধার।
জ্যোতির চমক কত না সুপ্ত
আমার পরাণ-মুকুর গায়,
কত অশান্ত সুষমা-লহরী
হিয়ার-মাঝারে উথলে হায়!

Life is joyless now, and death no
comfort promises to bring;
To remember ancient sorrows is the
sole delight I know.
In the mirror of my mind what gems
of thought are shimmering,
In the darkness of my breast what
shining revelations glow!

اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں
داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں

এস গুলিস্তাঁ মেঁ মগর দেখনে ওয়ালে হী নেহীঁ
দাগ জু সীনে মেঁ রাখতে হ্যাঁয় ওহ লালে হী নেহীঁ

হায় রে আজিকে নাহি দর্শক,
হেরিবে কে রূপ-লহরী-মালা?
বুকে দাগটুকু রাখিবে তুলিয়া
কই ফোটে·সেই মোহন লালা?

Yet no witness in the garden may the
miracle attest
Not a tulip there lies bleeding with
a brand upon its breast.

چاک اس بلبل تنہا کی نواسے دل ہوں
جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں
یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں
پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں

চাক উস বুলবুলে তানহা কী নাওয়াসে দিল হোঁ
জাগনে ওয়ালে এসী বাঙ্গেদারা সে দিল হোঁ
ইয়া'নী ফের যিন্দাহ নয়ে আহদে ওয়াফা সে দিল হোঁ
ফের উসী বাদায়ে দেরীনাহ কে পিয়াসে দিল হোঁ

শিকওয়া

দ্বিধা হোক্ হিয়া শুনি' গীতসুধা
সাথীহারা এই বুলবুলির,
জাগিয়া উঠুক পরাণ আবার
তূর্য-নিনাদে অগ্রণীর।
নবীন প্রেমের অনুরাগ পুন
করুক স্নিগ্ধ তাপিত প্রাণ,
তৃষ্ণাতুর হোক কণ্ঠ আবার
পুরাতন সুরা করিতে পান!

Break, hard hearts, to hear the carol
of this nightingale forlorn
Wake; dull hearts, to heed the clamour
and the clanguor of this bell;
Rise, dead hearts, by this new compact
of fidelity reborn;
Thirst; dry hearts, for the old vintage
whose sweet tang you knew so well.

عجمی خم ہے توکیا، مے توحجازی ہے مری

نغمہ ہندی ہے توکیا، لے تو حجازی ہے مری

আজমী খুম হায় তু কিয়া, মেয় তূ হেজাযী হায় মেরী
নোগমাহ হিন্দী হায় তূ কিয়া, লয় তু হেজাযী হায় মেরী

পাত্র আমার নহে আরবের,
আরবী সুরায় নিয়েছি পুরে,
হোক্ না এ গান হিন্দুস্তানী,
বাঁধিয়াছি সুর হেজাজী সুরে।

Though the jar was cast in Persia, in
Hejaz the wine first flowed;
And though Indian the song be, form
Hejaz derives the mode.

جواب شکوہ

জওয়াবে শিকওয়া

আল্লামা ইকবাল

অনুবাদ : গোলাম মোস্তফা

English Translation : A. J. Arberry

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے

خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے

দিল সে জূ বাত নিকালতী হায় আসর রাখতী হায়
পর নেহী, তকাতে পরওয়ায মগর রাখতী হায়
কুদসিউল আসল হায়, রফ'আত পেহ নজর রাখতী হায়
খাক সে উঠতী হায়, গরদূঁ পেহ গুযার রাখতী হায়

দিল্ থেকে যদি আসে কোন বাণী, প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়,
পাখনা না থাক, তবুও তাহার ঊর্ধ্বে উড়ার তাকৎ রয়।
পাক্ বিহিশ্‌তে জন্ম তাহার, টান থাকে তার তাই সেথায়,
ধূলার ধরায় রয় নাক' বাঁধা--নীল-আকাশের গান সে গায়।

Speech that issues form the heart a
magic influence exerts;
Wingless though the discourse be. yet
it has power to soar on high;
Holy is its origin, and so its gaze to
heaven converts.
And though from the dust it rises, it
can overpass the sky.

عشق تھا فتنۂ گر و سرکش وچالاک مرا

آسماں چیر گیا نالہ بیباک مرا

ইশ্‌ক থা ফিতনাহ গর ওয়া সারকাশ ওয়া চালাক মেরা
আসমাঁ চীর গায়া নালায়ে বে বাক মেরা

প্রেম ছিল মোর বেয়াড়া ভীষণ, কোঁদল-পাকানো স্বভাব তার
বাগ মানিল না, তীব্র গতিতে চলিল ছুটিয়া আকাশ-পার।

Arrogant and cunning was my love,
and on such mischief bent .
That the very walls of heaven fell
down before its wild lament.

پیرگردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی!

بولے سیارے، سرعرش بریں ہے کوئی!

چاند کہتا تھا، نہیں اہل زمیں ہے کوئی!

کہکشاں کہتی تھی، پوشیدہ یہیں ہے کوئی!

পীরে গরদূঁ নে কাহা সুন কে, কাহীঁ হায় কোই!
বোলে সাইয়্যারে, সারে আরশে বরীঁ হায় কোই!
চান্দ কাহতা থা, নেহী আহলে যমীঁ হায় কোই!
কাহকেশা কাহতী থী পূশীদাহ এহীঁ হায় কোই

আকাশ-বুড়ো--সে চমকিয়া কয় : কার কথা শুনি এইখানে ?
তাহারা কহিল : তাই ত ! দেখ ত উপর-তলার আসমানে !
চাঁদ কহে : হাঁ! হাঁ! মাটির মানুষ হবেই এ ঠিক! তারি এ-স্বর!
কয় ছায়াপথ আমাদেরি মাঝে লুকালো কি সেই ধূর্ত নর!

Listening, the ancient Sphere said,
"Someone seems to be about;"
Cried the Planets, "There is someone,
in the upper ether pure;"
"Not so lofty," called the Moon.
"Down on the earth there, not a doubt;"
"No," the Milky-Way retorted. "He
is hiding here, for sure."

کچھ جو سمجھا مرے شکوے کو تو رضواں سمجھا

مجھے جنت سے نکالا ہوا انساں سمجھا!

কুছ জূ সামঝা তূ মেরে শেকওয়ে কো রিজওয়াঁ সামঝা
মুঝে জান্নাত সে নেকালা হুয়া ইনসাঁ সামঝা!।

রিদ্‌ওয়ানই শুধু চিনিল আমারে--আমার করুণ কান্নাতে,
দেখেছিল সে যে আমারে সেদিন--ছাড়িনু যেদিন জান্নাতে!

Guardian Rizwan, he if any, my
complaint distinctly heard;
"He is man, just newly driven out of
Eden," he averred.

تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا!

عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا!

تاسر عرش بھی انساں کی تگ وتاز ہے کیا؟

آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟

থী ফেরেশতূঁ কো ভী হায়রাত কেহ ইয়েহ আওয়ায হায় কিয়া!
আরশ ওয়ালূঁ পেহ ভী খোলতা নেহী ইয়েহ রায হায় কিয়া!
তা সারে আরশ ভী ইনসাঁ কী তাগ ওয়া তায হায় কিয়া?
আগ্যায়ী খাক কী চটকী কো ভী পরওয়ায হায় কিয়া?

ফিরিশতারাও চঞ্চল হ'ল : "কার এ আওয়াজ? " কয় তারা
রহস্য এর জানিতে সকল আরশবাসীই হয় সারা!
মাটির মানুষ উঠিল কি আজ পবিত্র এই আরশ-পর ?
আদম-শিশু কি হ'ল এতবড় শক্তিময় ও ধুরন্ধর

All the angels in amazement shouted,
"Why, whose voice is it?
Dwellers in the firmament were baffled
by the mystery.
"Shall a mortal man aspire in our
high firmament to sit?
Can that little speck of dust take
wings, and soar so loftily?

غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں!

شوخ وگستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں!

গাফেল আদাব সে সুক্কানে যমী কায়সে হ্যাঁয়!
শওখ ওয়া গুসতাখ ইয়েহ পসতী কে মাকী কায়সে হ্যাঁয়!

দুনিয়ার এই মানুষগুলো--সে কত ধড়িবাজ! দেখেছ ভাই !
রূঢ় ভাষায় কথা বলে এরা! আদব-লেহাজ মোটেই নাই!

They have clean forgot their manners,
Those inhabitants of earth;
What effrontery, what rudeness for
such things of lowly birth!

اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے

تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے؟

عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے

ہاں، مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے

এস কদর শওখ কেহ আল্লাহ সে ভী বরহম হায়
থা জূ মাসজূদে মালায়েক ইয়েহ ওহী আদাম হায়?
আলমে কাইফ হায়, দানায়ে রমূযে কম হায়?
হ্যাঁ, মগর আজয কে আসরার সে না মুহরেম হায়

এতই ইহারা বে-তমীজ ভাই! খোদার পানেও চোখ রাঙ্গায়!
এই মানুষেরই পায়ে দিয়েছিল ফিরিশতাকুল সিজদা, হায়!
জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব-কথায় ইহাদের জুড়ি নাহিক আর,
কিন্তু ইহারা উদ্ধত বড়! জানে না কোনই শিষ্টাচার!

So enormous is their impudence, at
God Himself they rail,
Those fine progeny of Adam unto
whom the Angels bowed.
Well they know of Quality and
Quantity-they cannot fail;
As for being humble-for that secret
they are far too proud.

ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو

بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو!

নায হায় তাকাতে গুফতার পেহ ইনসানূঁ কো
বাত করনে কা সলীকাহ নেহী নাদানূঁ কো!

এরাই-কেবল ভাষা জানে, তাই গুমর কত সে! বাপ্‌রে বাপ!
ভদ্র ভাষা তা শিখিল না কেউ! নাদান্‌রা সব বদ-স্বভাব!

Mighty airs they give themselves
because they have the trick of speech;
When it comes to delicacy, that is
far beyond their reach."

آئی آواز غـم انگیز ہے افسانہ ترا

اشك بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ ترا

آسماں گیـــر ہوا نعرہ مستانہ ترا

کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ ترا!

আয়ী আওয়ায গম্মে আঙ্গীয হায় আফসানাহ তেরা
এশকে বেতাব মে লবরীয হায় পায়মানাহ তেরা
আসমাঁ গীর হুয়া নারায়ে মুস্তানাহ তেরা
কেস কদর শওখ যবাঁ হায় দিলে দেওয়ানাহ তেরা

হঠাৎ আসিল কালাম-ই- আযীম : তোমার এ গানে কাঁদায় প্রাণ,
হৃদয় হইতে উছলিয়া-পড়া তোমার প্রেমের এই সে গান।
আকাশেরও দিল্ কেঁদে উঠে আজ তোমার করুণ কান্নাতে,
বুঝিয়াছি : এই গান আসিয়াছে কত না গভীর বেদনাতে।

Came a Voice : "Ah, pitiable is the
story thou hast told;
Sure, thy cup is overflowing with the
tears that never cease.
High as heaven has the loud thunder
of thy cry impassioned rolled;
In what impudence of language thy
distraction find release!

شکرشکوے کوکیا حسن ادا سے تو نے

ہم سخن کردیا بندوں کو خدا سے تو نے

শোকর শেকওয়ে কো কিয়া হুসনে আদা সে তূ নে
হাম সখুন কর দিয়া বনদুঁ কো খোদা সে তূ নে।

'শিকওয়া' এ নয়, - প্রশস্তি মোর! এমন বাচন-ভঙ্গি তার,
বান্দা এবং খোদার মাঝারে বাঁধিয়াছ সেতু চমৎকার!

Thanks at least for this, that thy
complaint was beautifully phrased,
And the creature to his Maker has in
conversation raised.

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے؟ رہرو منزل ہی نہیں

تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں

جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں

হাম তূ মায়েলে বহ করম হ্যাঁয়, কোয়ী সায়েল হী নেহীঁ
রাহ দেখলায়েঁ কায় সে? রহরও মানযিল হী নেহীঁ
তরবিয়ত আম তূ হায়, জওহারে কাবেল হী নেহীঁ
জেস সে তামীঁর হো আদাম কী ইয়েহ ওহ গুল হী নেহীঁ

দান-ভাণ্ডার খোলাইত মোর; সে দান নেবার সায়েল্ কৈ?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ চলা সেই পথিক বৈ?
শিক্ষা ত মোর সবার তরেই, কোথায় বল না ছাত্র তার?
যেই মাটি দিয়ে গড়িব আদমে, সেই মাটি কই পাচ্ছি আর!

We would fain be bountiful, but no
petitioner is there;
When no traveller approaches, how
can We guide on the way?
Free to all Our loving kindness, none
is worthy of Our care-
Even we could never fashion a new
Adam of such clay.

کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں

ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں!

কোয়ী কাবেল হো তূ হাম শানে কেয়ী দেতে হ্যাঁয়
ঢোনডনে ওয়ালূঁ কো দুনইয়া ভী নয়া দেতে হ্যাঁয়!।

যোগ্য জনের শীর্ষেই আমি রত্ন-মুকুট দেই আনি,
নতুন পৃথিবী- তাও পেতে পারে থাকে যদি তার সন্ধানী!

Were there any to receive it, We
would give a royal throne;
A new world We have to offer, were
one earnest seeker known

ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں

امتی باعث رسوائی پیغمبرؐ ہیں

بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں

تھا براھیم پدر، اور پسر آذر ہیں

হাথ বে যোর হ্যাঁয়, এলহাদ সে দিল খোগর হ্যাঁয়
উম্মতী বায়াসে রিসওয়ায়ী পয়গম্বর (স.) হ্যাঁয়
বুত শেকন উঠ গ্যায়ে, বাকী জূ রাহে বুতগর হ্যাঁয়
থা ইব্রাহীম (আ.) পিদর, আওর পিসর আযর হ্যাঁয়

হৃদয় তোমার ঈমান-বিহীন, বাজু সে তোমার শক্তিহীন,
তোমরা নবীর উম্মৎ? হায়! শরমে তাঁহার মুখ মলিন!
বুৎ-ভাঙ্গা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী* যারা তারা গড়িছে বুৎ,
'ইব্রাহিমের' ছেলেরা এখন 'আযর' সেজেছে- কী অদ্ভুত!

Hands are impotent and nerveless,
hearts unfaithed and infidel,
The Community a heartbreak to
their Prophet and a shame;
Gone the idol-breakers, in their
places idol-makers dwell;
Abraham's their fathers were; the
children merit Azar's name.

بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے

حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے

বাদাহ আশাম নয়ে বাদাহ নয়া, খুম ভী নয়ে
হরমে কা'বা নয়া বুত ভী নয়ে তোম ভী নয়ে।

শারাব, জাম ও পানকারীদের দেখছি এখন নূতন সব,
কা'বাও নূতন, বুৎও নূতন! চলিছে মজার কী উৎসব!

New and strange the band of drinkers,
and their wine is strange and new.
A new shrine to house their Kaaba,
new and strange the idols too.

وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا!

نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا!

جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا

کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا

ওহ ভী দিন থে কেহ ওহী মায়ায়ে রা'নায়ী থা!
নাযাশে মওসমে গুলে লালাহে চহরায়ী থা!
জূ মুসলমান থা, আল্লাহ কা সওদায়ী থা
কভী মাহবূব তোমহারা এহী হারজায়ী থা

তোমরাই ছিলে উৎস একদা সত্য এবং সুন্দরের
লালা-ফুল সম ফুটিয়া উঠিতে অগ্রপথিক বসন্তের!
খোদার প্রেমিক ছিলে সকলেই- যেই দিন ছিলে মুসলমান।
'হরযায়ী' এই খোদার পায়েই করেছিল সবে আত্মদান।

Once the tulip of the desert was of
elegance the queen,
In the season of the roses reigned
her loveliness supreme;
Then in every Muslim eye the burning
love of God was seen,
The Beloved you name as fickle was
the heart adoring's dream.

کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کرلو

ملت احمدؐ مرسل کو مقامی کرلو!

কেসী একজায়ী সে আব আহদে গোলামী কর লো
মিল্লাতে আহমদ (স.) মুরসাল কো মাকামী কর লো।

যাও না, এখন পূজা কর গিয়ে নূতন কোন সে 'একযায়ী'র?
খণ্ডিত কর মহামানবতা বিশ্বপ্রেমিক নূর নবীর!

If you will, with one more constant a
new bond of service sign;
The communion of the Prophet in a
narrower space confine.

کس قدرتم پہ گراں صبح کی بیداری ہے
ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے
طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے
تمہیں کہہ دو یہی آئین وفا داری ہے؟

কেস কদর তোম পেহ গেরাঁ সুবহ কী বেদারী হায়!
হাম সে কব পেয়ার হায়! হ্যাঁ নীনদ তোমহেঁ পেয়ারী হায়
তবয়ে আযাদ পে কয়দে রমজাঁ ভারী হায়
তোমহেঁ কাহ দো কে ইয়েহ আইয়েনে ওফাদারী হায়?

ফযরে উঠিয়া নামায পড়িতে পাও তুমি আজ কষ্ট ঘোর
আমারে ভুলিয়া অলস-আবেশে নিঁদমহলায় রও বিভোর।
প্রগতিপন্থী তুমি ত এখন! রাখো নাক' রোযা রামজানে
এই কি তোমার প্রেমের নিশান? 'ওফাদারী'র কি এই মানে?

Very heavy on your spirits weighs the
charge of morning prayer;
Liefer far would you be sleeping, than
rise up to worship Me.
Ramadan is too oppressive for your
tempers free to bear;
Tell me now, do you consider that the
law of loyalty?

قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، تم بھی نہیں
جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں

কাওম মাযহাব সে হায়, মাযহাব জূ নেহী, তোম ভী নেহী
জযবে বাহাম জূ নেহী, মাহফেলে আনজুম ভী নেহী।

ধর্ম দিয়েই মিল্লাৎ গড়ে, ধর্মহীনের নাহিক' মান,
আকর্ষণ না রইলে রহে না চাঁদ-সিতারার আঞ্জুমান!

Nations come to birth by Faith; let
Faith expire, and nations die;
So, when gravitation ceases, the
thronged stars asunder fly.

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو

نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن، تم ہو

بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو

بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو

জেন কো আতা নেহী দুনইয়া মেঁ কোই ফন, তোম হো
নেহী জেস কাওম কো পরওয়ায়ে নাশীমান, তোম হো
বিজলিয়াঁ জেস মেঁ হোঁ আসূদাহ ওহ খিরমন, তোম হো
বেচ খাতে হ্যাঁয় জূ আসলাফ কে মাদফান, তোম হো

কর্মবিমুখ অলস যাহারা- তোমরাই হ'লে সেই জাতি,
স্বদেশের প্রতি নাহিক' দরদ, উদাস খেয়ালে রও মাতি।
বজ্রপাতের অনুকূল তব জীর্ণ গৃহেই পড়িছে বাজ,
বাপ-দাদাদের মাজার বেচিয়া বেশ ত সবাই খাচ্ছ আজ!

Why, you are a people utterly bereft
of every art;
Not a nation in the world so lightly
spurns its native place;
You are like a barn where lightnings
nestle, and will not depart;
You would sell your fathers, grave-
yards, nor account such traffick base;

ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کرکے

کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟

হো নেকো নাম জূ কবরঁু কী তিজারত করকে
কিয়া নাহ বেচো গে জূ মিল জায়েঁ সনম পাত্থর কে?।

কবর লইয়া তেজারতি করে যেসব ঘৃণ্য ব্যবসাদার
মূর্তি পেলে যে বেচিবে না তারা- কোথায় তাহার অঙ্গীকার?

Making profit out of tombstones has
secured you such renown-
Why not set up shop in idols, if you
chance to hunt some down?

صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟
نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟
میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟
میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟

।সফহায়ে দাহর সে বাতেল কো মিটায়া কেস নে?
নওয়ে ইনসাঁ কো গোলামী সে ছোড়ায়া কেস নে?
ম্যারে কা'বে কো জাবীনূঁ সে বাসায়া কেস নে?
ম্যারে কুরআন কো সীনূঁ সে লাগায়া কেস নে?

মুছিল কাহারা কালের পাতায় চিহ্ন ছিল যা' কলঙ্কের?
মানব জাতির মুক্তি আনিল বন্ধন কাটি' দাসত্বের?
কা'বার কপোলে বোসা দিল কারা- তুলিল তৌহিদের আযান?
ছিনায়-ছিনায় গেঁথে নিল কারা আমার বাণী- সে পাক- কুরআন?

Who erased the smudge of falsehood
from the parchment firmament?
Who redeemed the human species
from the chains of slavery?
Who once filled the Holy Kaaba with
their foreheads lowly bent,
Clutching to their fervent bosoms the
Quran in ecstasy?

تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فـردا ہو!
থে তূ আবা ওহ তোমহারে হী, মগর তোম কিয়া হো?
হাথ পর হাথ ধহরে মুনতাজেরে ফরদা হো!।

তারা কি তোমরা? সে ত তোমাদের বাপ দাদা- যারা ছিল মহৎ,
তোমরা ত সব হাতে- হাত রেখে ভাবিছ শুধুই 'ভবিষ্যত'!

Who were they? They were your
fathers; as for now, why, what are you,
Squatting snug, serenely waiting for
to-morrow to come true?

کیا کہا! بہر مسلماں ہے فقط وعدۂ حور

شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور!

عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور

مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور

কিয়া কাহা? বাহরে মুসলমাঁ হায় ফাকাত ওয়াদায়ে হূর
শিকওয়া বে জা ভী কীরে কোই তূ লাযেম হায় শ'উর!
আদল হায় ফাতেরে হাসতী কা আযল সে দসতূর
মুসলিম আইয়েঁ হুয়া কাফের তূ মেলে হূর ওয়া কসূর

কী বলিলে তুমি? মুসলমানের 'হুর' সে শুধুই 'ওয়াদা' সার?
কান্না যতই হো'ক্ না করুণ, থাকা চাই কিছু যুক্তি তার!
শাশ্বত মোর আইন-কানুন, শাশ্বত মোর নীতি-বিধান;
কাফির যখন মুসলিম হয়- সেও পাবে 'হুর' এক-সমান!

Did you say that Muslims must with
promises contented be?
That is a complaint unfounded, and
by commonsense abhorred;
The Creator's law is justice, out of
all eternity-
Infidels who live like Muslims surely
merit Faith's reward.

تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں

جلوۂ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں

তোম মেঁ হূরূঁ কা কোই চাহনে ওয়ালা হী নেহীঁ
জালওয়ায়ে তূর তূ মওজূদ হায়, মূসা (আ.) হী নেহীঁ৷

তোমাদের মাঝে কারা বল চায় সত্যিকারের 'হুর-কসুর'?
মূসাই ত নাই!- 'তুর' পাহাড়ে ত তেমনি করিয়া জ্বলিছে নূর!

There is scarcely one amongst you
after Paradise aspires;
There is not a Moses living, though
unquenched are Sinai's fires.

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک

ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی، اللہ بھی، قــرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

মুনফা'আত এক হায় উস কাওম কী, নোকসান ভী এক
এক হী সব কা নবী (স.), দ্বীন ভী, ঈমান ভী এক
হরমে পাক ভী, আল্লাহ ভী, কুরআন ভী এক
কুছ বড়ী বাত থী হোতে জূ মুসলমান ভী এক

লাভ-লোকসান এক তোমাদের, এক মঞ্জিল, এক মোকাম,
এক তোমাদের নবী ও রসূল, এক তোমাদের দীন্-ইস্‌লাম।
এক তোমাদের আল্লাহ্ এবং এক তোমাদের আল্-কুরআন,
আফ্‌সোস, হায়, তবুও তোমরা এক নহ সব মুসলমান!

One and common are the profit and
the loss the people bear,
One and common are your Prophet,
your religion, and your creed,
One the Holy Sanctuary, one Quran,
one God you share;
But to act as one, and Muslims-that
would every bound exceed.

فرقہ بندی ہے کہیں، اور کہیں ذاتیں ہیں!

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں!

ফিরকাহ বনদী হায় কাহীঁ, আওর কাহীঁ জাতেঁ হ্যাঁয়!
কিয়া যমানে মেঁ পনপনে কী এহী বাতেঁ হ্যাঁয়?!

তোমাদের মাঝে হাজার ফিরকা, হাজার দল ও হাজার মত,
এমন জাতি কি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তি-পথ!

Here sectarianism triumphs, class and
caste there rule the day;
Is it thus you hope to prosper, to
regain your ancient sway?

کون ہے تارک آئین رسول مختار؟

مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟

کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟

ہوگئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار؟

কোন হায় তারেকে আইয়েনে রাসূল (স.) মুখতার?
মুসলেহাত ওয়াকত কী হায় কেস কে আমল কা মি 'ইয়ার?
কেস কী আখূঁ মেঁ সামায়া হায় শেয়ারে আগইয়ার?
হো গ্যায়ী কেস কী নেগাহ তরযে সলফ সে বেযার?

কারা, বল, ত্যাগ করেছে আমার পাক-রাসুলের পাক্- বিধান,
সুখ-সুবিধার যুক্তি-মাফিক কারা চলে আজ আযাদ-প্রাণ?
কাহাদের চোখে ভালো লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ?
বাপ-দাদাদের তরীকাতে আজ চলিতে কাহারা হয় নারাজ?

Who abandoned the example of the
Chosen Messenger?
Who abandoned the example of the
Chosen Messenger?
Who took temporal advantage as
their touchstone of success?
Who are dazzled by strange customs.
alien usages prefer?
For the manners of their fathers who
a faint disgust profess?

قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں

کچھ بھی پیغام محمدؐ کا تمھیں پاس نہیں!

কলব মেঁ সোয নেহীঁ, রূহ মেঁ ইহসাস নেহীঁ
কুছ ভী পয়গামে মুহাম্মদ (স.) কা তোমহেঁ পাস নেহীঁ!।

অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্মাতে নাই তার দহন,
মুহম্মদের পয়গাম আর তোমাদের কারো নাই স্মরণ!

In your hearts there is no ardour, in
your spirits feeling none;
As regards the Prophet's Message, why.
with that you've long since done.

جاکے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا، تو غریب

زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا ، تو غریب

نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا، توغریب

پردہ رکھتا ہے اگر کوی تمہارا، توغریب

জা কে হোতে হ্যাঁয় মাসাজিদ মেঁ সফ আরা, তূ গারীব
যহমতে রোযাহ জূ করতে হ্যাঁয় গাওয়ারা, তূ গারীব
নাম লেতা হায় আগার কোই হামারা, তূ গারীব
পরদাহ রাখতা হায় আগার কোই তোমহারা, তূ গারীব

মস্‌জিদে আজ নামায পড়িতে যায় সে শুধুই গরীব লোক,
তারাই এখন রোযা রাখে সব- যতই না কেন কষ্ট হোক!
গরীব যাহারা তাদের মুখেই শুনি যাহা-কিছু আমার নাম,
তারাই দিতেছে গৌরবে ঢাকি' তোমাদের যত অসৎ কাম।

Now, if any stand to worship in the
mosques, it is the poor,
And if any bear the pains of holy
fasting, it is they;
They alone Our Name revere, and Our
remembrance keep secure;
That your misdeeds may be hidden,
still they labour and they pray.

امرا نشۂ دولت میں ہیں غافل ہم سے

زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے

উমারা নেশায়ে দৌলত মেঁ হ্যাঁয় গাফেল হাম সে
যিনদাহ হায় মিল্লাতে বয়জা গুরাবা কে দম সে।

ধনীরা ত সব মত্ত-মাতাল শারাব পিয়ে সে সম্পদের
গরীব রয়েছে বলেই আজিও জ্বলিছে চেরাগ মিল্লাতের!

Drunken with the pride of riches,
wealthy men neglect God's due;
The communion of Islam lives on,
because the poor are true.

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی

برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی

رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی

فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی

ওয়ায়েজে কাওম কী ওহ পোখতাহ খায়ালী নাহ রাহী
বরকে তবায়ী নাহ রাহী, শোলাহ মাকালী নাহ রাহী
রাহ গ্যায়ী রসমে আজাঁ, রূহে বেলালী নাহ রাহী
ফালসাফাহ রাহ গায়া, তালকীনে গাযালী নাহ রাহী

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' সুচিন্তার,
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর।
রোসম্ রয়েছে আযানের বটে, আযানের রূহ্ বেলাল নাই
ফালসুফা আছে প্রাণহীন পড়ে', আল্-গাযালীরে কোথায় পাই!

Now no more the preacher's message
from a ripened judgment springs,
Quenched the lightning of his spirit,
out the lantern of his word;
Lifeless hangs the Call to Prayer, with
no Bilal to lend it wings;
While philosophy spins on, Ghazali's
lectures go unheard.

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے

মাসজিদেঁ মরসিয়াহ খাঁ হ্যাঁয় কেহ নামাযী নাহ রাহে
ইয়া'নী ওহ্ সাহেবে আওসাফে হেজাযী নাহ্ রাহে।

মস্জিদ আজি মর্সিয়া গায়- নামাযী নাহিক' তার ভিতর,
হেজাযীরা ছিল যেমন-তেমন কোথায় মিলিবে ধরার 'পর!

'Silenced is the voice of worship,' the
deserted mosques lament;
'Where are now the brave Hejazis
men of godly, true intent?

شور ہے ہوگئے دنیا سے مسلماں نابود

ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود

یہ مسلماں ہیں! جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود!

শোরাহে হো গ্যায়ে দুনইয়া সে মুসলমাঁ না বুদ
হাম ইয়েহ কাহতে হ্যাঁয় কেহ থে ভী কাহীঁ, মুসলিম মওজূদ?
ওজা' মেঁ তুম হো নাসারা, তূ তামদ্দুন মেঁ হুনূদ
ইয়েহ মুসলমাঁ হ্যাঁয়! জেনহেঁ দেখ কে শরমায়েঁ ইয়াহুদ

খুব ত কহিছ : দুনিয়া হইতে বিদায় নিচ্ছে মুসলমান!
প্রশ্ন আমার : মুসলিম কোথা? সে কি আজো আছে বিদ্যমান?
চলন তোমার খৃস্টানী, আর হিন্দুয়ানী তমদ্দুন,
ইহুদীও আজ শরম পাইবে দেখিলে তোমার এ-সব গুণ!

Loud the cry goes up. 'The Muslims?
They are vanished, lost to view!
We re-echo. 'Are true Muslims to be
found in any place?'
Christian is your mode of living, and
your culture is Hindoo;
Why, such Muslims to the Jews would
be a shame and a disgrace.

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟

এউঁ তূ সাইয়্যেদ ভী হো, মির্জা ভী হো, আফগান ভী হো
তুম সবহী কুছ হো, বাতাও তূ মুসলমান ভী হো?।

হ'তে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হ'তে পার তুমি সে আফগান্ ,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই : বলত' তুমি কি মুসলমান?

Sure enough, you have your Syeds,
Mirzas, Afghans, all the rest;
But can you claim you are Muslims,
if the truth must be confessed?

دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بیباک

عدل اس کا تھا قوی، لوث مراعات سے پاک

شجر فطرت مسلم تھا حیاسے نمناک

تھا شجاعت میں وہ اک ہستی فوق الادراک

দমে তাকরীর থী মুসলিম কী সদাকাত বেবাক
আদল উসকা থা কওবী, লাওসে মুরা'আত সে পাক
শাজারে ফিতরাতে মুসলিম থা হায়া সে নিমনাক
থা শুজা'আত মেঁ ওহ এক হাসতিয়ে ফাওক আল ইদরাক

সত্য-ভাষণে মুসলমানের কণ্ঠ ছিল সুনির্ভীক,
সবার প্রতিই অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিত ঠিক।
বৃক্ষের মত স্বভাব তাহার নম্র হইত ফল-ভরে,
ধৈর্য, সাহস, বীর্য ও বল ছিল তাহাদের অন্তরে।

Ever truthful, ever fearless was the
Muslim in his speech,
Strong and sure his sense of justice,
clean of partiality;
High exalted was his courage, far
above the common reach,
And sweet modesty the dew was that
refreshed his nature's tree;

خود گدازی نم کیفیت صہبایش بود

خالی ازخویش شدن صورت مینایش بود

খোদ গুদাযী নিমে কায়ফিয়তে ছহবায়েশ বূদ
খালী আয খেশ শুদান সূরতে মীনায়শে বূদ।

প্রীতি-উৎসবে সে ছিল যেমন অধরে স্নিগ্ধ লাল-শারাব
ত্যাগে ছিল তার তেমনি আবার পান-পিয়ালার রিক্তভাব।

Of his wine the liquid essence by self-
naughting was distilled.
And his joy was in self-emptying the
flask his Maker filled.

ہر مسلماں رگ باطل کے لئے نشتر تھا
اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا
جو بھروسا تھا اسے قوت بازو پر تھا
ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا

হার মুসলমাঁ রগে বাতেল কে লিয়ে নিশতর থা
উসকে আয়েনায়ে হাসতী মেঁ আমল জাওহার থা
জূ ভরোসা থা উসে কুওয়্যতে বাযু পর থা
হায় তোমহেঁ মওত কা ডর, উস কো খোদা কা ডর থা

ক্ষতের যেমন ছুরিকা, তেমন মিথ্যার ছিল মুসলমান
আর্শিতে তার পান্নার মত কীর্তি ছিল সে দীপ্তিমান।
আপন বাহুর তাকতের পরে ছিল সুগভীর আস্থা তার,
মৃত্যুর ভয়ে তোমরা কাতর- ভয় ছিল তার শুধু খোদার!

Every Muslim was a lancet poised to
sever falsehood's vein.
In the mirror of his being ceaseless
action's lustre shone;
In his own right arm he trusted, by
his strength he could attain.
And while you are scared of dying,
he had fear of God alone.

باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو
پھر پسر قابل میراث پدر کیونکر ہو!

বাপ কা ইলম নাহ বেটে কো আগার আযবর হো
ফের পিসর কাবেলে মীরাসে পিদর কেউঁ কর হো!!

পুত্র যদি সে লায়েক না হয়, পিতার শিক্ষা যদি না পায়,
পিতৃধনে সে কেমন করিয়া অধিকারী, বল, হইতে চায়!

If the child learns not the knowledge
that has made his father sage,
Then what right has he by merit to
his father's heritage?

ہر کوئی مست مے ذوق تن آسانی ہے
تم مسلماں ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے؟
حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے

হার কোয়ী মাসতে ম্যায়ে জাওকে তন আসানী হায়
তুম মুসলমাঁ হো? ইয়েহ আনদাযে মুসলামনী হায়?
হায়দারী ফকর হায়, নে দৌলতে উসমানী হায়
তুমকো আসলাফ সে কিয়া নেসবতে রূহানী হায়?

ভোগ-বিলাসেতে তন্ময় তুমি, অসাড় এখন তোমার প্রাণ,
তুমি মুসলিম? মুসলমানের এই আদর্শ? এই বিধান?
নাইক' আলীর ত্যাগের সাধনা, নাই সম্পদ ওসমানের,
কেমন করিয়া আশা কর তবে তাদের রুহানি সংযোগের!

You are all intoxicated with the joy
of fleshly ease;
Are you Muslims? What, is this the
way Islam would have you tread?
Ali's poverty you will not, Uthman's
wealth you dare not seize-
What relationship of spirit links you
to your glorious dead?

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہوکر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر

ওহ যমানে মেঁ মুআযযায থে মুসলমাঁ হো কর
আওর তুম খার হুয়ে তারেকে কুরআঁ হো কর।

মুসলমানের তরেই তখন সে-যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন্ ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ-কলঙ্ক, হায় অবোধ!

For the fact that they were Muslims
they were honoured in their day;
You, who have abandoned the Quran,
are spurned and cast away.

تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم
تم خطاکار وخطابیں، وہ خطاپوش وکریم
چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم
پہلے ویسا کوئی پیدا توکرے قلب سلیم!

তুম হো আপস মেঁ গজবনাক, ওহ আপস মেঁ রহীম
তুম খাতাকার ওয়া খাতাবেঁ, ওহ খাতা পোশ ওয়া কারীম
চাহতে সব হ্যাঁয় কেহ হোঁ অওজে সুরাইয়্যা পেহ মুকীম
পহলে ওয়ায়সা কোই পয়দা তূ করে কলবে সালীম!

তোমরা এখন হিংসা-কাতর, তাহাদের ছিল উদার মন,
ঢাকিত তাহারা এ-ওর আয়েব, তোমরা করিছ অন্বেষণ!
'সুরাইয়া' সম ঊর্ধ্বে ওঠার দেখিছ স্বপন সুরঙ্গীন,
তার আগে কর দিল্ প্রস্তুত, হও মুসলিম- হও মু'মিন্।

You are wroth with one another, they
were kindly merciful;
You, who sin, see sins in others they
concealed their brothers' sin;
Be the Pleiades your dwelling, if they
are attainable,
Yet your souls must be in order, and
with them you should begin.

تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر کے بھی
یوں ہی باتیں ہیں،کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی؟

তখতে ফাগাফূর ভী উন কা থা, সারীরে কে ভী
এউঁ হী বাতেঁ হ্যাঁয় কেহ তুম মেঁ ওহ হামিয়্যাত হায় ভী?।

তারা লভেছিল ইরানের তাজ- 'কাইকাউসে'র সিংহাসন,
বাক্য শুধুই সার তোমাদের- মর্যাদাহীন সব এখন!

They possessed the realm of China,
they ascended Persia's throne;
You have not their manly honour, and
are great in words alone.

خودکشی شیوہ تمہارا، وہ غیور وخود دار

تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار

تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار

تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بکنار

খোদ কাশী শেওয়াহ তুমহারা, ওহ গুয়ূর ওয়া খোদ দার
তুম উখুওয়্যত সে গারীযাঁ, ওহ উখুয়্যত পেহ নেসার
তুম হো গোফতার সারাপা, ওহ সারাপা করদার
তুম তরসতে হো কলী কো, ওহ গুলিস্‌তাঁ বেকিনার

আত্মঘাতী সে তোমাদের নীতি,- ছিল তাহাদের আত্মজ্ঞান,
তোমরা মারিছ ভাইকে, তাহারা মরিত- রাখিতে ভায়ের প্রাণ।
তোমরা সবাই বাক্য-বাগীশ, তারা ছিল সব কর্মবীর
তোমরা কাঁদিছ কুঁড়ির লাগিয়া, ছিল তাহাদের ফুল-প্রাচীর।

Self-destruction is your fashion, noble
self-esteem was theirs;
You would flee from brotherhood, a
brotherhood for which they died;
Yours the tongue that idly blabs,
theirs was the hand that greatly dares;
You are fain to pluck a bud, they
mastered all the garden wide.

اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت انکی

نقش ہے صفحۂ ہستی پہ صداقت انکی!

আব তলক ইয়াদ হায় কওমূঁ কো হেকায়াত উনকী
নকশ হায় সফহায়ে হাস্‌তী পেহ সাদাকাত উনকী!

আজিও জগৎ গাহিছে তাদের কীর্তিগাঁথা সে বীরত্বের
সৃষ্টির বুকে জ্বলিছে আজিও স্মৃতিচিহ্ন সে গৌরবের।

Nations to this day rehearse the
legend of their loyalty,
And their truth still stands inscribed
upon the scroll of history.

مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے

بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے

شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے

بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے

মেসলে আনজুম উফুকে কাওম পেহ রওশন ভী হূয়ে
বুতে হিনদী কি মুহাব্বাত মেঁ ব্রাহ্মণ ভী হূয়ে
শওকে পরওয়ায মেঁ মাহজূরে নাশীমান ভী হূয়ে
বে আমল থে হী জাওয়াঁ, দ্বীন সে বদজন ভী হূয়ে

তারার মতন সেদিন শোভিত তোমার জাতির আসমানে
হিন্দুর জড়-মায়ায় তোমার ব্রাহ্মণও আজ হার মানে!
উড়িবে বলিয়া বাসা ছেড়ে তুমি ঘুরিয়া মরিছ লক্ষ্যহীন
আগেই ছেড়েছ কর্ম তোমার- এখন ছাড়িলে তোমার দীন!

On your people's far horizon like a
star you shone so bright,
Till, by India's garish idols lured, to
Brahmans you were turned;
You forsook the nest that nursed you,
lifted by the love of flight,
But your youth were void of action,
and to doubt the Faith they learned;

ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا

لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا

উন কো তাহজীব নে হার বনদ সে আযাদ কিয়া
লা কে কা'বে সে সনম খানে মেঁ আবাদ কিয়া।

নব্য-যুগের সভ্যতা-মোহে কাটিয়া ফেলিলে সব বাঁধন
কা'বা ছেড়ে সবে মন্দিরে এসে বাসা বাঁধিয়াছ হায় এখন!

Education and refinement from all
fetters set them free.
Brought them forth from their own
Kaaba to embrace idolatry.

قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے
شہر کی کھائے ہوا، بادیہ پیمانہ رہے
وہ تو دیوانہ ہے، بستی میں رہے یا نہ رہے
یہ ضروری ہے، حجاب رخ لیلا نہ رہے

কয়েস যহমত কাশে তানহায়ী সহরা নাহ রাহে
শহর কী খায়ে হাওয়া, বাদিয়াহ পয়মা নাহ রাহে
ওহ তূ দীওয়ানাহ হায়, বসতী মেঁ রাহে ইয়া নাহ রাহে
ইয়েহ জরূরী হায়, হেজাবে রুখে লায়লা নাহ রাহে

কায়েস্ এখন রয় না বসিয়া বিজন-মরুপ্রান্তরে
শহরবাসী সে হয়েছে এখন- প্রমোদ-ভবনে বাস করে!
দিওয়ানা সে, তাই মরু বা শহরে যেখানে খুশি সে সেখানে যাক-
চাও বুঝি- একা লায়লীই তার মুখপানে চেয়ে বসিয়া থাক?

Qais, if so he pleases, may endure the
desert's solitude,
Or become a city-dweller, roam no
more the empty waste;
Qais may choose the one or other in
the madness of his mood-
This is sure and certain, Laila must
unveil her beauty chaste;

گلہ جور نہ ہو شکوہ بیداد نہ ہو
عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو

গেলায়ে জূর নাহ হো, শিকওয়ায়ে বীদাদ নাহ হো
ইশক আযাদ হায়, কেউঁ হুসন ভী আযাদ নাহ হো।।

দারাজ কণ্ঠে শুনায়োনা আর প্রেমের জুলুমবাজির গৎ
প্রেমিক হইবে মুক্ত-স্বাধীন-বন্দিনী র'বে প্রেমাস্পদ?

End the protests of injustice, cease
the cries of tyranny-
Why shall loveliness in bondage
languish, seeing love is free?

عہد نو برق ہے ، آتش زن ہر خرمن ہے
ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے
اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے
ملت ختم رسل شعلہ بہ پیراہن ہے

আহদে নও বারক হায়, আতেশে যনে হার খারমান হায়
আয়মন উস সে কোয়ী সহরা, নাহ কোয়ী গুলশান হায়
এস নয়ী আগ কা, আকওয়ামে কাহন ঈনধন হায়
মিল্লাতে খতমে রসূল (স.) শো'লায়ে লায়ে পীরহান হায়

নয়া যামানার আগুন লেগেছে, পাবেনাক' কেউ পরিত্রাণ,
সে-আগুনে আজ পুড়িতেছে যত ক্ষেত-খামার ও গুলিস্তান্।
প্রাচীন জাতিরা ইন্ধন আজি সেই লেলিহান-যুগ শিখায়
দীন-ইসলামের আঁচলেও বুঝি সে আগুন এসে লাগিল হায়!

This new age is like a lightning
setting every stock ablaze;
Not a desert, not a garden is in safety
from its blast;
The new fire elects for fuel peoples of
the ancient days,
The communion of the Prophet joins
the general holocaust;

آج بھی ہو جو براہیمؑ کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

আজ ভী হো জূ ইবরাহীম (আ) কা ঈমাঁ পয়দা
আগ কর সেকতী হায় আনদাযে গুলিসতাঁ পয়দা।

থাকে যদি আজ তোমাদের মাঝে ইব্রাহিমের সেই ঈমান,
এ-আগুন তবে হইবে আবার স্নিগ্ধ-শীতল ফুল-বাগান।

Ah, but if the faith of Abraham again
would brightly show,
Where the flames are at their fiercest,
there a garden fair would grow!

دیکھ کر رنگ چمن ہونہ پریشاں مالی

کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی

خس وخاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی

گل بر انداز ہے خون شہدا کی لالی

দেখ কর রঙ্গে চমন হো নাহ পারীশাঁ মালী
কাওকাবে গনচাহ সে শাখেঁ হ্যাঁয় চমকনে ওয়ালী
খা'স ওয়া খাশাক সে হোতা হায় গুলিস্‌তাঁ খালী
গুল বরানদায হায় খূনে শুহাদা কী লালী

অশ্রু ফেলো না হেরিয়া, হে মালি, দৈন্য তোমার মালঞ্চের,
ফুটিবে কুঁড়িরা তারার মতন, নব-বসন্ত আসিবে ফের।
সব রিক্ততা অবসান হবে-নব-পল্লব-গৌরবে
শহীদী খুনের রং মেখে ফের ফুটিবে গোলাব সৌরভে।

Let the gardener not be downcast to
descry the garden's plight;
Soon the starlight of the blossoms shall
the naked boughs adorn,
And the choking weeds and brambles
will have vanished out of sight,
And where martyrs shed their life-
blood crimson roses will be born.

رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے

یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے!

রং গরদূঁ কা যরা দেখ তূ আন্‌নাবী হায়
ইয়েহ নেকালতে হুয়ে সূরাজ কী উফুক তাবী হায়!।

ওই চেয়ে দেখ- প্রভাত-আলোয় রাঙ্গা হয়ে আসে পুব-আকাশ,
নূতন সূর্য উঠিবে এবার- এইত তাহার পূর্বাভাস!

Look upon the deep vermilion flooding
all the eastern sky-
It is your horizon, glowing to behold
your sun arise.

امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں
اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں
سینکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی، بالیدہ بھی ہیں
سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں

উম্মাতেঁ গুলশানে হাস্‌তী মেঁ সামার চীদাহ ভী হ্যাঁয়
আওর মাহরূমে সামার ভী হ্যাঁয়, খাযাঁ দীদাহ ভী হ্যাঁয়
সায়কড়োঁ নাখল হ্যাঁয় কাহীদাহ ভী, বালীদাহ ভী হ্যাঁয়
সায়কড়োঁ বাতনে চমন মেঁ আভী পূশীদাহ ভী হ্যাঁয়

পুরাতন এই সৃষ্টির বাগে ফল খেয়েছে সে অনেক জাত
অনেকে আবার ভোগ করিয়াছে ব্যর্থ আশার তুষার-পাত!
অনেক তরুই রয়েছে হেথায়- শুষ্ক বা কেউ, কেউ সবল,
অনেকে এখনো জন্ম লভেনি, রয়েছে গোপন মাটির তল।

There are nations in Life's garden that
have gathered in their fruit,
Others shared not in the harvest, and
are swept by autumn's gales;
Multitudes of trees there stand, some
green, some withered to the root,
Myriads as yet lie hidden in the womb
that never fails;

نخل اسلام نمونہ ہے برومنــــدی کا
پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا

নখলে ইসলাম নমূনাহ হায় বরোমনদী কা
ফল হায় ইয়েহ সায়কড়োঁ সদিউঁ কী চমন বনদী কা।

ইস্‌লামের এই বিশাল তরুটি অতুল ধরায় ফল-শোভায়
এ ফল ফলেছে মুমিন মালীর বহু-শতাব্দী কর্ষণায়।

After centuries of tending soars Islam,
a mighty tree,
Fruitful yet, a splendid symbol of
immense vitality.

پاک ہے گرد وطن سے سرد اماں تیرا
تووہ یوسفؑ ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا
قافلہ ہونہ سکے گا کبھی ویراں تیرا
غیریک بانگ درا کچھ نہیں ساماں تیرا

পাক হায় গরদে ওয়াতন সে সারে দামাঁ তেরা
তূ ওহ ইউসূফ হায় কেহ হার মেসের হায় কেনআঁ তেরা
কাফেলা হো নাহ সাকে গা কভী বীরাঁ তেরা
গায়রে এক বাঙ্গে দারা কুছ নেহী সামাঁ তেরা

তোমারে বাঁধিতে পারেনিক' কোন স্বদেশ-ভূমির মাটির রূপ,
'মিসর' তোমার 'কিনান্' সমান- দেশকালজয়ী তুমি 'য়ূসুফ'
ছুটিবে আবার এ নয়া কাফেলা- দাও বাজাইয়া ঘন্টা তার,
সামান্ তাহার নহে বেশি ভার, ছুটিবে সে দ্রুত মরুর পার।

From the dust of a fixed homeland is
thy skirt forever free,
Thou a Joseph art whose Canaan is in
every Egypt found
Still thy caravan is gathered, onward
still the march must be,
All thy baggage for the journey is the
bell's compelling sound.

نخل شمع استی و در شعــلہ و دود ریشہ تو
عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو

নখলে শমা আসতী ওয়া দর শো'লা দূদ রিশায়ে তূ
আকেবাত সূয বূদ সায়ায়ে আনদীশায়ে তূ।

পিলসুজ্ সম তুমি আছ নীচে, ঊর্ধ্বে রয়েছে দীপ-শিখা,
সব সংশয় দূর হয়ে যাবে জ্বলিলে তোমার বর্তিকা।

Yea, a candle-tree thou art, and in
the flame thy deep roots thrust;
By the shadow of thy thought To-
morrow's cares are burned to dust.

تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے

نشہ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے

ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

তূ নাহ মিট জায়েগা ইরান কে মিট জানে সে
নেশায়ে ম্যায় কো তাআল্লুক নেহীঁ পয়মানে সে
হায় আয়াঁ ইউরাশে তাতার কে আফসানে সে
পাসেবাঁ মিল গ্যায়ে কা'বে কো সনম খানে সে

দু:খ কিছুই নাহিক তোমার ইরান যদিই হয় বিরান
পিয়ালায় নাহি হয় পরিচয় লাল-শিরাজীর মূল্যমান।
বিজয়-গর্বী তুর্কী-তাতার দিয়েছে প্রমাণ এই কথার;
মূর্তি-পূজক যাহারা-তারাই শ্রেষ্ঠ রক্ষী হয় কা'বার!

Though Iran should wane and perish,
thou shalt never pass away,
For the wine's intoxication in the
beaker does not lie;
From the story of the Tartar horde it
stands out clear as day
That the idol-house itself the Kaaba's
guardians may supply.

کشتئی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے

عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارا تو ہے

কাশতীয়ে হক কা যমানে মেঁ সাহারা তূ হায়
আসরে নও রাত হায়, দহনদেলা সা সেতারা তূ হায়।

সত্য-তরীর মাঝি তুমি চির-ঊর্মি-মুখর সমুদ্রের,
নূতন যুগের যুলমাৎ-রাতে ধ্রুবতারা তুমি এ-বিশ্বের!

On Time's ocean thou sustainest the
frail vessel of The True;
This new age is wrapped in shadows,
but thy star shines faintly through.

ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا

غافلوں کے لئے پیغام ہے بیداری کا

تو سمجھتا ہے یہ ساماں ہی دل آزاری کا

امتحاں ہے ترے ایثار کا، خودداری کا

হায় জু হাঙ্গামাহ বপা ইউরাশে বুলগারী কা
গাফেলূঁ কে লিয়ে পয়গাম হায় বে দারী কা
তূ সমঝতা হায় ইয়েহ সা-মাঁ হায় দিল আযারী কা
ইমতিহাঁ হায় তেরে ঈসার কা, খোদদারী কা

বুলগারগণ আসিছে ধাইয়া তুর্কীর পানে-কিসের ভয়?
গাফিল দিগের হুঁশিয়ারি এযে-যাতে তারা সব সজাগ হয়।
দু:খ করিছ কেন এ বিপদে? ভাবিছ কেন এ অকল্যাণ?
এই ত তোমার আত্ম-শক্তি-বলবীর্যের ইমতিহান!

Now the onslaught of the Bulgars
sounds the trumpet of alarm,
Screaming to the heedless sleepers
news of an awakening;
Thou supposest it the tiding of fresh
grief and mortal harm.
Yet it can thy self-denial and thy
pride to testing bring.

کیوں ہراساں ہے صہیل فرس اعدا سے

نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے

কেউঁ হারাসাঁ হায় সোহায়লে ফারাস আদা সে
নূরে হক বুঝ নাহ সাকেগা নাফাসে আদা সে।

দুশ্‌মনদের যুদ্ধ-অশ্ব আসুক না রণ-হুংকারে,
সত্যের নূর নিভিতে পারে না শত্রুসেনার ফুৎকারে।

Wherefore fearest thou the neighing
of the warsteeds of the foe?
Never shall Truth's light be doused,
for all God's enemies may blow.

چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری
ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری
کوکب قسمت امکاں ہے خلافت تیری

চশমে আকওয়াম সে মাখফী হায় হাকীকত তেরী
হায় আভী মাহফেলে হাস্‌তী কো জরূরাত তেরী
যিন্দাহ রাখতী হায় যমানেঁ কো হারারাত তেরী
কাওকাবে কিসমাতে এমকাঁ হায় খেলাফাত তেরী

বিশ্বের চোখে আজো রহিয়াছে তোমার স্বরূপ সংগোপন
তোমার বিহনে হবে না খোদার পূর্ণ আত্মা-উন্মোচন।
যুগের জীবন বেঁচে আছে শুধু তোমার লহুর উষ্ণতায়
ভাগ্য-তারকা জ্বলিছে আকাশে তব খেলাফৎ-প্রতীক্ষায়!

The reality thou art is hidden from
the peoples eyes;
The bright cavalcade of Being has
most urgent need of thee;
It requires thy burning breath,Time's
sinews to revitalize,
And thy kingdom is the star that rules
the Future's destiny.

وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نور توحیـــد کا اتمـــام ابھی باقی ہے

ওয়াকতে ফুরসত হায় কাহাঁ, কাম আভী বাকী হায়
নূরে তাওহীদ কা ইতমাম আভী বাকী হায়।

এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, ফুরসৎ নাই বিশ্রামের,
পূর্ণ করিয়া জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তৌহীদের।

Where is now the time for leisure?
Mighty labours yet await,
Ere the light of the One Godhead all
the world irradiate.

مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا

رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہوجا

ہے تنک مایہ، تو ذرے سے بیاباں ہو جا

نغمۂ موج سے ہنگامۂ طوفاں ہوجا

মেসলে বূ কয়েদ হায় গনচে মেঁ পারীশাঁ হো জা
রখতে বরদোশে হাওয়ায়ে চমনিস্তাঁ হো জা
হায় তুনুক্ মায়াহ, তূ জারে সে বায়াবাঁ হো জা
নোগমায়ে মওজ সে হাঙ্গামায়ে তূফাঁ হো জা

কুঁড়ির ভিতরে গন্ধ হইয়া থেকো নাক' আর বন্ধ-দ্বার, '
তোমার গন্ধে আমোদিত হোক আবার ধরার বাগবাহার।
বালুকণা হ'য়ে থেকো নাক' আর-বিয়াবান সম হও বিশাল
মৃদু-সমীরণ হউক তোমার ঝঞ্ঝা-তুফানপ্রাণ-মাতাল।

Thou art like the scent imprisoned in
a bud; thyself release!
Load thy pack upon thy shoulder, fan
the meadow with thy breeze.
To a mighty desert let thy insubstantial
mote increase.
From a murmuring wave become the
roaring tempest of the seas.

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسم محمدؐ سے اجالا کر دے

কুওয়্যতে ইশক সে হার পুসত কো বালা কর দে
দাহর মেঁ ইসমে মুহাম্মদ (স.) সে উজালা কর দে।

তুচ্ছরে আজ করগো উচ্চ-প্রেমে পুণ্যে কর মহৎ
মুহাম্মদের নামের আলোকে উজ্জ্বল কর সারা-জগৎ।

With the power of love triumphant
life the lowly from their shame;
Light the world, too long in darkness,
with Muhammad's radiant name.

ہونہ یہ پھول، توبلبل کا ترنم بھی نہ ہو

چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

یہ نہ ساقی ہو تو پھرمے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو

بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو

হো নাহ ইয়েহ ফুল, তূ বুলবুল কা তারান্নুম ভী নাহ হো
চমনে দাহর মেঁ কলিউঁ কা তাবাস্‌সুম ভী নাহ হো
ইয়েহ নাহ সাকী হো তূ ফের ম্যায় ভী নাহ হো, খম ভী নাহ হো
বযমে তাওহীদ ভী দুনইয়া মেঁ নাহ হো, তুম ভী নাহ হো

তোমার ফুল না ফুটিলে কেমনে গাবে বুলবুল্ তারান্নুম,
কেমনে ফুটিবে কুসুম-কুঞ্জে পুঞ্জে তাবাস্‌সুম!
তুমি যদি সাকী না হও, না হবে! শারাব-জামও রবে না আর,
তৌহীদ গেলে তুমি কোথা রবে? ভেবেছ কী হবে নতিজা তার?

Were it not for this fair blossom,
songless were the nightingale,
The sweet rosebud in Time's garden
would no more smile tenderly;
Without him to play the Saki, wine
and vessel both would fail,
Faith in God the One would perish,
and yourselves would cease to be.

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے

খীমাহ আফলাক কা ইসতাদাহ উসী নাম সে হায়
নবজে হাস্‌তী তাপশে আমাদাহ উসী নাম সে হায়।

বিশ্ববীণার তারে তারে আজো ধ্বনিছে এ মহা পুণ্যনাম,
নিখিল সৃষ্টি কম্পিত করি ওঠে মহাবাণী 'দীন-ইস্‌লাম'!

By this name the great pavilion of
the skies is held in place,
To this name the pulse of Being
quivers yet through boundless Space.

دشت میں، دامن کہسار میں، میدانؔ میں ہے
بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے
چین کے شہر، مراقش کے بیابان میں ہے
اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے

।দাশত মেঁ, দামানে কাহসার মেঁ, ময়দান মেঁ হায়
বাহর মেঁ, মওজ কী আগূশ মেঁ, তূফান মেঁ হায়
চীন কে শহর, মারাকাশ কে বায়াবান মেঁ হায়
আওর পুশীদাহ মুসলমান কে ঈমান মেঁ হায়

আজো ঝঙ্কারি উঠিছে এ-নাম মরু-দিগন্তে গিরি-গুহায়
সাগর-তটিনী কুলুকুলু নাদে আজিও এ-নাম গাহিয়া যায়।
চীন-দেশে, মরু-মোরক্কে এ নাম- উঠিছে আজিও সকাল-শাম,
মুসলমানের ঈমানের তলে গোপন রয়েছে আজো এ-নাম।

In the sea's caressing billows, in the savage storm no less,
In the prairie, in the mountain, in the valley, in the filed,
In the cities of far China, in Morocco's wilderness,
In the faith of every Muslim in this mystery concealed;

چشم اقوام یہ نظـارہ ابد تک دیکھے
رفعت شان رفعنا لك ذكرك دیکھے

চশমে আকওয়াম ইয়েহ নাজারাহ আবাদতক দেখ্‌খে
রাফ'অতে শানে রাফা'না লাকা জিকরাকা দেখ্‌খে।

কিয়ামৎ তক্ দেখিবে জগৎ এ নাম-দৃশ্য জ্যোতির্ময়,
মুহম্মদের স্মরণ-মহিমা পূর্ণ হইবে- সে নিশ্চয়।

Let the eyes of all the peoples till the very end of time
Testify to the great wonder. We have made thy name sublime.

مردم چشم زمیں، یعنی وہ کالی دنیا
وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا
گرمئ مہر کی پروردہ، ہلالی دنیا
عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا

মরদামে চশমে যমী, ইয়া'নী ওহ কালী দুনইয়া
ওহ তুমহারে শুহাদা পালনে ওয়ালী দুনইয়া
গরমীয়ে মোহর কী পরওয়ারদাহ হেলালী দুনইয়া
ইশক ওয়ালে জেসে কাহতে হ্যাঁয় বেলালী দুনইয়া

পৃথিবীর কালো আঁখি-তারা সম 'কালো দেশ' ওই আফ্রিকায়
হাজার হাজার বীর-শহীদান যার বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
সূর্যের স্নেহ-পালিতা কন্যা- 'হিলালী চাঁদের' সেই সে দেশ,
প্রেমিকজনের 'বেলালী দুনিয়া'- বুকভরা যা অশেষ ক্লেশ,

The black region of the globe, that
pupil of the eye of the earth,
The same homeland where your
martyrs were forever born and bred,
Fertile Crescent, warmed and cherished
By the Sunto joy and mirth,
That its lovers call Bilal's land, for it
knew his holy tread,

تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح
غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح

তাপশে আনদায হায় উস নাম সে পারে কী তরাহ
গোতাহ যন নূর মেঁ হায় আঁখ কে তারে কী তরাহ।

এনামের বারি পান করি সেই মরুর দেশও স্নিগ্ধ হয়,
নয়ন-জ্যোতিতে সিক্ত হইয়া- আঁখি-তারা যথা শান্ত রয়।

Is like mercury –a-tremble at the echo
of his name
That illuminates the darkness as it
were a plunging flame.

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
29706
LAHORE.

عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تری

مرے درویش! خلافت ہی جہانگیر تری

ماسوا اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری

تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری

আকল হায় তেরী সফরে ইশক হায় শমশীর তেরী
মেরে দরবেশ! খেলাফত হায় জাহাংগীর তেরী
মা সেওয়াল্লাহ কে লিয়ে আগ হায় তাকবীর তেরী
তূ মুসলমাঁ হো তূ তাকদীর হায় তাদবীর তেরী

জ্ঞান হোক্ তব বর্ম,- প্রেমের তলোয়ার লও হস্তে ফের
ওরে বে-খেয়াল! জানো না কি- তুমি খলিফা আমার মাখলুকের?
অগ্নিবাণী-সে তক্‌বীর তব উজল করিবে সারা জাহান,
মুসলিম হ'লে তদ্‌বীরই তব হইবে তকদীরের সমান।

Thou hast Reason for thy buckler
and thy sword is Love Divine;
So accoutred, my brave dervish, seize
the world beneath thy sway.
'God is Greatest'-all but God
consume with this bright flame of thine;
Thou a Muslim art, and Destiny thy
edict must obey.

کی محمدؐ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

কী মুহাম্মদ (স.) সে ওয়াফা তূ নে তূ হাম তেরে হ্যাঁয়
ইয়েহ জাহাঁ চীয হায় কিয়া, লওহ ওয়া কলম তেরে হ্যাঁয়।

মুহম্মদের ভালোবাসো যদি ভালোবাসা পাবে তবে আমার,
'লউহ-কলম্' লভিবে তোমরা- মাটির পৃথিবী সে কোন্ ছার!

Be thou faithful to Muhammad, and
We yield Ourselves to thee;
Not this world alone –the Tablet and
the Pen thy prize shall be.

আল্লামা ইকবা

00029706
8U1.6
IC
2
2